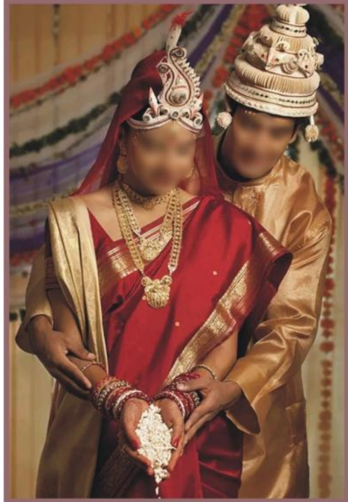

"Survival of The Fittest"

♂♀ নরনারীর যৌন পরিষেবা

বিয়ে হল বুজরুকি, অর্থ, নয় হোক চুক্তি
শ্রমের বদলে টাকা ভাই স্বাধীন হয়ে বাঁচতে চাই

সারা পৃথিবীতে একটা প্রাচীন ভাঙ্গাচোরা প্রতিষ্ঠান হল বিয়ে। বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পটে অচল। বিয়ে অধিকাংশ মানুষের জীবন বরবাদ করে দেয়। এই নিরিখে সারা পৃথিবীর বিয়ের লাভক্ষতি নানা সমীক্ষা বা পড়াশুনায় দেখে নিচ্ছি এখানে। যদি কোন উত্তম জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়।

আলোচক আত্মজ উপাধ্যায় একজন সিনিয়র প্রাবন্ধিক ও কবি।

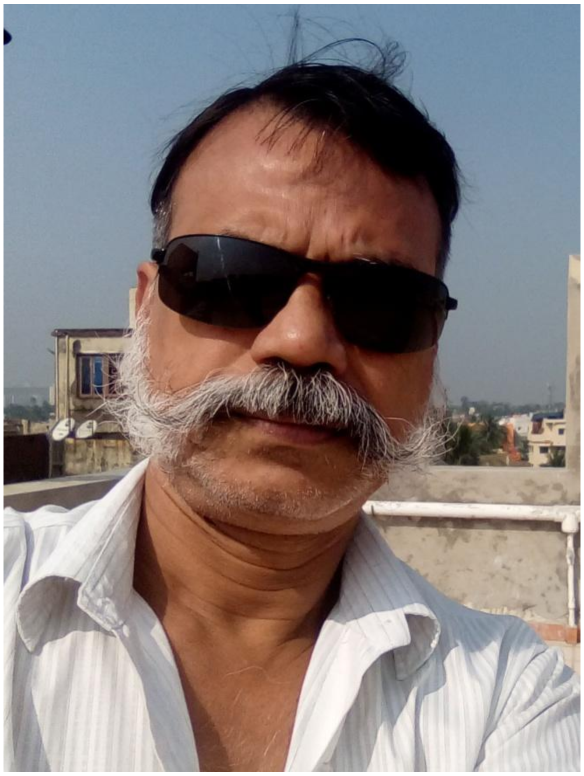

A Zina Publication. Kolkata- 700159

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি? -১

No higher resolution available.

Marriage_of_Inanna_and_Dumuzi.png (250 ×

বিয়ে আজ থেকে প্রায় ৪,৩৫০ বছর পুরাণো প্রতিষ্ঠান। এর আগে হাজার হাজার বছর ধরে, বেশিরভাগ নৃতাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করেন,পৃথক পৃথক পরিবারগুলিতে প্রায় ৩০ জন লোকের স্বচ্ছলভাবে সংগঠিত দল ছিল, বেশ কয়েকজন পুরুষ কর্তা, এবং তাদের ব্যবহার করার বহু মহিলা ও শিশু ছিল। যেহেতু মানুষ প্রাচীনকালে, শিকার-সংগ্রহকারীরা সভ্যতার পর কৃষি সভ্যতায় বসতি স্থাপন করেছিল, তাই সমাজের আরও স্থিতিশীল ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল।

মেসোপটেমিয়ায় (Mesopotamia) প্রায় ২৩৫০ খ্রীষ্টপূর্বে (2350 B.C). থেকে একজন মহিলা এবং একজন পুরুষকে বিবাহের অনুষ্ঠানের প্রথম রেকর্ড করা প্রমাণ আছে। পরবর্তী কয়েকশো বছর ধরে, প্রাচীন হিব্রু, গ্রীক এবং রোমানদের দ্বারা বিবাহ একটি বিস্তৃত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছিল। তখন প্রেম বা ধর্মীয় বিষয় বিয়ের সাথে যুক্ত ছিলনা। নারী পুরুষ বিবাদ ছিলনা যৌনতা নিয়ে। আজও মানুষের কাছাকাছি উন্নত শ্রেণির বাঁদর প্রজাতির মধ্যে ইচ্ছে মতো যৌনতা চলে। ভাগ্যিস! মানুষের মত বাঁদর সভ্যাতার '**স**'ও জানেনা। তারা জানে পুরুষরাই মহিলাদের রক্ষক ও ভক্ষক। এটাই নিয়তি এটাই নারীর বিকল্পহীন গ্রাহ্যতা।

কবে থেকে বিবাহের ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল?

ক্যাথলিক চার্চ **ত্রয়োদশ শতাব্দী** অবধি বিবাহকে কোনও ধর্মীয় সংস্কার হিসাবে গড়ে তুলেনি, এবং কেবল ষোড়শ শতাব্দী থেকে বিবাহের ক্ষেত্রে কঠোর ধর্মীয় সংস্কার প্রয়োগ করা শুরু করেছিল

বিবাহ, যাকে বিয়ে বা বিবাহ হিসাবে বলি, একটি সাংস্কৃতিকভাবে **স্বীকৃত মিল,** যাকে বলা হয় **স্বামী বা স্ত্রী,** যা তাদের মধ্যে পাশাপাশি তাদের এবং তাদের সন্তানের মধ্যে এবং তাদের এবং শ্বশুরবাড়ির মধ্যে অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠা করে , তৈরি করে।

বিবাহের সংজ্ঞা বিশ্বজুড়ে পরিবর্তিত হয়, কেবল সংস্কৃতি এবং ধর্মের মধ্যেই নয়, যে কোনও সংস্কৃতি এবং ধর্মের ইতিহাস জুড়ে। সময়ের সাথে সাথে, এটি কে এবং কী ঘিরে আছে সেগুলির

ক্ষেত্রে ভাবনার প্রসার এবং সংকীর্ণ হয়েছে। সাধারণত, এটি এমন একটি সংস্কার যেখানে **আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কগুলি, সাধারণত যৌন, স্বীকৃতি বা অনুমোদিত** হয়। কিছু সংস্কৃতিতে কোনও যৌন ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করার আগে বিবাহকে সুপারিশ করা হয় বা বাধ্যতামূলক বলে মনে করা হয়। যখন বিস্তৃতভাবে **সংজ্ঞায়িত করলে, বিবাহকে একটি সাংস্কৃতিক সার্বজনীন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুটি বিপরীত লিংগের মানুষের যৌন মিলনের স্বীকৃতিকে বিবাহ বলা হয়।**

প্রাচীনকালে একটা সময় ছিল বিয়ে হত দু গোষ্ঠির মধ্যে সন্ধি বা আত্মীয় হবার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে। যোনি ও পুরুষাঙ্গকে তারতম্য হিসাবে দেখত না। পারিবারিক সম্মিলিত ইচ্ছাই বর ও কনের মাথায় রাখতে হত। কেউ পারিবারিক ইচ্ছা বা মর্যাদা হানি করলে খুন করে ফেলা হত। সেই প্রথা আজও আছে যাকে **honour killing বা মর্যাদা রক্ষার খুন** বলে।

Haviland, William A.; Prins, Harald E.L.; McBride, Bunny; Walrath, Dana (2011). Cultural Anthropology: The Human Challenge (13th ed.). Cengage Learning. ISBN 978-0-495-81178-7.অনুযায়ী "বিবাহের non ethnocentric (অ-নৃতাত্ত্বিক দ্বারা, এক ধরণের অনুবাদ বোঝানো হয়েছে যার মধ্যে দেশীয়করণ এবং বিদেশীকরণের প্রক্রিয়াগুলির একটি আদর্শ ভারসাম্যতা রয়েছে এবং এইভাবে, গ্রহণকারী সমাজের সমস্ত সাংস্কৃতিক কোডকে সম্মান করার সময়, বিদেশী সংস্কৃতিও যথাযথভাবে বজায় রাখা হয়।

১। নিজের জাতিগত গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি বিশ্বাস।

২. জাতিগততা নিয়ে অত্যধিক উদ্বেগ।) সংজ্ঞা হ'ল দুই বা ততোধিক লোকের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিকভাবে অনুমোদিতযৌন মিলন যা মানুষের মধ্যে, তাদের বাচ্চাদের মধ্যে এবং তাদের এবং শ্বশুরবাড়ির মধ্যে কিছু অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠা করে।"

এই প্রসংগে বলে রাখা ভাল, **ভারতীয় সংবিধানে** নারীবাদীদের শ্লোগান, বৈবাহিক ধর্ষণকে, ধর্ষণ বলেনা। উলটে কেউ তার স্বামী /স্ত্রীকে যৌন মিলনে অপারগ হলে, বাধা দিলে বিয়ে খারিজ হবার সুযোগ তৈরি হয়। **পুরুষ মহিলাদের অনেক অত্যাচার সহ্য করে। ৫০ বছরের আগে থেকেই মহিলারা পুরুষকে যৌনসুখ থেকে বঞ্চিত করে, পুরুষরা ইচ্ছা করলে তাদের বিয়ে খারিজের মামলা করতে পারে।**

আইনী, সামাজিক, লিবিডিনাল *(অন্তর্মুখী জৈবিক তাড়নার সাথে যুক্ত মানসিক এবং মানসিক শক্তি;* ***ক।*** *যৌন ইচ্ছা;* ***খ।*** *যৌনতার তাড়না প্রকাশ।),* সংবেদনশীল, আর্থিক, আধ্যাত্মিক এবং

ধর্মীয় উদ্দেশ্য সহ বিভিন্ন কারণে ব্যক্তিরা বিবাহ করে। যাদের সাথে তারা বিবাহিত হয়, লিঙ্গ, অজাচারের সামাজিক নির্ধারিত নিয়ম, ব্যবস্থাপত্র বিবাহের বিধি, পিতামাতার পছন্দ এবং স্বতন্ত্র আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

বিশ্বের কয়েকটি ক্ষেত্রে, বিয়ে, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ এবং কখনও কখনও জোর করে বিবাহ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসাবে অনুশীলিত হয়। বিপরীতভাবে, এই অধিকারগুলি নারীর অধিকার বা শিশুদের অধিকার (মহিলা এবং পুরুষ উভয়) লঙ্ঘন সম্পর্কিত বিষয়ে বা আন্তর্জাতিক আইনের ফলাফল হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবৈধ ও দণ্ডিত হতে পারে।

বিশ্বজুড়ে, প্রাথমিকভাবে উন্নত গণতন্ত্রগুলিতে, বিবাহের মধ্যে নারীদের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করার এবং আন্তঃসত্ত্বা, ভিন্ন ভিন্ন জাতির এবং সমকামী দম্পতির বিবাহকে আইনত স্বীকৃতি দেওয়ার দিকে একটি সাধারণ প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এই প্রবণতাগুলি বিস্তৃত মানবাধিকার আন্দোলনের সাথে মিলে যায়।

এখন মুশকিল হয়েছে, **মানবাধিকার** নারী পুরুষ উভয়েরই আছে। একজনের মানবাধিকার দেখতে গিয়ে অন্যজনের মানবাধিকার গ্রহণযোগ্য নয়। এটি একট পক্ষপাত দোষে ঘৃণিত ব্যবস্থা। বর্তমান উন্নতশীল দেশগুলিতে, ও আধা উন্নতশীল দেশ - **যেমন ভারতে নারীর অধিকার দেখতে গিয়ে, নারীকে সাহায্য করতে গিয়ে পুরুষের মানবাধিকারগুলি ধ্বংস করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে।** যেমন বিচার ব্যবস্থা। বিচার ব্যবস্থা একটা দেশের সাধারণের কাছে একটি মানদণ্ড দিয়ে বিচার হয়। **ভারতের বিচার ব্যবস্থা অত্যান্ত খারাপ পুরুষের পক্ষে।** ভারতের নাগরিকদের অধিকাংশ নাগরিকের সুস্থ মানসিকতা নেই। বেশ কিছু ঘটনা এর প্রমাণ আছে। সুতরাং বিয়ে সম্পর্কে ভারতীয় ব্যবস্থা বা বিচার ব্যবস্থা মানবাধিকার লঙঘন করছে প্রতিনিয়ত।

বিবাহকে কোনও রাষ্ট্র, কোনও সংস্থা, একটি ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ, উপজাতি গোষ্ঠী, স্থানীয় সম্প্রদায় বা সহকর্মীরা স্বীকৃতি দিতে পারে। এটি প্রায়শই একটি চুক্তি (as a contract) হিসাবে দেখা হয়। ধর্মীয় বিষয়বস্তু ব্যতিরেকে বিবাহ আইন অনুসারে কোনও সরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা বিবাহ সম্পাদন ও পরিচালনা হয়, এটি একটি নাগরিক বিবাহ (civil marriage)। নাগরিক বিবাহ রাষ্ট্রের চোখে বিবাহের অন্তর্নিহিত অধিকার এবং বাধ্যবাধকতাগুলি স্বীকৃতি দেয় এবং তৈরি করে। যখন কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ধর্মীয় বিষয়বস্তু নিয়ে একটি বিবাহ অনুষ্ঠান করা হয় তখন এটি একটি ধর্মীয় বিবাহ। ধর্মীয় বিবাহ সেই ধর্মের চোখে বিবাহের অন্তর্গত অধিকার এবং বাধ্যবাধকতাগুলি স্বীকৃতি দেয় এবং তৈরি করে। ধর্মীয় বিবাহ বিভিন্নভাবে ক্যাথলিক ধর্মে ধর্মীয় বিবাহ, ইসলামে নিকাহ, ইহুদী ধর্মের নিসুইন এবং অন্যান্য বিশ্বাসের ঐতিহ্যের বিভিন্ন নাম (sacramental marriage in Catholicism, nikah in Islam, nissuin in Judaism, and various other names in other faith traditions) হিসাবে পরিচিত, প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব নিয়মে চলে ও বিয়েকে তাদের নিয়ম অনুযায়ী শৃঙ্খলিত করে।

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?-২

কিছু দেশ নিজস্বভাবে ধর্মীয় বিবাহ সম্পাদন করে না এবং সরকারী উদ্দেশ্যে পৃথক নাগরিক বিবাহের প্রয়োজন হয়।

An arranged marriage between Louis XIV of France and Maria Theresa of Spain.

বিপরীতভাবে, সৌদি আরব যেমন একটি ধর্মীয় আইনী আইন দ্বারা পরিচালিত কিছু দেশে নাগরিক বিবাহের অস্তিত্ব নেই, যেখানে বিদেশে সংগঠিত বিবাহগুলি যদি তারা ইসলামিক ধর্মীয় আইনে সৌদি ব্যাখ্যার বিপরীতে চুক্তিবদ্ধ হয় তবে তারা স্বীকৃত হতে পারে না। লেবানন ও ইস্রায়েলের মতো মিশ্র ধর্মনিরপেক্ষ-ধর্মীয় আইনী ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত দেশগুলিতে দেশটিতে স্থানীয়ভাবে নাগরিক বিবাহের অস্তিত্ব নেই, যা আন্তঃবিশ্বাস ও বিভিন্ন বিবাহকে মানেনা, যা দেশের ধর্মীয় আইনকে চ্যালেঞ্জ করে (interfaith and various other marriages that contradict religious laws); তবে বিদেশে গৃহীত নাগরিক বিবাহগুলি ধর্মীয় আইনগুলির সাথে দ্বন্দ্ব থাকলেও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইস্রায়েলে বিবাহকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে কেবল বিদেশে সংগঠিত বৈধ নাগরিক বিবাহকেই স্বীকৃতি দেয় না,তারা বিদেশে সমকামী নাগরিক বিবাহকেও মেনে নেয়।

বিবাহ সাধারণত জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে আইনী বাধ্যবাধকতা তৈরি করে এবং যে কোনও বংশধর তারা উৎপাদন বা গ্রহণ করতে পারে। আইনী স্বীকৃতির শর্তাবলী, বেশিরভাগ সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং অন্যান্য বিচার বিভাগ বিবাহ বিপরীত লিঙ্গের দম্পতির মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করে, বাল্য বিবাহ এবং জোরপূর্বক বিবাহ মানেনা। আধুনিক যুগে, ক্রমবর্ধমান সংখ্যক দেশ, প্রধানতঃ গণতন্ত্র বিকাশকারী, আন্তঃবিশ্বাস (interfaith), ভিন্ন জাতির এবং সমকামী দম্পতির বিবাহকে আইনী স্বীকৃতি দিয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, অনুশীলনের বিরুদ্ধে জাতীয় আইন থাকা সত্ত্বেও বাল্য বিবাহ এবং বহুবিবাহ ঘটে।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে পশ্চিমের দেশগুলিতে বড় বড় সামাজিক পরিবর্তনের ফলে প্রথম বিবাহের বয়স বাড়ার সাথে সাথে, বিবাহের সংখ্যার পরিসংখ্যানগুলিতে পরিবর্তন এসেছে এবং লোকে কম বিয়ে করছে; **বিবাহের পরিবর্তে সহবাস** বেছে নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৫ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ইউরোপে বিবাহ সংখ্যা 30% হ্রাস পেয়েছে।

ঐতিহাসিকভাবে, বেশিরভাগ দেশের সংস্কৃতিতে বিবাহিত মহিলাদের নিজস্ব খুব কম অধিকার ছিল, পরিবারের সন্তানদের পাশাপাশি স্বামীর সম্পত্তি হিসাবে যেমন, তারা সম্পত্তির মালিক হতে বা উত্তরাধিকারী হতে পারে না বা আইনগতভাবে তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং উন্নত বিশ্বের অন্যান্য জায়গাগুলিতে বিবাহ স্ত্রীর অধিকারকে উন্নত করার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে আইনী পরিবর্তন হয়েছে।

এই পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে স্ত্রীদের তাদের নিজস্ব পরিচিতি দেওয়া, স্বামীর শারীরিকভাবে ডিসিপ্লিন শেখানোর অধিকার বিলুপ্ত করা, স্ত্রীদের সম্পত্তি অধিকার প্রদান, বিবাহ বিচ্ছেদের আইন উদারকরণ, স্ত্রীদের তাদের নিজস্ব প্রজনন অধিকার প্রদান এবং যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্ত্রীর সম্মতি প্রয়োজন অন্তর্ভুক্ত। এই পরিবর্তনগুলি মূলত পশ্চিমা দেশগুলিতেই ঘটেছে।

একবিংশ শতাব্দীতে বহু বিষয়ে বৈবাহিকীর বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। যেমন বিবাহিত মহিলাদের বৈধ মর্যাদার, অবস্থান, বিবাহের মধ্যে সহিংসতার, আইনী স্বীকৃতি বা কড়া নিয়ম বিষয়ে, যৌতুক ও কনের কেনার মতো ঐতিহ্যবাহী বিবাহ রীতিনীতি, জোর করে বিবাহ, বিবাহযোগ্য বয়স এবং বিবাহপূর্ব এবং বিবাহ বহির্ভূত যৌন আচরণ।

নৃ-তত্ত্ববিদরা/ নৃ-বিজ্ঞানীরা সংস্কৃতি জুড়ে বিবিধ বৈবাহিক প্রথার কথা পেড়েছেন, সংজ্ঞা প্রস্তাব করেছেন। এমনকি পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতেও "বিয়ের সংজ্ঞাগুলি এক নিয়ম থেকে অন্যত্র অন্য নিয়মে ঝুঁকে মিশে যাবার প্রবণতা থাকে বা মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে।" (যেমন **ইভান গার্স্টম্যান** লিখেছেন)।

প্রথা বা আইন দ্বারা সম্পর্কিত স্বীকৃতিঃ

মানব বিবাহের ইতিহাসে (১৮৯১ সালের), এডওয়ার্ড ওয়েস্টারমার্ক Edvard Westermarc বিবাহকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন যে **"পুরুষ ও নারীর মধ্যে স্থায়ী সংযোগ , বংশবৃদ্ধি ছাড়াও কম বেশি একত্র থাকার সময়কে বিয়ে বলা যায়"।**

পশ্চিমী সভ্যতার ভবিষ্যত বিবাহ (১৯৩৬)(The Future of Marriage in Western Civilization,1936), তিনি তার পূর্ববর্তী সংজ্ঞাটি খারিজ করে, পরিবর্তে অস্থায়ীভাবে বিবাহকে "প্রথা বা আইন দ্বারা স্বীকৃত এক বা একাধিক নারীর সাথে এক বা একাধিক পুরুষের সম্পর্ক" হিসাবে বলেছেন।

সন্তানের বৈধতাঃ

The anthropological handbook Notes and Queries (1951) বই অনুযায়ী, **"একজন পুরুষ এবং একটি মহিলার মধ্যে মিলন যেমন মহিলার থেকে জন্ম নেওয়া শিশু, উভয় অংশীদারের, স্বীকৃত বৈধ সন্তান**"।

ভারতের **বহুবিবাহের** প্রথার একটি গোষ্ঠি, **নায়ার সম্প্রদায়,** এর বিবাহ বিশ্লেষণে পন্ডিতরা দেখতে পান, এই গোষ্ঠিতে স্বামীর কোন ভূমিকা নেই প্রচলিত অর্থে। পশ্চিমে সেই একক ভূমিকার মত বিভক্ত, মহিলার বাচ্চাদের একজন অনাবাসী "সামাজিক বাবা" এবং মহিলার র

প্রেমিকদের মধ্যে একজন 'জন্মদাতা বাবা'। এই পুরুষগুলির আইনত কারুররই বাবা হবার অধিকার ছিলনা, সন্তানের উপর দখল ছিলনা।

এটি পন্ডিতগণদের বিবাহের একটি মূল উপাদান হিসাবে যৌনতার নাগাল বা যৌনসহবাসেই বিয়ের কারণ, এই ভাবনা উপেক্ষা করতে সাহায্য করল। এবং একমাত্র সন্তানের বৈধতার ক্ষেত্রে বিয়ে সংজ্ঞায়িত করতে বাধ্য করেছিল: বিবাহ হল সম্পর্ক স্থাপন, মহিলা এবং এক বা একাধিক ব্যক্তির মধ্যে, যা একটি সন্তান মহিলার গর্ভে জন্ম নেয় এমন একটা অবস্থায়, যেটা কোন নিয়ম বা কোন সম্পর্ক বাধা দেবেনা। সন্তানের সমাজ বা সামাজিক স্তরের সাধারণ সদস্যদের কাছে সাধারণভাবে জন্ম-মর্যাদার অধিকার হিসাবে বিবেচিত হবে।

অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানী **ডুরান বেল(**Economic anthropologist Duran Bell) বৈধতা ভিত্তিক সংজ্ঞাটির ভিত্তিতে এই সমালোচনা করেছেন, বৈধতা ভিত্তিক সংজ্ঞাতে দেখা যায়, কোনও কোনও সমাজের বিবাহের জন্য বৈধতার প্রয়োজন হয় না। যেখানে মা বিবাহিত নয় সেখানে তার অবৈধ সন্তান সমস্যায় পড়বে।

এডমন্ড লিচ (Edmund Leach), বলেন বিয়ের কোন এক নিয়ম সমাজের সর্বত্র, খাটেনা। বিভিন্ন সমাজের নীতি প্রথা আলাদা আলাদা। তিনি **১০টা অধিকার বিয়ের সাথে যুক্ত** বলে দেখানঃ

"কোনও মহিলার সন্তানের আইনী পিতা প্রতিষ্ঠা করা।

একজন পুরুষের সন্তানের আইনী মা প্রতিষ্ঠা করা।

স্ত্রীর যৌনতায় স্বামীকে একচেটিয়া অধিকার প্রদান করা।

স্বামীর যৌনতায় স্ত্রীর একচেটিয়া অধিকার দেওয়া।

স্ত্রীর গার্হস্থ্য ও অন্যান্য শ্রমে স্বামীকে আংশিক বা একচেটিয়া অধিকার প্রদান করা।

স্বামীর গার্হস্থ্য ও অন্যান্য শ্রমসেবার ক্ষেত্রে স্ত্রীকে আংশিক বা একচেটিয়া অধিকার প্রদান করা।

স্ত্রীর মালিকানাধীন বা সম্ভাব্যভাবে সম্পত্তির উপর সম্পত্তিকে আংশিক বা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেওয়া।

স্বামীর সম্পত্তির মালিকানাধীন বা সম্ভাব্যভাবে সম্পত্তির উপর স্ত্রীর আংশিক বা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেওয়া।

বিবাহের বাচ্চাদের সুবিধার জন্য - একটি অংশীদারিত্ব - সম্পত্তি একটি যৌথ তহবিল স্থাপন করা।

স্বামী এবং তার স্ত্রীর ভাইদের মধ্যে একটি সামাজিকভাবে উল্লেখযোগ্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক' প্রতিষ্ঠা করা।

Current Anthropology ১৯৯৭ সালে একটা প্রবন্ধে, ডুরান বেল বিয়ে নিয়ে বলেছেন,"এক বা একাধিক পুরুষের (পুরুষ বা মহিলা) মধ্যে একটি সম্পর্ক যা পুরুষদের একটি পৃথক বা ব্যক্তিগত মালিকানা তৈরি করে ঘরোয়াভাবে ও যৌন সংগমের অধিকার দাবি-অধিকার প্রদান করে এবং সেই মহিলা কারা যারা সেই পুরুষদের বাধ্যবাধকতা স্বীকার করে, সেই মহিলাকে

চিহ্নিত করে। " একটি পৃথক বা ব্যক্তিগত মালিকানা প্রসঙ্গে ডুরান বেল ব্যাখ্যা করেছেন, অনেক সময় ভাই মরে গেলে সন্তান সহ বিধবাকে বংশ রক্ষার জন্য ভাসুর বা দেবর বিয়ের প্রচলন (**Levirate marriage**) আছে , সেক্ষেত্রে একজন সামাজিক বাবা সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়।

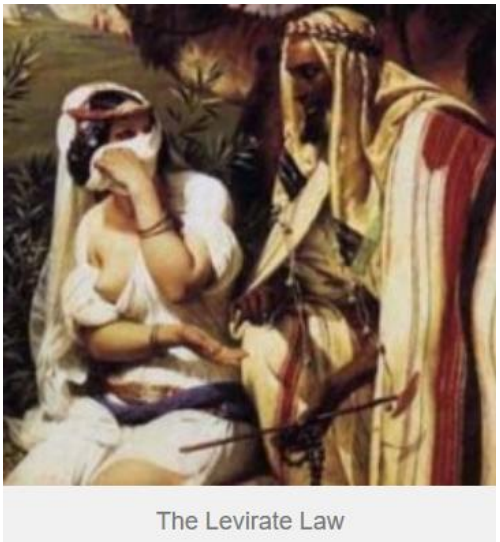

বাইবেলে বর্ণিত তামারের গল্প (Tamar (in Genesis 38)

ভারতে ও অনেকে সমাজে, এক নারীর পরিবারের অনেক ভাইয়ের সাথে বিয়ে, বা এক পুরুষের স্ত্রীর অনেক বোনের সাথে বিয়ে ঐতিহ্যগত, ও চালু আছে।

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?- ৩

"বিবাহ"(marriage) শব্দটি মধ্য ইংরেজি(Middle English) বিবাহের (marriage) থেকে উদ্ভূত, যা ১২৫০-১৩০০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পরিবর্তে এটি প্রাচীন ফরাসি শব্দ, মেরিয়ার (marier মানে to marry),) (বিবাহ করা) এবং শেষ পর্যন্ত লাতিন, মারিটারে (marītāre) থেকে প্রাপ্ত, যার অর্থ স্বামী বা স্ত্রী সরবরাহ করা এবং মারিটারি (marītāri) অর্থ বিবাহ করা। মারিট-উস-এ-আম(marīt-us -a, -um)বিশেষণ, ম্যাট্রিমনিয়াল বা নাপশাল (matrimonial or nuptial)অর্থ পুংলিংগে "স্বামী" বিশেষ্য হিসাবে এবং "স্ত্রী" র জন্য স্ত্রীলিঙ্গ রূপেও ব্যবহৃত হতে পারে। সম্পর্কিত শব্দ "ম্যাট্রিমনি" প্রাচীন ফরাসি শব্দ ম্যাট্রেমোইন (matremoine) থেকে উদ্ভূত, যা প্রায় ১৩০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে আবির্ভূত হয় এবং শেষ পর্যন্ত লাতিন ম্যাট্রিমোনিয়াম থেকে উদ্ভূত, যা দুটি ধারণাকে একত্রিত করে: ম্যাটার অর্থ "মা" এবং প্রত্যয়-মোনিয়াম নির্দেশকারী "ক্রিয়া, অবস্থা

বা শর্ত" (" ultimately derives from Latin mātrimōnium, which combines the two concepts: mater meaning "mother" and the suffix -monium signifying "action, state, or condition") সূত্রঃ উইকিপিডিয়া

তবে বিয়ের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান সম্ভবত এই তারিখটির পূর্বাভাস দেয়। বিয়ের মূল লক্ষ্য, আগে পরিবারগুলির মধ্যে একটি সম্পর্ক তৈরি করা। দুই গোষ্টির মধ্যে আত্মীয়তা আনা। রাজারা তাদের রাজত্ব বাড়ানোর কৌশল হিসাবেও অধিক বিয়ে করতেন। ইতিহাস জুড়ে এবং আজও, পরিবার দম্পতিদের জন্য বিবাহের ব্যবস্থা করে। ফলে ব্যাক্তির চেয়ে পারিবারিক কারণ বড় ছিল। আজকাল মানুষ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করেও নিজের স্বেচ্ছাচারিতায় বিয়ে করে। আগে অর্থনৈতিক কারণও ছিল বিয়ে র পিছনে।

আরুণি উদ্দালক এক মহর্ষি, তার জন্ম ধরা হয় খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী। বাংগালিরা – ভারতীয়রা বিশ্বাস করে বিয়ে প্রচলন হয়েছে শ্বেতকেতুর দ্বারা। এটা সর্বৈব মিথ্যা। পরিস্কার বুঝতে হবে, বিয়ে না হলে শ্বেতকেতু কিভাবে জন্মাল? আর একজন মুনিপুত্র সমাজে বিপ্লব নিয়ে আসবেন, এটা অবিশ্বাস্য। নীচে মহাভারত থেকে কিছু বৃত্তান্ত তুলে দিলাম। পড়লে বোঝা যাবে।

দ্বাবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায়

শ্বেতকেতু-সংবাদ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তী ধর্ম্মজ্ঞ পাণ্ডুকে বুষ্যিবাশ্ব-বৃতান্ত শ্রবণ করাইলে তিনি ধর্ম্মযুক্ত বাক্যে তাঁহাকে সান্তনা করিয়া কহিলেন, হে কুন্তী! তুমি যাহা কহিলে, তাহা যথার্থ বটে, রাজা বুষ্যিতাশ্ব দেবতুল্য মনুষ্য ছিলেন; তাঁহাতে সকলই সম্ভবে; তাদৃশ অসম্ভব কার্য্যমাদৃশ লোক হইতে হওয়া অতীব দুরঘট। ধর্ম্মবিৎ মহাত্মা মহর্ষিগণ যাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, শ্রবণ কর। হে বরাননে! হে চারুহাসিনি! ***পূর্ব্বকালে মহিলাগণ অনাবৃত ছিল। তাহারা ইচ্ছামত গমন ও বিহার করিতে পারিত। তাহাদিগের কাহারও অধীনতায় কালক্ষেপ করিতে হইত না। কৌমারাবধি (কৌমারকাল হইতে) এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে আসক্ত হইলেও তাহাদের অধর্ম্ম হইত না। ফলতঃ তৎকালে ঈদৃশ ব্যবহার ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত ছিল। তির্য্যগযোনিগত কামদ্বেষবিবর্জ্জিত প্রজাগন(পশুপক্ষী প্রভৃতি) অদ্যাপি ঐ ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন মহষিগণ এই পরামানিক ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন। উত্তর কুরুতে অদ্যাপি এই ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে। হে চারুহাসিনি! এই অঙ্গনানুকূল নিত্যধর্ম্ম যে নিমিত্ত এই প্রদেশে রহিত হইয়াছ, তদ্বিষয়ে সবিশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।***

পূর্ব্বকালে উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাহার পুৎত্রের নাম শ্বেতকেতু। একদা তিনি পিতামাতার নিকট সবিয়া আছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার জননীর হস্তধারণপূর্ব্বক কহিলেন, 'আইস, আমরা যাই।' ঋষিপুৎত্র পিতার সমক্ষেই মাতাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। মহর্ষি উদ্দালক পুৎত্রকে তদবস্ত দেখিয়া কহিলেন, 'বৎস! ক্রোধ করিও না; ইহা নিত্যধর্ম্ম। গাভীগণের

ন্যায় স্ত্রীগণ সজাতীয় শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হইলেও উহারা অধর্ম্মলিপ্ত হয় না। ঋষিপুৎত্র পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, প্রত্যুত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া মনুষ্যমধ্যে বলপূর্ব্বক এই নিয়ম স্থাপন করিয়া দিলেন যে, 'অদ্যাবধি যে স্ত্রী পতি ভিন্ন পুরুষান্তর-সংসর্গ করিবে এবং যে পুরুষ কৌমারব্রহ্মচারিণী বা পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, ইহাদের উভয়কেই ভ্রূণহত্যাসাদৃশ ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবে। আর স্বামী পুৎত্রোপাদনার্থ নিয়োগ করিলে যে স্ত্রী তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে, তাহারই ঐ পাপ হইবে।'

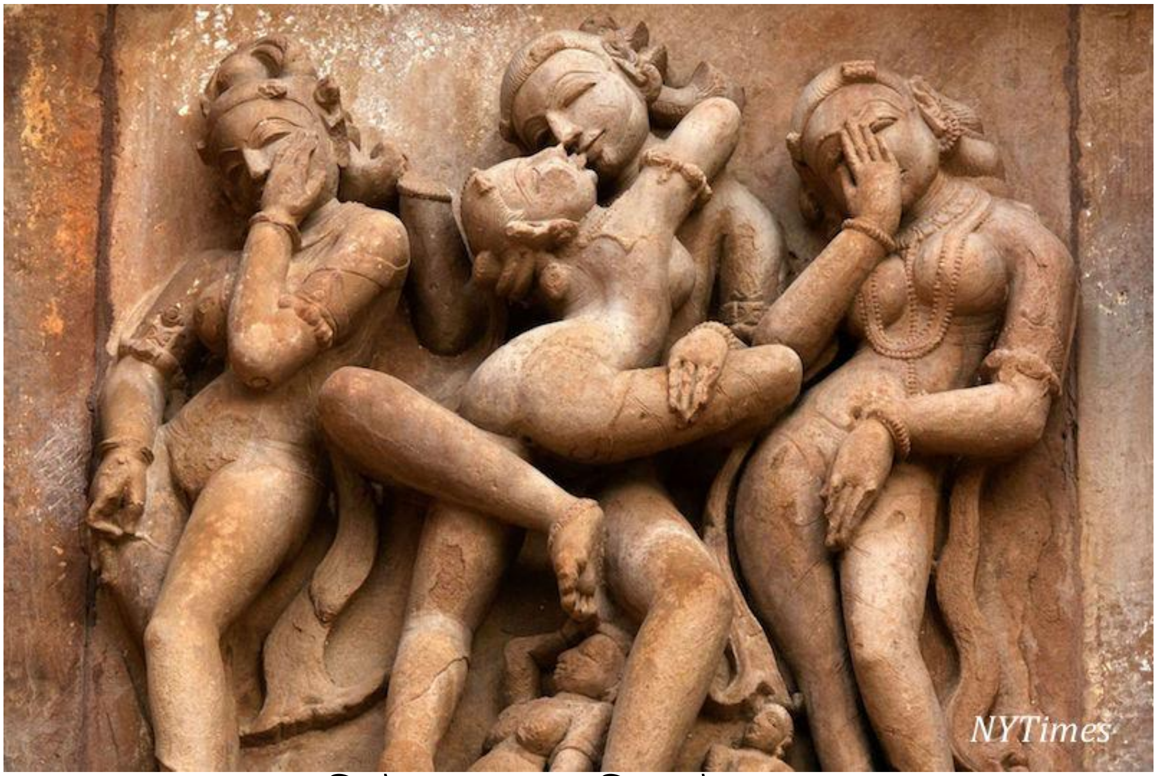

উপরের লেখা হতে অনেক কিছুই জানা যায়। মহিলারা উলংগ থাকতেন তাদের কোন সমস্যা ছিলনা। শ্বেতকেতু শুধু বিয়ে নিয়মকে তার মত করে কিছু নিয়ম বেঁধে দেন। বিয়ের প্রবর্তক তিনি নন।

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?- ৪

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা৷" এটাই ছিল প্রাচীন ভারতের যৌন জীবনের বিবাহের রূপ। অবশ্যই হিন্দু ধর্মের।নরক থেকে পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করবার জন্যই পুত্র উৎপাদন । সেজন্য ধর্মশাস্ত্রকারগণ পুত্র উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যেহেতু, পুত্র পিন্ডদান ও শ্রাদ্ধশান্তির দ্বারা পূর্বপুরুষদের নরক থেকে উদ্ধার করে- শাস্ত্রে কথিত আছে-

সেইহেতু সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে রাজা রাজরা, মুনি ঋষিগণও বিবাহ করতেন। মুনিঋষিদের যথেষ্ট তেজ ছিল ফলে **রাজারা তাদের সন্তান কামনায় তাদের স্ত্রীদের মুনিঋষিদের কাছে যৌনসংগমের জন্য পাঠাতেন। এটাও বিয়ের অন্তর্গত**।

সেইযুগে, বৈদিকযুগে, নরনারীর যৌনসম্পর্ক একাধিক মানুষের সাথে ঘটানো প্রচলন ছিল। মুনিঋষিরাও তেমন ছিলেন । **দ্রৌপদীর পাঁচভাইকে বিয়ে করা** সেইযুগে চমকিত হবার ছিলনা, চমক সৃষ্টি করেছে আজকালকার নারীবাদীরা নিজেদের স্বার্থ জয় করার অস্ত্র হিসাবে, মানুষের অনুগ্রহ পাবার উদ্দেশ্যে, নিজেকে বলি দেখানো। ক্ষতিগ্রস্থ, শোষিত, উৎপীড়িত অভিনয়। সেই সময় গৌতমবংশীয়া **জটিলা সাতটি ঋষিকে একসঙ্গে বিবাহ করেছিলেন** । আবার **বার্ক্ষী নামে অপর এক ঋষিকন্যা একসঙ্গে দশ ভাইকে বিবাহ করেছিলেন** ।

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার –

ঈ শ্ব র চ ন্দ্র বি দ্যা সা গ র প্র ণী ত। -১৯২৮ সালের প্রকাশনা' (উইকিসোর্স সংগঠনের বাংলা) থেকে মন্তব্যঃ

এ দেশে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ও সমাজের বহুবিধ অনিষ্ট হইতেছে। রাজশাসন ব্যতিরেকে, সেই ক্লেশের ও সেই অনিষ্টের নিবারণ সম্ভাবনা নাই। এজন্য, দেশস্থ লোকে, সময়ে সময়ে, এই কুৎসিত প্রথার নিবারণপ্রার্থনায়, রাজদ্বারে আবেদন করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ, ১৬ বৎসর পূর্ব্বে, শ্রীযুত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে, বন্ধুবর্গসমবায় নামক সভা হইতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে এক আবেদনপত্র প্রদত্ত হয়। বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কার্য্য, তাহা রহিত হইলে হিন্দুদিগের ধর্ম্মলোপ হইবেক, অতএব এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে, এই মর্ম্মে প্রতিকুল পক্ষ হইতেও এক আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে, এই দুই আবেদনপত্রপ্রদান ভিন্ন, এ বিষয়ের অন্য কোনও অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় নাই। "

বিদ্যাসাগর, নারীবাদী ছিলেন। মহিলাদের দুঃখ তিনি তার গ্রন্থে বিশদ বিস্তৃত করে বর্ণনা করেছেন। পড়লে মনে হয়, পুরুষকুল দানব ও অত্যাচারী।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মার লেখা থেকে বোঝা যায় ১৯২৮ সালের অনেক আগে থেকেই বহুবিবাহ নিবারণ আন্দোলন, সমাজের উচ্চবর্গের একশ্রেণি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অন্য এক শ্রেণি বিপরীত ভাবনায় সেই উদ্যোগ নিবারণের চেষ্টায় সক্রিয় ছিল। তাদের দাবি বহু বিবাহ বন্ধ হয়ে গেলে হিন্দু ধর্ম লোপ পাবে। কিন্তু বহু বিবাহ নিবারণ হলেকি সুবিধা বা বহু বিবাহ নারীদের বা পুরুষদের কি সর্ব্বোনাশ করছিল তা বুঝতে পারলামনা। ঈশ্বর চন্দ্রের জগৎটা নিতান্তই বাংলার হিন্দু বর্গের ক'জনার উপর সীমিত ছিল।

সেযুগে সাহেবরা (ইউরোপীয় সাহেবগণ) কটা দাসী রাখত, বা তাদের বিয়ে প্রথা কি ছিল তা জানা দরকার।

বুঝতে পারলাম শর্মা মহাশয়ের "বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, সমাজে যে মহীয়সী অনিষ্টপরম্পরা ঘটিতেছে, তদ্দর্শনে তদীয় অন্তঃকরণে বহুবিবাহবিষয়ে ঘৃণা ও দ্বেষ জন্মিয়াছে;"

শ্রী যুক্ত শর্মা মহাশয়ের বিরাগের আরো ১০০ বছর পর ইউরোপ আমেরিকাতে (নারী মুক্তির ১৯২০ সাল ধরলে ১০০ বছর) মহিলারা কি করছে চলুন দেখি।

নীচের গ্রাফটি একবার মন দিয়ে লক্ষ করুন। খুবই বিশ্বস্ত রিসার্চ বা গবেষণার সংগঠনের প্রকাশনাঃ

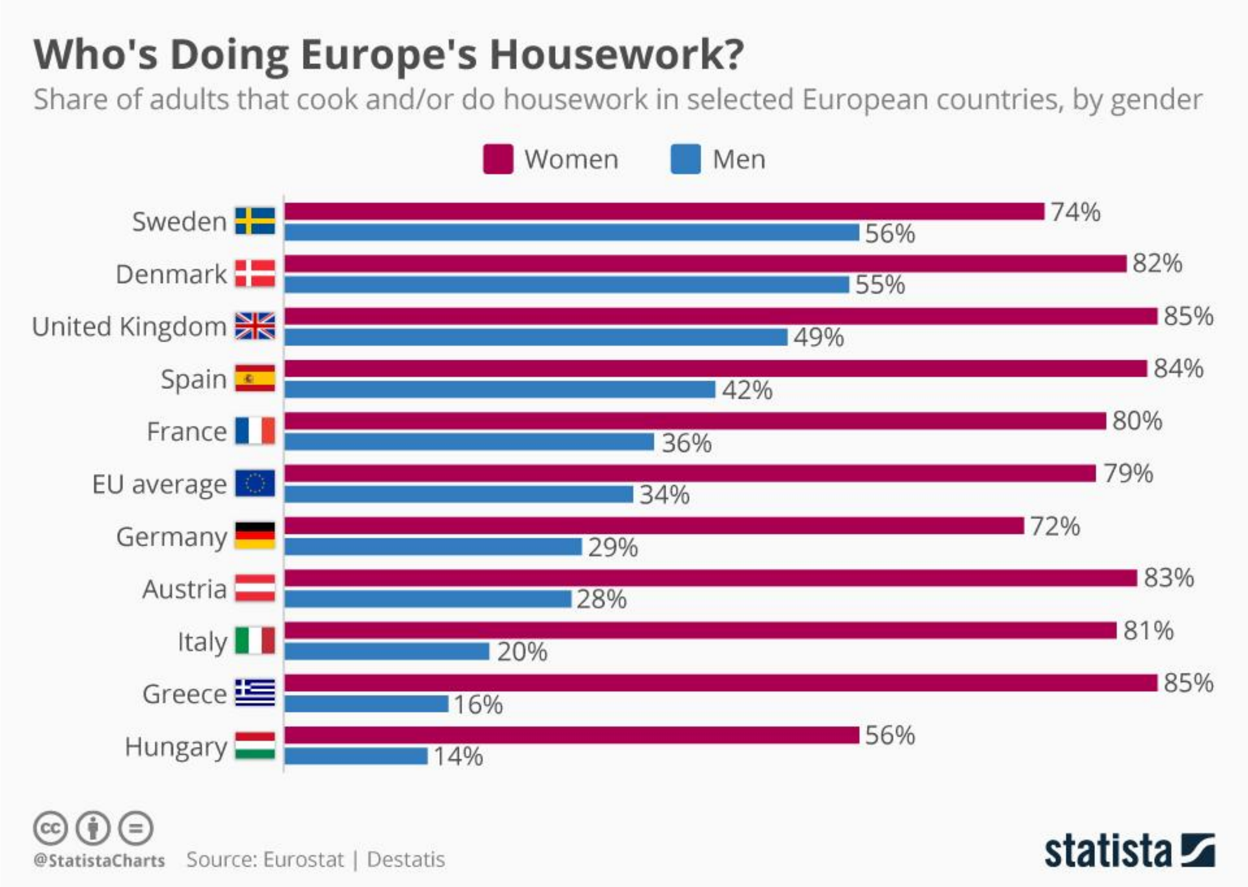

বুঝতে পারছেন, এসব জাতি ভারতীয় তথা এশিয়া, আফ্রিকা থেকে উন্নত, তাদের ঘরে মহিলারাই ঘর সামলায়। এবং সেখানে **মহিলারা এ কাজ করেই খুশি।** কিছু অতি দরদী পুরুষের চোখে নারী দুবলা, অবলা, ছাগ, ভেড়া,হরিণের মত বলি হয়। কিন্তু ধারণাটি লোকের মন গড়া। পুরুষ ছাড়া আমরা দেখেছি, কিছু মহিলা, সমাজ ধ্বংসকারী, **নারীবাদ নামে স্বেচ্ছাচারীতায় নেমে বলছে নারীরা অবলা।** তারা সমগ্র নারী জাতিকে প্রতিনিধিত্ব করেনা। সুতরাং নারী কি জিনিস বা মানুষ তা পুরুষের বোঝা মুশকিল, একমাত্র নারীরাই, বা অধিক বোঝবেন যারা অংক কষেন নারীর জীবন নিয়ে, যাপন নিয়ে,বাস্তবের সাথে তারাই পরিসংখ্যন দিয়ে বলতে পারেন।

একটা সত্য যা আমি উপলব্ধি করেছি, যা আমি প্রাচীনদের জ্ঞান বা পুঁথি থেকে পেয়েছি, তা হল মানুষের জীবন বৈচিত্রে ভরা। স্থান, কাল, পাত্র পাত্রী, ধর্ম, রাজনীতি, পেশা,স্বাধীনতার নিরিখে কোন একসূত্র দিয়ে বাঁধা যায়না। এই গ্রহের, ভূত্বকে কোথাও এত ঠান্ডা, সেখানে জন্ম সম্ভবনা নেই লোকে অধিক বিবাহ করে। কোথাও জন্ম সম্ভাবনা এত প্রবল লোকসংখ্যা ঠেকানোর জন্যে বিয়ে রহিত করে। কোথাও এমন সব যুক্ত আছে যেখানে বহু বিবাহ বা একজন ছেড়ে আরেকজন বিয়ে অনিবার্য হয়ে উঠছে। সুতরাং শ্রীযুক্ত শর্মার মাথাব্যাথার কারণ সঠিক ছিলনা বলেই আমার মনে হয়।

বিবাহ সংক্রান্ত ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা অনেক বিচার বা আইনি ব্যবস্থার মতো ভণ্ডামি বা নানা দোষে দুষ্টঃ যেমন পণ নেওয়া রোধ করছে, বিবাহ বিচ্ছেদ হলে **খরপোষ দেবার দায় পুরুষের উপর চাপিয়ে রেখেছে।** একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলার দায় বিচ্ছেদের পর পুরুষ কেন নেবে? এটা একধরণের আইনি শোষণ নয় কি? মহিলা দুস্থ হয়ে পড়লে সরকারের উপর দায় বর্তাবে। জনগণের ন্যূনতম অধিকারগুলির দায় সরকারের। সরকার তা না করতে পেরে পুরুষের পিঠে চাপিয়ে দেয়। **এটা একধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন।**

নানা রকম যোজনা বানিয়ে সরকার মহিলাদের পাইয়ে দিয়ে দুর্বল বানাচ্ছে আর মহিলারা সেই সরকারের সমর্থনকে অপব্যবহার করছে। উলটো দিকে পুরুষের ঘাড়ে বিশ্ব সংসারের দায় রেখে শোষণ করে যাচ্ছে, নানা রকম উপায়ে।

আমি ধিক্কার দিই এই মানব অসভ্যতাকে।

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?- ৫

আমরা কি বিবাহের খোলনলচে পালটে অধিক স্বাধীনতা নরনারীকে দিতে পারি?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ভাবতে পারি ও দিতে পারি। কারণ এই প্রতিষ্ঠান ৪৫০০ বছরের পুরাণো, এই কয় বছরে পৃথিবীর বহু পরিবর্তন হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান মানুষের তৈরি, মানুষের শৃংখল। একধরণের সামাজিক আইন। আইন সমাজের সময়ের সাথে চলে.৪৫০০ বছর আগে যে সমাজ ছিল আজ সেই সমাজ নেই। সুতরাং খোলনলচে প্রয়োজনে পালটানো দরকার ও সম্ভব।

লিংগ সম্পর্কের প্রয়োজন ও আমূল পাল্টানোর কারণঃ

বিয়ে দুই বিপরীত লিংগকে সন্তান জন্ম দেওয়া ছাড়াও নানা সাহায্যের জন্য পারস্পরিক বোঝাপড়া দেয়, যাতে জীবন মসৃণ হয়। বিয়ে ছাড়া সন্তানকে দায়িত্ব নিয়ে বড় করে গড়ে তোলা অসম্ভব। সন্তান শুধু বার্ধক্যে অবলম্বন নয়, সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও বটে, এছাড়া মানুষের মানসিক আবেগ ও সুখ।

সারা পৃথিবীতে বিয়ের হাজার রকম প্রথা রয়েছে। প্রায় সব প্রথাই বিয়ের মাধ্যমে পরাধীন বানিয়ে ফেলে, যে পরাধীনতা আজকের দিনে মনে হয় ব্যক্তি জীবনকে বাড়িয়ে মানবিক উৎকর্ষে যাওয়ার পথে বাধা। যেমন ধরুন একজন বিবাহিত মহিলা স্বপ্ন দেখতেন, তিনি গান নিয়ে বেড়ে উঠবেন, সংসার নাকি তার পথের বাধা। বা তিনি কপাল চাপড়ান এই বলে, তার স্বামী তাকে কিছু করতে দেয়না।

ঠিক উল্টোদিকে, স্বামীরও ধরুন ভ্রমণের সখ, কিছুতেই সেই সখ পূরণ করতে পারছেননা, কারণ, তাকে সংসার চালিয়ে, পরিবারের সকলের সাথে থাকতে গিয়ে কোথাও যেতে পারছেননা, টাকাপয়সা জমাতে পারছেননা, তিনি মুক্ত থাকলে করতে পারতেন।

এরকম বহু বিষয় আছে, চলিত বিয়ে প্রথা মানুষের কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠছে। এর থেকে মুক্ত হওয়ার আগে চলুন দেখি পৃথিবীর জনগণের অবস্থা ও বিয়ের মূল শ্রেণিগুলিতে লাভলোকসান কি চলছে।

পৃথিবীর জনগণের অবস্থা ও বিয়ের মূল শ্রেণিগুলি

বর্তমান মার্কিন আদমশুমারি ব্যুরো বিশ্বের জনসংখ্য **২০২০ সালে পৃথিবীতে জনসংখ্যা ৭,৮৩০,১৯০,০০০ জন** অর্থাৎ৭৮৪ কোটি প্রায়। ধর্মীয় ভাবে নানা শৃংখলা বিবাহ ঘিরে। **মানুষের মধ্যে কত রকম ধর্মীয় বিভাগ বা শ্রেণি আছে**? **নারী কত পুরুষ কত**? **এবং তাদের মধ্যেকার ধর্মীয় বিভাজন কত**? **তারা কি কি সুবিধা অসুবিধা ভোগ করেন**?

যদিও ধর্মীয় জনসংখ্যা বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে সংখ্যার তারতম্য তবু ধরা যায়, **মোটামুটি খ্রিস্টান**, **মুসলমান**, **ও হিন্দু এই ৩টি বড় সংখ্যক।**

খ্রিস্টান - **২৩৮কোটি** (২,৩৮০,০০০,০০০)

ইসলাম - **১৯১কোটি** (১,৯১০,০০০,০০০)

হিন্দু ধর্ম - **১১৬কোটি** (১,১৬০,০০০,০০০)

বৌদ্ধধর্ম - **৫০কোটি** (**৫০৭**,০০০,০০০)

লোক ধর্ম - **৪৩ কোটি** (৪৩০,০০০,০০০)

অন্যান্য - ৬কোটি ১০ লক্ষ (**৬১**,০০০,০০০)
আনএফিলিটেড-- **১১৯কোটি** (**১১৯**০,০০০,০০০)
এছাড়া নাস্তিক আছে যথেষ্ট- ৫০ থেকে ৭০ কোটি।

বিবাহ নিয়ে এদের নানা আচার ও নিয়ম আছে। বহু ধর্মে বহু বিবাহ প্রচলিত, **বহু রাস্ট্রে ধর্মীয় শাস্ত্র হল আইন। মুসলিমদের মধ্যে পুরুষেরা ৪জন স্ত্রী অবধি রাখতে পারেন। এছাড়া নানা উপজাতিদের মধ্যে নানা বিবাহের সংস্কৃতি। প্রায় ধরে নিন ২০০ কোটির মত মানুষ বহুবিবাহ করে জীবন যাপন করে। আর বাকী ধর্মের মধ্যে লুকিয়ে চুরিয়ে নারী পুরুষ একসাথে বা একসাথে না হলেও একাধিক বিবাহ বা যৌনজীবনে অভ্যস্ত। তাহলে লুকিয়ে চুরিয়ে একাধিক যৌনজীবনের বাসিন্দা ধরুন ১০০ কোটি।মোট ৩০০ কোটি, মানে প্রায় অর্ধেক লোক যৌনজীবনের মজা নেয়, এবং তাতে সামাজিক কোন বাজে , মন্দ প্রভাব নেই। অথচ সরকার প্রতিটী রাস্ট্রের বড় নজরদারী করে ও পুলিশকে ঘুষ খাওয়াবার বন্দ্যোবস্ত করে রেখেছে। এই সামাজিক আচরণ বা পদ্ধতি কি ঠিক? বয়েসও অনেক ফারাক নিয়ে আসে বিবাহে। ১২ বছর থেকে পরাম্পরায় ও সরকারি ১৮ বছর বয়েস** (**মেয়েদের**) **মান্যতা থেকে বিয়ে দেখা যায়**, **যারা অল্প বয়েসে বিয়ে করে তাদের জুটি আর যারা ৩০ বছরের** (**মেয়েদের**) **পরে বিয়ে করে তাদের জুটি অনেক ইতিবাচক ও নেতিবাচক দাম্পত্য হয়। শহরের ও গ্রামের**, **শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের মধ্যে**, **দুটি ধর্মের মধ্যে**, **আর্থিক দুই শ্রেণির মধ্যে বিয়ে নানা জটিলতা ও নেতিবাচক জীবন তৈরি করে। যেখানে নারী পুরুষ একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে**, **অভিযোগ আনে।**

ভারত সহ বহু দেশে, **বিয়ে যত সহজে অনুষ্ঠিত হয় বিচ্ছেদ তত কঠিন ও জটিল প্রক্রিয়া আইন ধারণ করে। বিয়েতে পণ কোন দেশে মেয়েদের বাড়ি থেকে**, **কোথাও ছেলেদের বাড়ি থেকে নেওয়া হয়। আর দাম্পত্য জীবনে বনিবনা না হলে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে খরপোষ দাবি একচেটিয়া ছেলেদের ঘাড়ে এসে চাপে। সর্বত্র আইন মহিলাদের পক্ষে সৃষ্টি করা।**

সব মহিলা বিয়ের পর ঘর কন্নার কাজে করেনা। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের মধ্যে ঘরের কাজ করার জন্য পরিচারিকা থাকে, **বৌয়েরা শুধু সুখভোগের জন্য**, **ফুলদানিতে সুন্দর ফুল হয়ে শোভা বাড়াবার** (?) **জন্য।**

বিবাহ প্রথা উচ্ছেদ করে , নতুন নিয়মে , কাজ ও পছন্দ নির্ভর করে ,মাইনে/ বেতন দিয়ে পুরুষ/মহিলা-শ্রমে বিবাহ পর্যবসিত হলে সমাজের অনেক নরনারীর **যৌন বিবাদ** মুছে যাবে।

নরনারী হবে পেশাদার স্বামী ও স্ত্রী। প্রতিটি মানুষ **অধিক স্বাধীন** ও **নিজের জীবনকে নিজের মতো করে পাবে।**

এই নিরিখে মহিলা শ্রম কত হতে পারে তার হিসাব।

২০১৬তে বিবিসিতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে (The value of unpaid chores at home By Kevin Peachey, Personal finance reporter) বলা হয়েছে মহিলারা বা যারা ঘরোয়া কাজ কর্ম করেন, তাদের শ্রমের মূল্য কত হওয়া উচিত? যেমন রান্নাঘরের কাজ, ঘর ঝাড়্যদেওয়া, মোছা, বাচ্চা সামলানো,পরিবারে বয়স্কদের সেবা, বাগান দেখাশুনা, ছোটখাট মিস্তিরী গিরি করা , বাজার করা ইত্যাদিতে বাৎসরিক মাইনে - ২০1৪ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী ৩৫-৪০ হাজার পাউন্ডের মতন (£38,162 per UK household over the course of a year.) এবার সেখানকার লোকেদের গড়ে বাৎসরিক আয় ও তেমন অর্থাৎ একজন সাধারণ লোকের আয় বছরে ৩৫-৪০ হাজার পাউন্ড। (সূত্রঃ findcourses.co.uk)

মোটামুটি এই হারে (এটা অর্থনীতিবিদ্‌দের তৈরি করা , সূত্রঃ economictimes.indiatimes)

Essential expenses: 60% of the income

প্রয়োজনীয় ব্যয়: আয়ের ৬০% প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যয় করা উচিত।

Food and groceries: 18.8% খাদ্য ও মুদিগুলি: ১৮.৮%:

Healthcare (including insurance): 4%:স্বাস্থ্যসেবা (বীমা সহ): 4%:

Life insurance: 3% জীবন বীমা: 3%:

Housing: 20% আবাসন: 20%:

বাকী ৪০%

Utilities: 4% ইউটিলিটিস: 4%:

Education: 6% শিক্ষা: 6%:

Transport: 8%: পরিবহন: 8%:

প্লাস

Clothing: 7% পোশাক: 7%:

প্লাস

Savings: 20% should be invested for financial goals

সঞ্চয়: 20% আর্থিক লক্ষ্য জন্য বিনিয়োগ করা উচিত

প্লাস

Discretionary items: 20% বিচক্ষণ আইটেম: আয়ের 20% বিবেচনামূলক

Entertainment: 3% বিনোদন: 3%

Communication (including TV, internet):3% যোগাযোগ (টিভি, ইন্টারনেট সহ): 3%

ভারতের আয় গড়ে মাথা পিছু কমবেশি ৩০,০০০ টাকা ধরা হচ্ছে।

সেই হিসাবে ২০২০ সালের নিরিখে একজন মহিলার সংসার সামলানোর মাইনে ৩০ হাজার টাকা।(বাস্তবে কলকাতার লোকেরা , ৬০ শতাংশ ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা উপায় করে সংসার চালায়) সে এই টাকা তার পরিবারের পিছু উপরোক্ত খরচ বিভাজন করে কত টাকা বাঁচাতে পারে সেটা হবে তার ডিভোর্সের সময় পাওনা। বা চুক্তিবদ্ধ বিয়ে করলে পাওনা নাও হতে পারে।

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?- ৬

ইউরোস্ট্যাট সমীক্ষায় (Eurostat survey) দেখা গেছে, ১৯৯০ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে, (প্রথম) বিয়ের বয়স পুরুষের জন্য সামগ্রিকভাবে ২.৩ বছর এবং মহিলাদের ২.6 বছর বেড়েছে। মহিলারা ১৯৯০ সালে ২৪.৮ বছর এবং পুরুষরা ২৭.৫ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন, তারা ২০০৩ সালে ২৭.৪ বছর এবং ২৯.৮ বছর বয়সে বিয়ে করেছেন। এছাড়া ইউরোপীয়রা আজকাল কম বিয়ে করে।

লিখেছেন এলিটসা ভুচেভা By Elitsa Vucheva (Brussels, 21. Nov 2008) সূত্রঃEUobserver.com (Belgium)

আয়ারল্যান্ড, ইতালি এবং স্পেনের মতো কয়েকটি দেশে ২০০৬ সালে দেখা গেছে, মহিলাদের প্রথম বাচ্চা জন্ম দেওয়ার বয়সও ক্রমবর্ধমানভাবে বেড়েছে , সেটা ৩১ বছর। সমান্তরালভাবে,ইউরোপের মোট বিবাহের সংখ্যা ১৯৭৫থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, from 3.45 million to 2.4 million।

ইউরোস্টাটের মতে এটি বিভিন্ন কারণে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

বিশ শতকের শেষভাগে, নিজের জীবনকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণে দম্পতিরা বৈবাহিক অংশীদারিত্বকে সমর্থন করার জন্য যে ধরণের সমঝোতার প্রয়োজন তা গ্রহণ করতে কম আগ্রহী হয়ে পড়ছে। ঐতিহ্যবাহী বিবাহের Traditional marriage এর দিকে তারা তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছুক নন অনেকেই।

অধিকন্তু, আরও নির্ভরযোগ্য জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি বিকাশ লাভ করেছে, এবং "মহিলা বেতনভোগী কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীদের তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বৈবাহিক সম্পর্কের উপর কম নির্ভরশীল করে তুলেছে।"মহিলারা অনেক বেশি আগের চেয়ে স্বাবলম্বী। কিন্তু অনেকেই সন্তান নিতে চাননা, নিজের জীবনকে অধিক উপভোগ করবেন বলে।

অনেকের কাছে মহিলাদের সন্তান না চাওয়া, ব্যক্তিগত ব্যপার মনে করেন।

সামাজিক ধারণা এবং আইন দুটোই সেখানে, ইউরোপে, পাল্টিয়েছে। বিবাহবিচ্ছেদও সহজ হয়েছে। এবং "বিকল্প চুক্তিভিত্তিক জীবনযাত্রার ব্যবস্থা" আবির্ভূত হয়েছে ("alternative contractual living arrangements" have emerged.)।

ইউরোপের লোকেদের বয়স বাড়ছে। মানে, আগে যা অল্প বয়সে করত তা এখন বেশি বয়সে করছে। যেমন বিয়ে, কর্মসংস্থান ইত্যাদি। আশঙ্কা করা হচ্ছে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে, বিয়ের

অবসর না পাওয়ার জন্য, মহিলারা, নিজেদের কর্মসংস্থানের সাথে খাপ খাইয়ে, নিজেদের জীবন নিয়ে বেশি ভাবার জন্য, জনসংখ্যা কমে যাবার ও নতুন প্রজন্ম আশা করা অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে।

মহিলারা অপরাধী ১০০ ভাগ হয়, বিয়ের বাইরেও মহিলারা টাকা রোজগারের জন্য শারিরীক ভাষায়, পোশাকের ভাষায়, পুরুষকে প্রলোভিত করে লুন্ঠন করে।যৌনসুখের দাম হিসেবে বহু টাকা নেয়, ব্ল্যাকমেল করে, ইত্যাদি করে, শরীর বিক্রী করে।

একটা মহিলা যদি এরকম করে, পুরুষ জেনে নেয় সব মহিলারা একই প্রকৃতির, ফলে যেই মহিলা শরীর বিক্রী করতে চায়না, সেই মহিলার কাছেও মন্দ বার্তা যায়। পুরুষ সেই মহিলাকে ধরতে গেলে ধর্ষণের দায় মাথায় নিতে হয়।তার জেল ফাঁসী হয়। সমাজের এই দ্বিমূখী নীতি, বন্ধ করার জরুরী প্রয়োজন।

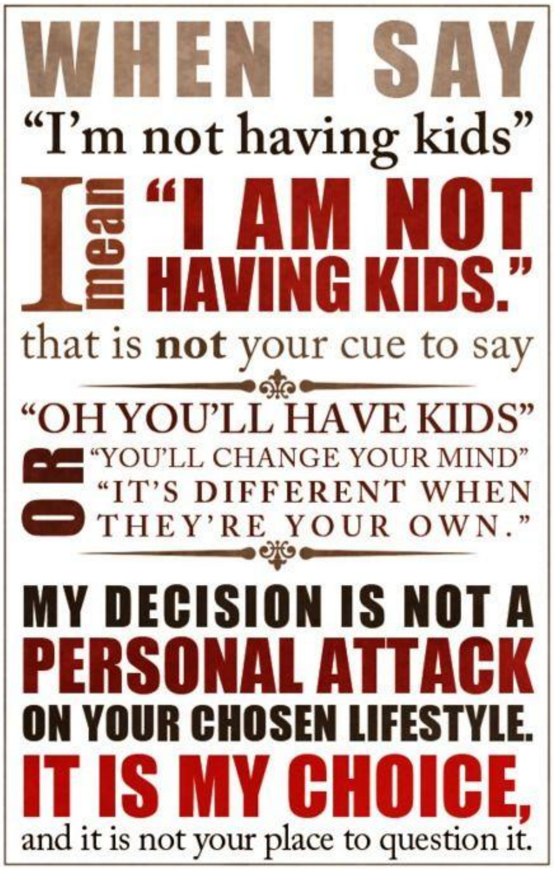

বিয়ের খোল নলচে পালটে Paid Housewife, বাংলাতে "বেতনভোগী স্ত্রী" সিস্টেম শুরু হলে সারা পৃথিবীর নরনারীর যৌন সমস্যা উচ্ছেদ হয়ে যাবে। মহিলাদের সন্তান না রাখার ইচ্ছেও থাকবেনা।

বিয়ে প্রথা, একটা পুরুষকে তার মানসিকতা ও জৈবিকতা থেকে বঞ্চিত করে। Paid Housewife সিস্টেমে , চাকরির মত প্রতি বছর, বা একটা নির্দিষ্ট সময়। কিসের জন্য বেতন দেওয়া হচ্ছে তা চুক্তি বদ্ধ থাকবে। সেখানে বিবাহ জীবনে ধর্ষণের কথা কেউ আনতে পারবেনা।

একটা পুরুষের দরকার, ১) তার যৌন সঙ্গী ২) তার ঘরে রান্না ইত্যাদি ঘরমোছা কাপর ধোওয়া ৩) তার সন্তান।তার সন্তান সম্পর্কে নিশ্চিত করতেই, বিবর্তনে (Through Evolution) সে উপার্জন

করেছে একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য পুরুষদের উৎসাহী এবং প্ররোচিত/তাড়িত যৌনচারণার. এটি বিবর্তনের লক্ষ লক্ষ বছরের ফসল। যেমনটি যেকোন স্তন্যপায়ী জীবের আছে। - প্রজাতি চায় তার বংশ ধারা অব্যাহত থাকুক, এবং সবচেয়ে জরুরী তার কাছে এই উদ্দেশ্যটি।

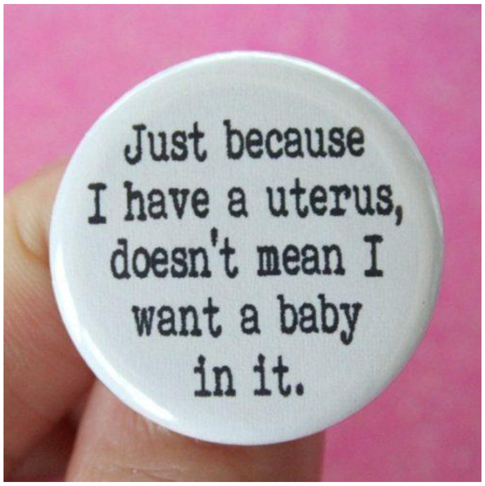

এবং বেশিরভাগ পুরুষ স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতো, এই বংশধারা নিশ্চিত করতে গিয়ে,সেখানে সাফল্যতা আনার জন্য তাকে বেশ কয়েকটি উপাদান নিয়ে বিকাশ (he had to evolve)করতে হয়েছিল। প্রথমত, তার যৌনচারণায় নিবিড়ভাবে মনোনিবেশ করতে হয়েছিল এবং সহজেই যাতে মনোযোগ না ভাঙ্গে (Firstly, his sex drive had to be intensely focused and not easily distracted.)। এই প্রক্রিয়াটি সে এমন ভাবে গড়ে ছিল যেকোন অবস্থায় যাতে সে যৌন চারণা করতে পারে। যেমন সম্ভাব্য কোন ভয়/হুমকী/ শত্রুদের উপস্থিতিতে, বা যে কোনও জায়গায় যৌনচারণার সুযোগ উপস্থাপিত হলে সে অনায়াসে করতে পারে।

শিকারি বা শত্রুদের দ্বারা যাতে ধরা পড়তে না পারার জন্য একজন পুরুষ স্বল্পতম সময়ে ও যেকোন স্থানে যত দ্রুত সম্ভব নারীর যোনিতে বীর্যপাত করা সম্ভব সে ব্যবস্থা করেছিল।। তাঁর বীজ/বীর্য যতদূর সম্ভব ও যতবার সম্ভব ছড়িয়ে দেওয়া দরকার মনে করেছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিনসে ইনস্টিটিউট, মানব লিঙ্গের গবেষণার বিশ্বজ্ঞানীরা (The Kinsey Institute in the US, world leaders in human sex research,) জানিয়েছেন যে, সমাজের সামাজিক বিধিবিহীন,তারা বিশ্বাস করে যে সমস্ত পুরুষ সমাজের ৮০%বহুগামী। বহু মহিলারা সাথে যৌন সম্পর্ক করে।এবং এটাই সহজাত বিবর্তনের ফল। সমাজে বিয়ে একজনের মধ্যেই সীমিত রাখার ফলে,পুরুষের প্রতি সঠিক আচরণ প্রতিফলিত হলনা। যৌন অপরাধের সৃষ্টি হল।

নারীবাদী মহিলারা এই দশকে দেখা যাচ্ছে তারা নিজের জীবনকে অধিক ভোগ দিতে চায়। ফলে সন্তান প্রসব তাদের কাছে অবাঞ্ছিত। বিয়ের পরিবর্তে বেতনভোগী বৌ/ বা স্বামী আনলে অর্থনীতি আবার সাবেক প্রক্রিয়ায় ফিরে আসবে। সন্তান ও ঘর গৃহস্থালীর কাজ এগুলি কাউকে

'Being infertile has its advantages'

Alison Bunting graduated from Edinburgh University in climate change management. *(Supplied)*

বেতন দিয়ে মহিলাদের কাছে পাওয়া যায়, যেমন বহু পরিচারিকা আছে, আমাদের সমাজে এ কাজ করে।

একজন মহিলাকে এই ২০২১ সালে ভারতে যেকোন রাজ্যে ১০ হাজার টাকা মাইনে দিলে ২৪ ঘন্টা সমস্ত পরিষেবা দেয়। তাহলে একজন পুরুষ কেন বিয়ে করে, একজন মহিলারা অভিযোগ শুনবে বা তার উপার্জনের টাকার ভাগ বসাবে? ভাবুন। মহিলারা বিয়ে করে ঘরের কাজ করে, খাওয়া পরা, থাকার বিনিময়ে ও পুরুষের উপার্জনের টাকার অর্ধেক ভাগ বসিয়ে কান্না করে তাদের নাকি মূল্য দেয়না। ঘরের বৌয়ের খাওয়া পর থাকার পয়সাটা কি তার বাপের বাড়ি থেকে আসে?

অনায্য দাবি ও কথা নয়কি?

এছাড়া ৩/৪ জনের সংসারে এমন কি কাজ থাকে মহিলার হাড়ভাংগা খাটুনি হয়? ওয়াশিং মেসিন, কুকার পরিচারিকা এত সবের পরও তাদের অনেক দাবি।

পুরুষ যদি বেতনভোগী বৌ রাখে খাওয়া পরা থাকা ২৪ ঘন্টার জন্য আর কিছু মাইনে দিলেই ভারতের বহু মহিলার হিল্লে হয়ে যায়। নারীবাদীরা ভেবে দেখুন।

আমেরিকাতে ১৫% মহিলারা সন্তান হীনা পছন্দ করছেন। আর বিখ্যাত সিনেমার তারকারা এই প্রবণতাকে বাস্তব রূপ দিচ্ছেন

'Not having children is also a gift'

Nicole, 42, says having children and not having children are both gifts. *(Supplied)*

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?- ৭

8,000 YEARS AGO, 17 WOMEN REPRODUCED FOR EVERY ONE MAN

An analysis of modern DNA uncovers a rough dating scene after the advent of agriculture.

FRANCIE DIEP · UPDATED: JUN 14, 2017 · ORIGINAL: MAR 17, 2015

Threshing wheat in ancient Egypt. (Photo: Carlos E. Solivérez/Wikimedia Commons)

https://psmag.com/environment/17-to-1-reproductive-success

বিয়ে প্রথা বাস্তবিক নারী পুরুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে রাখে। অথচ আমরা এমন একটা যুগে বাস করি, যেখানে মানুষ, নারী বা পুরুষ, ব্যক্তিগত উৎকর্ষ বিকাশের সুযোগ ও ব্যক্তিগত সুখী জীবন চায়। সুখী জীবন কি পৃথিবীতে আদৌ কোনদিন আসবে? জীবন ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতম আকার ধারণ করছে। কারণ মানুষ যখন সভ্যতার আলো দেখেনি তখন ছিল সরল জীবন। বন্যজীবন। আদিম জীবন। আজও মানুষের নিকটতম প্রজাতি বাঁদর শ্রেণিরা অনেক সুখে আছে। তাদের মধ্যে রাজনীতি বা দূষণ নেই। মানুষ কি তাদের চেয়ে ভাল আছে?

মগজের উৎকর্ষতা গ্রামে গঞ্জের মানুষদের নিরাপত্তা দিয়েছে? ভাবুন যুদ্ধ, মহামারী, আতঙ্কবাদ, জাতিগত দাংগা, রাজনৈতিক হত্যা ছাড়াও স্রেফ খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় পৃথিবীর লোকসংখ্যার কতজনের আছে? পরিসংখ্যন বলছে, ২০২১ সাল, আজকে ৭৮৩ কোটি জনসংখ্যা, সূত্রঃ https://www.worldometers.info/world-population/ তার মধ্যে ৬৯কোটি লোকে র জীবিকা গরীব রেখার নীচে, মাসে ৪৫০০ ভারতীয় টাকা রোজগার হয়না।সূত্রঃ https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview

শুধু তাই নয়, মানুষের ক্ষমতা কে সামাজিক আইন খর্ব করে দিয়েছে। আপনি ইচ্ছা করলেই কিছু করতে পারবেননা। সভ্যতা এই নিরিখে ভয়ঙ্কর অসভ্যতা। বাঁদর প্রজাতি এর চেয়ে অনেক ভাল।

বাঁদর প্রজাতির বিয়ে হয়না, তাদের কি সন্তান বা বংশধারা আবহমান কাল চলছেনা? সেখানে সুপ্রীমকোর্ট নেই, সেখানে জেলখানা নেই, সেখানে নারীবাদ ও পুরুষবাদ নেই, নিজের অস্তিত্বরক্ষার যুদ্ধ আছে। এই যুদ্ধ আছে বলেই জম্মে মানুষ বা প্রাণিরা চঞ্চল।

নারীবাদীরা অনেকদিন থেকেই বলে আসছে, বিয়ে প্রথা হল, পৈত্রিক তন্ত্রের মালিকানা সৃষ্টি বা দাসীগিরি। ফলে বৌ ভুল করলে, কথা না শুনলে তাকে পিটাও, বকাবকি কর, শাসন কর।

মহিলারা এই কথা স্বীকার করে নিয়ে নিজেকে অসহায় শিকার ভাবেন । দুঃখ বড় উপভোগের! মহিলারা কেঁদে কেঁদেও একপ্রকার সুখ পান।

দাম্পত্য কলহ সমাজে নতুন নয়, বা এমনিতেও সামাজিক কলহ আদিমকাল থেকে। কলহ মানে দুই পক্ষের মধ্যে কোন বিষয়বস্তুর সূত্রে অনৈক্য স্থাপন ও তারপর লড়াই করে নিজের শান্তি প্রতিষ্ঠা। সংসারে অর্থনীতি সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। পুরুষ অর্থ উপায় করে ও সে বাহুবলে মহিলাদের থেকে শক্তিশালী। ফলে সে চাইবেই তার ঘরের মহিলা তার কথা শুনে চলুক।

আমরা দেখেছি বাচ্চারা মায়ের কথা না শুনে চললে, বাচ্চাদের চেয়ে মায়েরা অধিক বাহুবলী হয় ও শক্তি শালী, এবং শাসন করতে চায়। বাচ্চাদের পেটানো হয়। মানে মহিলারাও বাহুবল প্রয়োগ ভালই করে।

এই নিয়মটা প্রাকৃতিক। বাচ্চারা নিজেদের শিকার বা বলি ভাবেনা, মহিলারা ভাবে। কারণ মহিলারা অযথা পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

এটা ঘটনা, বিয়ে প্রথা শুরু হয়েছিল, নিজের উত্তরাধিকারিকে চিহ্নিত করার জন্য। মহিলার গর্ভে যে শিশু জন্মাবে সে যেন অন্যপুরুষের না হয়। কিছুটা স্বার্থপরতা জুড়ে থাকা। অন্য পুরুষের হলে শিশুর চরিত্রও গুণাবলী অন্যরকম হবে। এই মানব জাতির মধ্যে বংশ ও উত্তরাধিকার আকাঙ্খা লক্ষ লক্ষ বছরের পুরাণো। ফলে নারী পুরুষ যৌন সংগমে নিজেকে নিশ্চিত করে নিতে চায়, একটী সন্তান তার যৌনসংগমে পৃথিবীর আলো দেখবে।

গবেষকরা বলেছেন, নারী এতই সন্তান প্রসবের জন্য নিজেকে বহু পুরুষের সাথে সংগমের জন্য তৈরী রেখেছে যে একই যৌন সেশনে একাধিক প্রচণ্ড উত্তেজনা(orgasms) পাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। মাসিক ঋতু স্রাবের সময়েও যে কোনও সময় যৌন মিলন করা এবং যৌনমিলনের সময় মহিলাদের প্রচুর ◌াওয়াজ তোলার বাতিক বা প্রবণতা রয়েছে। এর পিছনে রয়েছে, আদিমকাল থেকেই মহিলারা এই আওয়াজ তুলে আরো পুরুষ কে আমন্ত্রণ জানাত যাতে, তার যৌন সংগম ব্যর্থ না হয়, কোন না কোন পুরুষের দ্বারা সে গর্ভবতী হয়।(propensity to make a lot of noise during sex — which they argue is a prehistoric mating call to encourage more men to

come and join in. These evolutionary traits have occurred, they argue, to ensure breeding is successful) সূত্রঃ

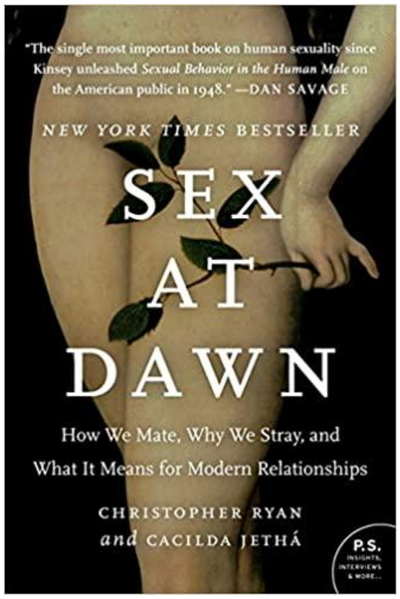

আজ থেকে ১০ থেকে ৮ হাজার বছর আগে, যখন চাষবাস ও ক্ষমতা বান হয়ে উঠল কিছু মানুষ তখন সম্পত্তির বলে ১৭টি মহিলাকে ১জন পুরুষ গর্ভবতী করত। বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করে দেখেছেন। সূত্রঃ

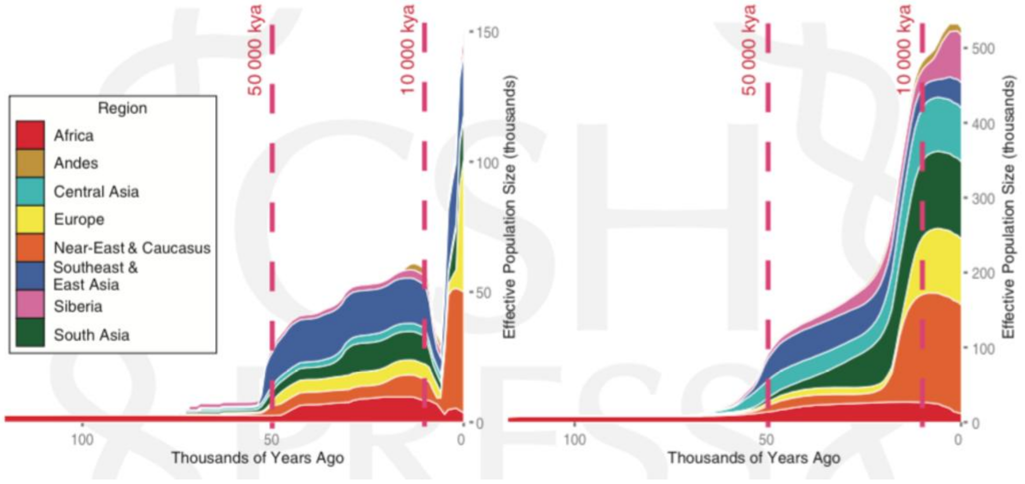

These two graphs show the number of men (left) and women (right) who reproduced throughout human history. (Chart: Monika Karmin et al./Genome Research)

এর পিছনে একটা কারণ অনুমাণ করছেন গবেষকরা, যার কাছে সম্পত্তি ছিল বেশি সেই মহিলাদের বেশি কিছু দিতে পারত, আর মহিলারাও যার কাছে বেশি পেত তার অনুরক্তই ছিল।

আমি এখানে এটাই দেখাচ্ছি, নারী পুরুষ, যৌনকাঙ্খাতে বংশধর চেয়েছে এবং তা চিরন্তন সত্য। এবং নারী সেই পুরুষকেই বেশি যৌনসংগী বানায় যে তার অপরিহার্য প্রিয়বস্তু দিতে পারে। এবং বিয়েতে সেগুলিই মূল গুরুত্ব পায়।

কবে থেকে বিবাহের ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল? ধরা হয় ১২৫০ থেকে ১৩০০ সালের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান চালু ছিল, কিন্তু শুরু সম্ভবত আরো আগে হয়ে থাকবে। মূল লক্ষ ছিল পারিবারিক মৈত্রী, আত্মীয়তা বাড়িয়ে সুযোগ সুবিধা নেওয়া। অনেকে অর্থনৈতিক কারণে বিয়ে করে উথতে পারতনা কিন্তু প্রেম বা নরনারীর সম্পর্ক রাখত। সূত্রঃ The Spruce 10/02/19

ক্যাথলিক চার্চ ত্রয়োদশ শতাব্দী 13th century অবধি বিবাহকে কোনও ধর্মানুষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলেনি, এবং কেবল ষোড়শ শতাব্দীতে 16th century বিবাহের ক্ষেত্রে কঠোর ধর্মীয় আনুগত্য প্রয়োগ করা শুরু করেছিল প্রোটেস্ট্যান্টদের সমালোচনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে।

বর্তমানে বিবাহের বিভিন্ন রূপ বিদ্যমান:

Common Law Marriage সাধারণ আইন বিবাহ: একটি অনানুষ্ঠানিক বিবাহ এবং আইনী নেটওয়ার্ক যা কিছু সময়ের জন্য একসাথে থাকার কারণে মানুষকে বিবাহিত করে।

Cousin Marriage কাজিনের বিবাহ: চাচাতো, মামাতো, খালাতো, ফুফাতো ভাই অথবা বোন; বাবা বা মায়ের চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো ভাই বা বোনের ছেলে বা মেয়ে (2) দূর আত্মীয়; (3) সংশ্লিষ্ট জাতিভুক্ত কোনো ব্যক্তি; মধ্যে একটি বিবাহ।বহুরাজ্য প্রথম মামাতো ভাইয়ের (First cousins share a grandparent, either maternal or paternal. The children of your uncles and aunts are therefore your cousins or first cousins) বিবাহের অনুমতি দেয়।

· Endogamy এন্ডোগ্যামি: সমজাতির মধ্যে বিবাহ-প্রথা; অন্তর্বিবাহ। শুধুমাত্র স্থানীয় সম্প্রদায়ের সীমার মধ্যেই বিবাহ করার রীতি।

Exogamy এক্সোগ্যামি:অসবর্ণবিবাহ। আপনি যখন নির্দিষ্ট বংশ বা গোত্রের বাইরে বিবাহ করেন।

Monogamy একত্রীকরণ: একসাথে একজনকে বিয়ে করা।

Polyandry বহুভুক্তি: একাধিক স্বামী রয়েছে এমন মহিলাদের।

Polygamy বহুগামী: একই সাথে একাধিক স্বামী / স্ত্রী থাকার অভ্যাস।

Polygyny বহুবিদ: একাধিক স্ত্রী রয়েছে এমন এক ব্যক্তি।

Same-sex Marriage সমকামী বিবাহ: বিবাহিত একই লিঙ্গের অংশীদার।

বিবাহের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদেরকে পুরুষের সাথে বন্ধন করা, এবং এইভাবে গ্যারান্টি দেওয়া যে, কোনও পুরুষের সন্তান সত্যই তার জৈবিক উত্তরাধিকারী biological heirs । ফলে বিয়ের মাধ্যমে একজন মহিলা একজন পুরুষের সম্পত্তি হয়ে যায়। প্রাচীন গ্রিসের বিবাহোৎসব অনুষ্ঠানে একজন বাবা তাঁর কন্যাকে সম্প্রদানের সময় শপথের মতন বলতেন: "আমি বৈধ সন্তান জন্ম দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমার কন্যাকে দিচ্ছি।("I pledge my daughter for the purpose of producing legitimate offspring.")" প্রাচীন ইব্রীয়দের মধ্যে পুরুষরা বেশ কয়েকটি স্ত্রী গ্রহণে স্বাধীন ছিল; বিবাহিত গ্রীক এবং রোমানরা উপপত্নী, পতিতা এবং এমনকি কিশোর পুরুষ প্রেমিকদের সাথে তাদের যৌন আবেদন মেটানোর জন্য স্বাধীন ছিল, যদিও তাদের

স্ত্রীরা ঘরে থাকতে এবং বাড়ির কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতে হত। স্ত্রীরা যদি সন্তান জন্ম দিতে ব্যর্থ হত তবে তাদের স্বামীরা তাদের ফিরিয়ে দিত এবং অন্য কারও সাথে বিবাহ করতে পারত।

বিবাহ এবং ধর্ম

বিবাহের একটি সংস্কৃতি বা ধর্মীয় সংস্কার (sacrament) হিসাবে ধারণা করা হয়, এবং শুধুমাত্র একটি চুক্তি নয়, এর সংযোগ দেখা যায় প্রথম শতাব্দীতে, সেন্ট পলকে (সাধু পৌল) যায় যিনি একজন স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ককে খ্রিস্ট এবং তাঁর গির্জার সাথে তুলনা করেছিলেন (এফিষিয় ২৩-৩২)(Eph. v, 23-32).।

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?-৮

বিয়ের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

বিয়ে যখন শুরু হয়েছিল, প্রাচীনকালে, তখন তার স্বরূপ কি ছিল? আর আজ কি? ভবিষ্যতে কেমন হতে পারে?

বিয়ের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল, মহিলাকে পুরুষের সাথে জুড়ে দেওয়া। যাতে এটা প্রমাণ হয় মহিলার সন্তান পুরুষের শরীরের উত্তরাধিকারী। বিয়ের মাধ্যমে, মহিলা পুরুষের সম্পত্তি বলে গণ্য হত। আজও এই প্রথা চালু। প্রাচীন গ্রীসে, বিয়ের সময়, মহিলার পিতা, একজন পুরুষের কাছে , অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বলতঃ আমি আমার মেয়েকে বৈধ সন্তান উৎপ্াদনের জন্য দিচ্ছি। ইহুদীদের মধ্যে পুরুষরা অনেকগুলি স্ত্রী রাখতে পারত। গ্রীক ও রোমান পুরুষেরা তাদের যৌন ইচ্ছাকে মেটাবার জন্য অনেক রক্ষিতা রাখতে পারত। তারা বেশ্যাদের কাছে যেত, বা অল্পবয়েসী ছেলেদের সাথে যৌন ইচ্ছা মেটাতে পারত। অন্যদিকে মহিলারা ঘরেই থাকতে হত, ঘরের কাজকর্ম সামলাতে হত। মহিলারা সন্তান উৎপাদনে ব্যর্থ হলে তাদের, বাপের বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হত, ও পুরুষেরা আবার বিয়ে করত। এই ছিল অতীত।

আর বর্তমানেঃ

সময় পাল্টেছে।পাল্টেছে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে, ধরুন ১৯২০ সাল (ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে কিছু মহিলা নিজেদের ভোটের অধিকার ও নাগরিক স্বীকৃতির ভাবনায় কাজ করছিল)। এটা ছিল আমেরিকাতে। আর রাশিয়াতে চলছিল, কমিউনিস্টদের আন্দোলন।১৯১৮ – ১৯২০ বলশেভিক বা রেড আর্মি,(Bolsheviks (also called the Red Army)) যারা মার্ক্সীয় মতবাদে লেবার পার্টি হয়ে মেনশেভিকদের (the anti-Bolsheviks, MENSHEVIKS (the White Army)) হারিয়ে রাশিয়াতে জয়ী হয়েছিল ও প্রতিষ্ঠা করেছিল, USSR (United Soviet Socialist Republic)। এই কমিউনিস্টরাই কতগুলি বিষাক্ত সামাজিক পরিভাষা ব্যবহার শুরু করেছিল, যে শব্দগুলি মানুষের কাছে নতুন চিন্তা মনে হয়েছিল। এই শব্দগুলির দ্বারা প্রতিটি পরিবারে ভাংগন শুরু হয়েছিল। যেখানে কলকারখানা ছিল, সেখানে শ্রমিকরা প্রলোভিত হয়েছিল। আসলে এটা একটা চক্রান্ত ছিল বা কৌশল ছিল রাজনৈতিক সিদ্ধি লাভের। পরিভাষাগুলির মধ্যে ছিল ‘শোষণ’, ‘সর্বহারা/ প্রলেতারিয়েত’, ‘বুর্জোয়া/ ধনীকশ্রেণী’, ‘মহিলাশ্রম’, ‘অধিকার’ ইত্যাদি। ক্যাপিটালিস্ট দের পণ্যায়ন। (a capitalist economic system, commodification is the transformation of goods, services, ideas, nature, personal information or people into commodities or objects of trade) যেখান থেকে উদবৃত্ত মূল্য তৈরি হয় ও ধণিক শ্রেণী টাকা বানায়। মহিলাদের বোঝানো হল তারা পুরুষদের কাছে শোষিত। তারা বিনা পয়সায় পুরুষের

বেগার খাটে। তারা একথা কখনোই বলেনি, বিয়ের মাধ্যমে মহিলা, পুরুষের উপায়ের ধন দৌলতে মূল্য হিসাবে পাচ্ছে। পুরুষের সম্পত্তি র মালিক হচ্ছে। খাচ্ছে পরছে স্‌ফুর্তি করছে পুরুষের উপর। আর কাজ না করলে কেউ খেতে দেয়না।

বিপ্লবে মহিলা সমর্থনের জন্য কমিউনিস্টরা মহিলাদের ঘর থেকে বের করে আনার জন্য অনেক মিষ্টি কথা বলেছিল, ও বিপ্লবে সামিল করেছিল। কিন্তু কমিউনিস্টরা কখনোই মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়নি, বরং অনেক ব্যাপারে চেপে রেখেছিল। কারণ কমিউনিস্টরা ফেমিনিজম সহ্য করতনা।

"Women workers take up your rifles" - A revolutionary poster of 1917.

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমেরিকা ও রাশিয়া ছিল বড় শক্তিধর দেশ। এশিয়ার লোকেরা তাদের বেশি অনুকরণ করত। সোভিয়েট রাশিয়া যখন দেখন নারীবাদ বা নারী জাগরণ তাদের পথকে জটিল করে দিচ্ছে তখন থেকেই মহিলাদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে রাখল। এদিকে ১৯২০ তে আমেরিকাতে মহিলারা ভোটের অধিকার পেয়ে , কেউ কেউ ভাবতে লাগল মহিলাদের পুরুষদের চেয়েও সেরা। তারা মহিলা স্বাধীনতার কথা ভাবতে লাগল।

March 8, 1917: A women's march at St. Petersburg, demanding "Bread and Peace". Photo: Getty Images

১৯১৭র ৮ ই মার্চ , রাশিয়ার বিপ্লব চলছিল , মহিলারা রুটি ও শান্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এগুলি অব্দি ঠিকই ছিল।

আমেরিকাতে ১৯১৯ সালে সেপ্টেম্বরে CPUSA (Communist Party USA) তো কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা দেখল তাদের

সদস্য ৪০ শতাংশ মহিলা। কিন্তু মহিলারা অভিযোগ করছে তারা ছেলেমেয়ে , সংসা্ ছেড়ে আসতে অসুবিধা হচ্ছে। তখন কমিউনিস্ট পার্টি বোঝাল "male chauvinism" অর্থাৎ পুরুষদের বলতে হবে শেখাতে হবে , তারা যেন ঘরের কাজ সমান ভাবে করে। মহিলারা ক্রীতদাস নয়। বাচ্চার ন্যাপি পালটানো রান্না করা শুধু মেয়েরা একা কেন করবে?

মেয়েরা এসব কথা ও ভাবনা তাড়াতাড়ি গ্রহন করল। (, "Families are stronger and happier if the father knows how to fix the cereal, tie the bibs and take care of the youngsters.")

মেয়েরা শিখল তারা মূল্যহীন গৃহ কর্ম করছে, তাদের পরিশ্রমের মূল্য তারা পাচ্ছেনা।

এসব বলে কমিউনিস্টরা মহিলাদের ঘরের বাইরে এনে বিপ্লবের কাজে লাগাল। রাশিয়াতে মহিলাদের পুরোপুরি অলিখিতভাবে মহিলা অধিকার খর্ব করে দিল। কিন্তু আমেরিকাতে মহিলা স্বাধীনতা বেড়ে উঠল। The party newspaper The Daily Worker. Feminists began a campaign against "male chauvinism" and "sexism."

বর্তমানে এই নারী স্বাধীনতা এমন চেহারা নিয়েছে , যে তারা ঘর সংসার ভেংগে বিশৃংখল জীবনে চলে গেছে।

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?-৯

এই সংখ্যা নিয়ে ৯টি পর্ব । আগে ৮টি পর্ব প্রকাশ হয়েছে।৬৬৭৫টি শব্দ ব্যবহার হয়েছে, হয়ত আরো কয়েকটি পর্ব লিখে আমি উপসংহার টানব। আমি বোঝাতে চেয়েছি, বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠান একবিংশ শতাব্দীতে মানুষ বাতিল করে দিক। কারণ বিয়ে নারী পুরুষের মধ্যে এতকাল অশান্তি ও বিবাদ দিয়েছে। মানুষকে এক অদৃশ্য শক্তির কাছে পরাধীন করেছে। নারী পুরুষের নিজেদের বিকাশ খর্ব করেছে। সমাজকে করেছে অহেতুক দায়ী। মূলতঃ মহিলাদের কথা অনুযায়ী, দ্বিতীয় অবস্থানের মানুষ বানিয়েছে।(সেকেন্ড সেক্স, ১৯৪৯, সিমোন দ্য বোভোয়া)

মহিলাকে স্বাবলম্বী ও স্বাধীনতা দিতে গেলে বিয়ে প্রতিষ্ঠান খন্ডন করা ছাড়া আপাততঃ আমার সমীক্ষা ও পড়াশুনায়, অন্য কোন রাস্তা দেখিনা।বিয়ে প্রতিষ্ঠান উচ্ছেদ করার সাথে সাথে সমাজ ও রাস্ট্রকে নারী পুরুষের যৌনসংগমের স্বাধীনতাও দিতে হবেন। যৌনকর্মীদের স্বীকৃতি দিতে হবে পরিস্কার, যা ইউনাইটেড নেশন বহু কাল আগেই দিয়ে দিয়েছে। সন্তানের বিষয় আরো সুরক্ষায় যেতে হবে। উত্তরাধিকারের বিষয়গুলি আরো স্বচ্ছতায় আনতে হবে।

বাস্তবিক আমি কিছুই বলিনি। গত ১০০ বছরে (আক্ষরিক অর্থেই ১৯২০ সাল থেকে) সমাজে যেভাবে নরনারীরা যৌন সম্পর্কিত বিষয় ও নিজেদের মানবিকতা বিকাশের যে সংগ্রাম চালিয়ে, যে বিষয়গুলি সমাজের নিয়ম কানুনের উর্ধে এসে খুঁজে পেয়েছেন, আমি সেগুলি নিয়েই আপনাদের সামনে উপস্থিত।

সম্পত্তির বিবর্তন, শুরু ২লক্ষ বছর আগে, অর্থাৎ উদ্‌বৃত্ত বা বাড়তি আয় বিতরণ নিজেদের গোষ্ঠির মধ্যে বা নিজের একান্ত কাছে। সন্তান ও দাসত্ব তখন থেকেই সমস্যা সহ বিদ্যমান ছিল।

(*Smith, Eric Alden; Hill, Kim; Marlowe, Frank; Nolin, David; Wiessner, Polly; Gurven, Michael; Bowles, Samuel; Mulder, Monique Borgerhoff; Hertz, Tom; Bell, Adrian (February 2010). "Wealth Transmission and Inequality Among Hunter-Gatherers". Current Anthropology.*)

অর্থাৎ, পরাধীনতা মানব সভ্যতার একটি অংশ, সর্বকালেই ছিল। যুগে যুগে তার নকশা বা রূপ পাল্টেছে। পাল্টাবে। মানুষ একটা সমস্যা মেটাতে মেটাতেই আরেকটা সমস্যা পা দিয়ে ঢুকে যায়। জটিলতার জট ছাড়াতে ছাড়াতে মানুষ জট বাড়াচ্ছে না মুক্ত হচ্ছে, তার পরিণতি পরিষ্কার আগামী ভবিষ্যত বলবে।

দাসত্ব মিশরে, খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ বছর আগে (Sumer in Mesopotamia) সুমের মেসোপটেমিয়ায়। রোমান সাম্রাজ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তার (দাসত্বপ্রথার) সবচেয়ে খারাপ পরিণতি দেখা যায়, খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মে প্রচার ও দ্বন্দ্বের সময়গুলিতে। ঐতিহাসিকগণ চিহ্নিত করেছে মধ্যযুগের প্রারম্ভে।

(Ariel Salzmann (2013). "Migrants in Chains: On the Enslavement of Muslims in Renaissance and Enlightenment Europe". Religions. "Between the Renaissance and the French Revolution, hundreds of thousands of Muslim men and women from the southern and eastern shores of the Mediterranean were forcibly transported to Western Europe."

Historians typically regard the Early Middle Ages or Early Medieval Period, sometimes referred to as the Dark Ages, as lasting from the late 5th or early 6th century to the 10th century AD They marked the start of the Middle Ages of European history. The alternative term "Late Antiquity" emphasizes elements of continuity with the Roman Empire, while "Early Middle Ages" is used to emphasize developments characteristic of the earlier medieval period. As such the concept overlaps with Late Antiquity, following the decline of the Western Roman Empire, and precedes the High Middle Ages (c. 11th to 13th centuries)

ক্রীতদাস প্রথা (The slave trade : the story of the Atlantic slave trade, 1440-1870) আটলান্টিক দাস ব্যবসা পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক অব্দি সরকারি হিসাবে চিহ্নিত।

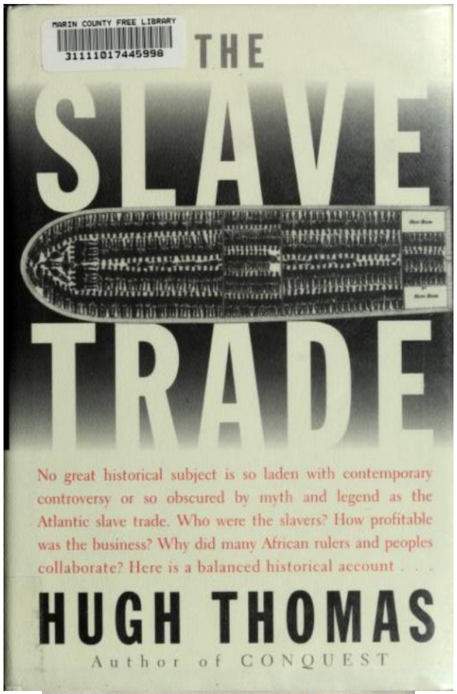

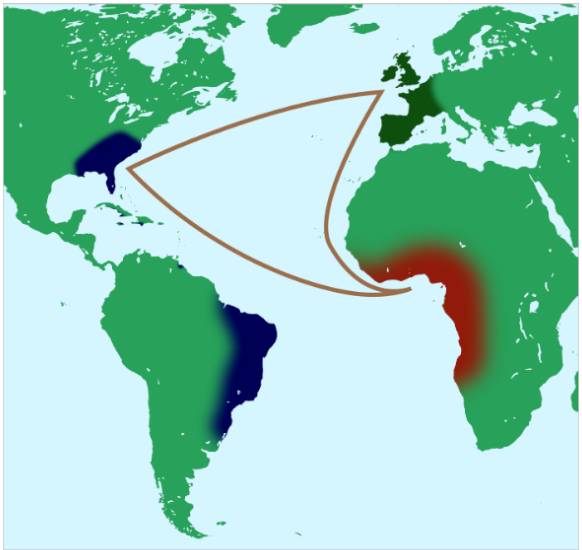

Commercial goods from Europe were shipped to Africa for sale and traded for enslaved Africans. Africans were in turn brought to the regions depicted in blue, in what became known as the "Middle Passage". Enslaved Africans were then traded for raw materials, which were returned to Europe to complete the "Triangular Trade".

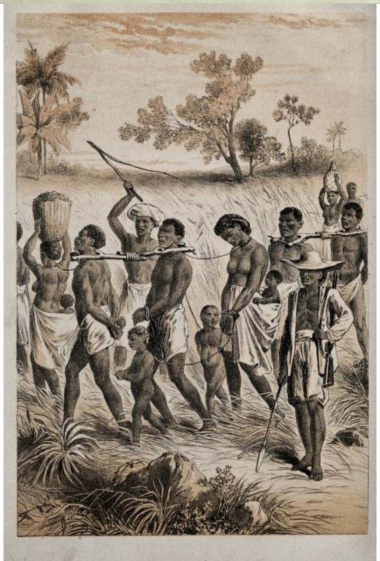

BAND OF CAPTIVES DRIVEN INTO SLAVERY

দাসপ্রথা দু'রকমের দেখা যায়, ইসলামী ক্রীতদাস ও ইউরোপীয় রাস্ট্রগুলির মধ্যে। ইসলাম বা আরব পৃথিবীতে আফ্রিকার কালো দাসদের নিয়োগ করা হত, পাচক, উপপত্নী, চাষেরশ্রমিক ও সেনাদলে। ইসলামি আরবেরা,একজন কালো পুরুষের সাথে দুজন কালো মহিলা রাখত, আর আটলান্টিক ক্রীতদাস ব্যবসায় দুজন পুরুষের সাথে একজন মহিলা রাখত।

ক্রীত দাস প্রথা উঠে গেছে বহুকাল। কিন্তু আজও (২০২১সাল) দাসত্ব রয়েছে নানা রূপে। প্রতি ১৫০ জন মানুষের মধ্যে ১জন সম্পূর্ণরূপে দাস হয়ে বেঁচে আছে। The International Labour Organisation (ILO) estimates that 21 million people are trapped in forced labour and other forms of modern slavery আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন ইউনাইটেড নেশনের একটি শাখা থেকে বলা হয়েছে, প্রায় ২কোটির উপর মানুষ অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় দাসত্বের মধ্যে জীবিকা।

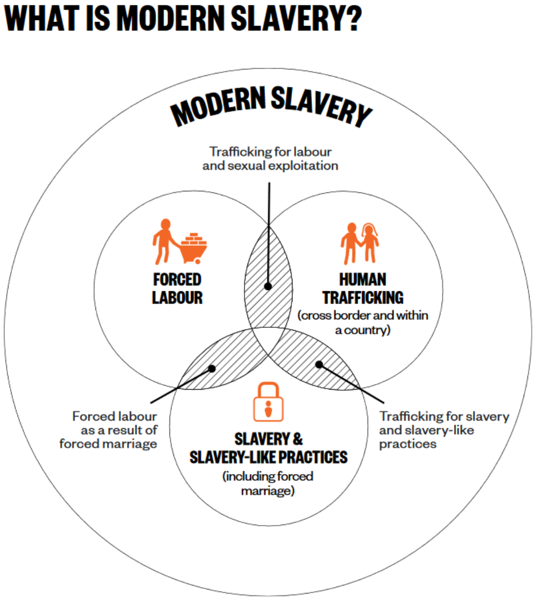

আরেকটি বেসরকারী মতে সাড়ে চার কোটি মানুষ দাসত্বের শিকার।

দাসত্ব – এই প্রশ্ন তোলার পিছনে ২টি কারণ। ১। দাসত্ব শব্দটার মধ্যে কতটা ভয়াবহ মানবিক অবস্থা বা মানবাধিকার হরণ লুকিয়ে থাকে তা বোঝানো। ২। মহিলারা বলছেন, বিয়ে হল 'দাস প্রথা'।

Official: forced marriage is slavery

Child marriage isn't always slavery. But, if the child has no realistic way out, was forced to marry, or is exploited within marriage, it is slavery.

https://www.antislavery.org/official-forced-marriage-slavery/

Over 40 million people are estimated to be in slavery across the world, as forced marriage is officially recognised as a form of slavery for the first time.

19 September 2017

সিমোন দ্য বোভোয়া(Simone de Beauvoir), বিখ্যাত নারীবাদী ও লেখিকা, ১৯৪৯ সালে সেকেন্ড সেক্স বইটিতে উল্লেখ করেছেন এসব কথা। বিয়ের মাধ্যমে মহিলারা ২য় অবস্থানে চলে যান, মানে ২য়শ্রেণির নাগরিক হন। এছাড়া ফেমিনিস্ট বা নারীবাদীরা শিক্ষিত সমাজ ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে বিয়ে হল দাস প্রথা।

কিন্তু বাস্তব হল তার উলটো। পুরুষরা দাবি জানাচ্ছে, তাদের কেন পরিশ্রম উপায় মহিলাদের জন্য দিতে হবে?

যখন বিয়ে করে পুরুষকে নেমে আসতে হয়, মহিলার কাছে নিজের শক্তি ও বীরত্ব ইত্যাদি সমর্পন

করে। বিয়ের মাধ্যমে নারীর সকল দায়িত্ব পুরুষ নিজের কাঁধে তুলে নেয়।

মূল প্রসঙ্গগুলির পুনরুক্তি (Recapitulation)

আসুন বিয়ের রিং-দেওয়ার অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত চর্চা আচারগুলি দেখি:

1. হাঁটু ভেঙ্গে আচার (Genuflection): প্রপোজ করার জন্য মানুষ এক হাঁটুতে নেমে যায়

2. প্রশংসা স্মারক (Commendation token): রিং বিনিময়

৩. অধীনস্থের চুম্বন(Vassal’s kiss): অনুষ্ঠানের সময় আরেকবার দেখানো নারীর কাছে সমর্পন

৪. শ্রদ্ধা ও বিশ্বস্ততা দেখানো(Homage and fealty): বিবাহের ব্রত শপথ করে সন্দেহমুক্ত দেখানো

৫. আনুগত্য (Subservienc): "এটি মহিলার বিশেষ দিন"

৬ সেবা (Service): পুরুষ তার স্ত্রীর জন্য সারা জীবন কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকে

7. সদা উপস্থিত নির্বিবাধ(Disposability): "আমি তোমার (স্ত্রী) জন্য মরে যাব"।

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?-১০

বিয়ে=ঘরকর্মী/শরিকীজীবন

বহু বছর ধরে আমি দেখে আসছি, নারী চরিত্র- নারীর কান্না। সমাজ সাধারণ নিয়ম অনুসারে, যে কাঁদে তার কথা শুনে। পুরুষ কাঁদেনা। পুরুষ অর্জন করে। নারী পুরুষে পার্থক্য এখানেই। নারী কারুর কাছে তার প্রয়োজনীয় বিলাস ব্যসন ও আরাম পেতে চায় দান হিসাবে। এটা আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ। আমি দেখেছি, রামায়নে সীতা রামের সাথে বনে চলে এসেছিল। কারণ রাম তার যোনির সুখ, স্বামী। স্বামী ছাড়া নারীর বৈধ সুখ নেই। বনে, রামের কাছে সোনার হরিণ (যা প্রতারণা, সোনালী রংগের হরিণ নয়, সোনার হরিণ, যা অবাস্তব ও বিপদের প্রথম ধাপ) বাসনা করেছিল। সীতাকে আমি দেখিনি, নিজে কিছু অর্জন করতে। বা রাবণের সাথে চলে যাবার মুহূর্তে কোন বাঁধা সৃষ্টি করতে। সেই আদিম কাল থেকে, ইতিহাসে ব্যতিক্রম ঘটনা ছাড়া, খুব সাধারণ নজির নেই মেয়েরা/ নারীরা উপার্জন করে, বা শ্রম দিয়ে বিশেষ কোন বস্তু অর্জন করতে। শিল্প সাহিত্যে দেখা যায়, তারা শুধু হাত বাড়িয়ে পেতে চায় কোন বিশেষ উপহার। এবং পুরুষের কাছে। তার কোন বিশেষ পুরুষের প্রতি মোহ নেই যেমনটা দেখা যায় পুরুষদের টার্গেট বা নিশানা করা। তাকে যার হাতে তুলে দাও তার হাতেই সে ঠিক আছে। হর-ধনু-ভংগ বা মাছের চোখ নিশানা যে পারবে – কুৎসিত হোক, সুশ্রী হোক, রাজা হোক বা গরীব হোক, তার কোন পরোয়া নেই। সে কোন রাজপুত্রকে বা বিশেষ কোন মানুষকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে অর্জন করে আনেনি। কোন বিপদে পা বাড়ায়নি, বা বিপদে কোন পুরুষকে উদ্ধার করে আনেনি। শিল্প সাহিত্যে নজির পাওয়া যায়না। নারী শুধু পেতে চায়। কেন পেতে চায়? তার এই পাওয়ার উদাহরণ পশু পাখী জগতেও আছে। নারী পশু পাখীরা পুরুষের কাছে কিছু চেয়ে পেয়ে খুশী হয়ে আনন্দ করে।

নারীর এই পাওয়ার সাথে যৌন সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। অর্থাৎ অধিকাংশ ঘটনায়, নারীর অস্তিত্ব টিকিয়ে থাকার সাথে নারীর যৌন সম্পর্ক লুকিয়ে থাকে। সমাজ না দেখলে তার বৈধ ও অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে মাথা ব্যাথার কথাও থাকেনা। ক্লিওপেট্রাকে বেশ্যা রাণী বলে কারণ সে পুরুষকে তার যোনির বিনিময়ে দখল করেছিল বা তার প্রধান অস্ত্র/ পুঁজি ছিল শরীর, কোন কিছু কেনার বা অর্জনের। সমাজে বহু মহিলা তার পরিবারের অজ্ঞাতে শরীর বিনিময়ে নিজের বিলাস ব্যসন কেনে। এরকম উদাহরণ অজস্র।

ঠিক তার উলটা দিকে, নারী ধর্ষণের অভিযোগ আনে, বিষয়টা এমন নারী যৌনমিলন চায়না বা তার কোন যৌনবাসনা নেই। এর সাথে যোগ হয়েছে, নারী সব পারে। মানে সব কাজ করে নিজের উপায় করতে পারে। বা পুরুষের থেকে সহস্র হাত দূরে থাকতে পারে। সচেয়ে দুর্বল ঝগড়া মনে হয়েছে ২০১৭ সালে ‘মি টুও আন্দোলন (The Me Too movement)’। আমি দেখেছি, নারীদের দ্বিচারিতার স্বচ্ছ ছবি।

কোন পুরুষ যদি কোন মহিলাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংগম করে, মহিলা সেই পুরুষের কাছে দ্বিতীয় বার যাবেনা। এবং সে তার অন্যায়ের কথা আইন আদালতকে জানাবে। শাস্তির ব্যবস্থা নেবে। দেখা গেছে, হার্ভে উইন্সটেইনের সাথে মহিলারা হার্ভের ধর্ষণের পরও তার সাথে হাসি মস্করা করেছে বছরের পর বছর, তার সাথে কাজ করেছে ও পুরস্কার নিয়েছে অস্কার। অর্থাৎ হারভের সাথে কাজ না করলে তাদের বিখ্যাত হওয়া অসম্ভব ছিল আমি মনে করি। একটা সুযোগ কারুর কাছে একজীবনের লটারী/ ভাগ্য। কোটি কোটি মানুষের মধ্য কোন করিৎকর্মা পুরুষের সাথে চলে ভাগ্য খুলে। মহিলার সাথে চলে ভাগ্য খুলেছে এমন ঘটনা শুনিনি। যৌনসহবাস বিশাল কোন ঘটনা নয়। আমি যতটুকু নৃতত্ব ও বিবর্তনের ইতিহাস পড়েছি, নারী একসাথে বহু পুরুষের সাথে যৌনসংগম করতে পারে। বিজ্ঞানী ও গবেষকরা এসব নানা শাস্ত্রে তার উল্লেখ করেছেন। এছাড়া কম বেশি ৭৬০ কোটির মানুষের মধ্যে অর্ধেক নারী তার প্রায় ১০ কোটি বেশ্যা

বা যৌনকর্মী। এবং তারা যৌন কর্ম স্বীকৃতি নিয়ে নানা রাস্ট্রে আন্দোলন করছেন। যৌন কর্ম কঠিন হলে মহিলারা অন্য পেশাতে যেত।

সমাজে গত কয়েক দশক ধরে নারী পুরুষের দ্বন্দ্ব বেড়েছে।এইসব দ্বন্দ্ব থেকে পৃথিবীর মানুষকে আমি শান্তির পথ দেখাতে চাই। তাই নিয়ে আমার ভাবনা ও গবেষণা। এটা আমার থিসিস/যুক্তিতত্ত্ব। আমি প্রমাণ করতে চাই, বিয়ে প্রথা উচ্ছেদ করে, দুটি প্রথা চালু হোক তাহলে সকল রকম নরনারীর দ্বন্দ্ব মিটে যাবে। বা প্রায় শূন্য হয়ে যাবে।

১। ঘর কর্মী (নারী বা পুরুষ) (Home maker) ২। শরিকী জীবন (Partnership)। দুটি ব্যবস্থায় সামাজিক জীবন অধিক সুরক্ষা পাবে। সন্তান ও পিতামাতার সুরক্ষা অধিক হবে।

১। ঘর কর্মী হল, কোন নারী বা পুরুষ দুজনের মধ্যে, নির্দিষ্ট সময় বা তাদের যতদিন ইচ্ছা, ততদিনের জন্য মাইনে দিয়ে বিপরীত লিংগের মানুষকে চাকরি দেবে। সেই চাকরিতে যৌনজীবন সহ ঘর সামলানোর সকল কাজ, সপ্তাহ ভরা ২৪ ঘন্টা করে তাকে পরিষেবা থাকবে। মাইনে কত হবে, কি কি শর্ত থাকবে তা নির্দিষ্ট চুক্তিপত্র ও সমাজের কোন বিশেষ অফিসের দ্বারা মধ্যস্থতা থাকবে। যেকোন স্বল্প সময়ের নোটিসে তা খারিজ যে কেউ করেও দিতে পারে। কেউ কারুর ভবিষ্যৎ নিয়ে দায়ী থাকবেনা। সন্তান আনতে চাইলে, আগে লিখিত চুক্তি থাকবে (শুধু সন্তানের) ভবিষ্যৎ নিয়ে আগামী ১৮ বছরের মানুষ করার প্রযোজনা কেমন থাকবে। কার কত টাকা খাটবে ও অধিকার নিয়ে পরিষ্কার চুক্তিপত্র।

২। শরিকীজীবন। নারী পুরুষ দুজন দুজনের ভবিষ্যৎ নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তি। এখানে মাইনে কেউ পাবেনা। দুজন দুজনের টাকাপয়সা ও সম্পত্তির পরিমাণ হিসাব করে শরিকী জীবনে লগ্নি করবে। যে যতটুকু শরিকী জীবনে আর্থিক মূল্যে (ব্যক্তিগত উপার্জনের হিসাব ও শরিকী জীবনের আগের সম্পত্তির হিসাব) অবদান রাখবে, তার হিসাব স্থানীয় অফিসে প্রতি বছর রিটার্ণের মত অডিট দেবে। সন্তান চাইলে সন্তান সম্পর্কে বড় করে তোলার আগামী ১৮ বছর তার বিবৃতি থাকবে চুক্তিপত্রের মত। শরিকী জীবনে কেউ 'স্বামী' বা 'স্ত্রী' শব্দ ব্যবহার করতে পারবেনা। যেকোন সিদ্ধান্তে দুজনের সহমত ছাড়া কাজ করা যাবেনা। শরিকী জীবন থেকে স্বল্প সময়ের নোটিসে বিচ্ছেদ চাওয়া যাবে। যে বিশেষ অফিসে তাদের জীবন চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল তেমন কোন অফিস থেকে বিচ্ছেদও পাওয়া যাবে। কেউ কারুর প্রাপ্য অংশ না পেলে বিচ্ছেদের সময় তা নিয়ে আদালতে মামলা করা যাবে। কোন কিছু স্থাবর অস্থাবর কিছু না থাকলে কিছুই দাবী থাকবেনা।

মোটামুটি এমন কিছু বিয়ের পরিবর্তে আমি ভেবেছি, সমাজে নারীপুরুষের বিবাদ মেটাবার জন্য।

আমাদের সমাজে বর্তমানে বিয়ে সহজেই হয়। তাকে যৌতুক নিতে গেলে অপরাধ মানা হয়, কিন্তু বিচ্ছেদের সময় মহিলা পুরুষের সম্পত্তি চুরি করে যেন নিয়ে পালায়, তখন তার খরপোষের নামে যেন শহরের তোলাবাজ মাস্তানের মত কাজ আদালতের চোখে অপরাধ হয়না। এগুলি বন্ধ হওয়া দরকার।

এছাড়া অধিকাংশ মহিলা অভিযোগ করে বলে সংসার করে তার জীবন নষ্ট হয়ে গেল। সে বিশাল কিছু হতে পারত, ব্যক্তিগত বিকাশ হত, বা তার সংসারের শ্রম বৃথা যায় গোনা হয়না। এই সব অভিযোগের নিষ্পত্তি হবে।

আমার দেখানো পথে প্রত্যেক মানুষ তার শ্রমের বিনিময়ে রোজগার করে খাচ্ছে। কেউ কারুর দয়ায় খাবেনা।

ধরুন কোন মহিলারা পড়াশুনা/খেলাধূলার/শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞানের সখ ছিল। সে ঘর কর্মী হয়ে কোন পুরুষের কাছে কাজ করলে, তার জীবনকে রুটিনে এনে পড়াশুনা চালিয়ে যাবে। তার অভিযোগ করা বা শোনার জায়গা তৈরি হবেনা। বয়সের সাথে সাথে তার জৈবিক চাহিদাগুলিও মেটাতে পারবে। সে যা মাইনে পাবে তা দিয়ে সে চলবে সেইভাবে। যেহেতু তার হাতে অর্থ আসার ব্যবস্থা থাকবে। সে নিজের

নামে অর্থ সঞ্চয় করে ব্যাংকে রাখতে পারবে। যখন তার মনে হবে ঘরকর্মীর কাজ ভালো লাগছেনা, বা অন্যলোকের কাছে কাজ নেবে/নিজের ইচ্ছে স্বার্থ পূরণ করবে/ স্বাবলম্বী হবে, বা নিজের পায়ে নিজের ইচ্ছে মতো দাড়াতে চাইবে, তখন সে ঘরকর্মী চাকরি থেকে ইস্তফা দেবে। অনুরুপ ভাবে পুরুষও তাই করতে পারবে। এই ব্যবস্থায় একজন মালিক অন্যজন ভৃত্য।

২। শরিকী জীবনে, দুজন সমান অংশীদার। সে ঘরের কাজ করুক বা বাইরের কাজ করুক, দুজনের আয় ব্যয় হিসাবখাতা থাকবে ও বছর বছর অডিট হবে। ঘরের কাজ করলে কত মূল্য নির্ধারিত হবে, তার উল্লেখ শরিকী জীবনে আসার আগেই স্থির করে আসতে হবে। এটা এমন হবেনা, মহিলা কোন চাকরি করল বিরাট অংক মাইনে পেল আর পুরুষ ঘরের কাজ করল দুজনের সমান মূল্য ধরা হবে। ঘরের কাজে দাম কত সেই সময়ে তার উপর ধরা হবে। শুধু দুজন দুজনকে মানুষ হিসাবে সমান ব্যবহার করবে, শ্রদ্ধা করবে, যেদিন এই ব্যবহার হবেনা সেদিন চুক্তি বাতিল করে নেবে। বাতিলের সময়/ বিচ্ছেদের সময় খরপোষ বলে কিছু থাকবেনা যার যার প্রাপ্য মেটানো হয়েছে নথি তৈরি করে সই দিয়ে ছেড়ে যাবে। কেউ কারুর কাছে সমান ব্যবহার ছাড়া প্রত্যাশা কিছু করতে পারবেনা।

দুটি ব্যবস্থায় সন্তানের বিষয় সন্তান আসার আগেই চুক্তি পত্র করে নেওয়া উচিত। কার কিরকম দাবি থাকবে, দায়ীত্ব থাকবে।

পিতামাতার ক্ষেত্রে যার যার পিতামাতার কর্তব্য সে করবে। নারীর পিতামাতার ভরণপোষণ নারী করবে, অনুরূপ পুরুষের পিতামাতার দায়ীত্ব পুরুষ করবে।

আবেগে, ভালবেসে কেউ কিছু অবদান রাখলে তা চুক্তি পত্রে মূল্যায়িত হবেনা। সামাজিক ভাবে মূল্যায়িত হবে।

পুরুষরা 'প্রতিপালক/জোগানদার' হয়ে জন্মগ্রহণ করে।একজন পুরুষের পরিবারে তার বাবা-মা,শ্বশুর শ্বাশুড়ি, সম্ভবত দাদা-দাদি, তার স্ত্রী, সন্তানেরা, কখনো অবিবাহিত / বিধবা বোনও থাকে । এর বাইরে, একজন স্বামীকে তার বাবা-মা এবং স্ত্রীকে সুখী রাখতে প্রাণপন চেষ্টা করতে হয়। - একজন পুরুষ হয়ে জন্মাবার জন্য তাকে নিঃশব্দে এসবের মূল্য দিতে হয়।

THIS PHOTO IS REPRESENTATIONAL, TAKEN FROM GOOGLE.
ALBERT ASHOK

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?-১১

যে কথা বলে আসছিলাম, যে বিয়ে প্রতিষ্ঠানটি আজ একেবারেই অচল, অন্ততঃযারা নিজের স্বার্থ ও বিকাশ নিয়ে চিন্তিত। একটা শিক্ষিত সম্প্রদায়, অতি সচেতন ও আত্মকেন্দ্রিক। শহর অঞ্চলে বা বড় বড় বিখ্যাত মানুষদের কাছে।

দেখবেন যারা শিল্পী, অভিনেতা, সাহিত্যিক ইত্যাদি সাংস্কৃতিক জগতে কাজ করে তাদের অনেকেই একাধিক বিয়ে করে। আনঅফিসিয়ালই যৌন-প্রণয় লিপ্ত থাকে। এটা কোন অভিযোগ আমি করছিনা। কারণ যিনি করেন তিনিই বুঝেন তার কাজের তাগিদ কোথায়। বাকীরা – তাদের সম্পর্কে যারা উৎসাহী তারা মানসিক যন্ত্রণা পায় তাদের মতো একাধিক প্রণয় করতে না পেরে। তারা তখন সমাজ সমালোচক হয়ে উঠে।

A debated sparked between Congress leader Shashi Tharoor and actor Kangana Ranaut over actor-turned-politician Kamal Haasan's Makkal Needhi Maiam's (MNM) proposal for monthly salary to homemakers. While Tharoor appreciated the idea, Kangana said women and their effort should not be given a price tag.

Akshaya Nath
Chennai
January 6, 2021 UPDATED: January 6, 2021 22:44 IST

(L-R): Shashi Tharoor; Kamal Haasan; Kangana Ranaut. (Image: PTI)

Proposal for monthly salary to homemakers in the election manifesto of actor-turned-politician Kamal Haasan's Makkal Needhi Maiam (MNM) has sparked off an exchange between actor Kangana Ranaut and Lok Sabha MP Shashi Tharoor. Kamal Haasan's party proposed recognise homemakers as working professionals in its manifesto to which Kangana Ranaut opposed prompting a response from Shashi Tharoor.

courtesy: India Today

কিছুদিন আগে বলিউডের অভিনেতা ও কংগ্রেসের রাজনীতিবিদ্ দক্ষিণের ৬৬ বছরের কমল হাসান তার রাজনৈতিক দল party MNM এর মেনিফেস্টোতে বলেছিল যদি তার দল তামিলনাড়ুর বিধান সভায় জেতে তাহলে সে ঘরের বৌদের কাজের বেতন তৈরী করে দেবে (Pay For Household Work)। যাতে মহিলারা নিজেদের অর্থসংস্থান পায়। এর সাথে অবশ্য আরো ৬টি ঘোষণা ছিল।

কমল হাসানের সমর্থনে আরেক আমলা ও কংগ্রেসের রাজনীতিবিদ্ শশী থরুর জানাল টুইটারে ঘরের মহিলাদের জন্য কাজটা খুবই দরকার।

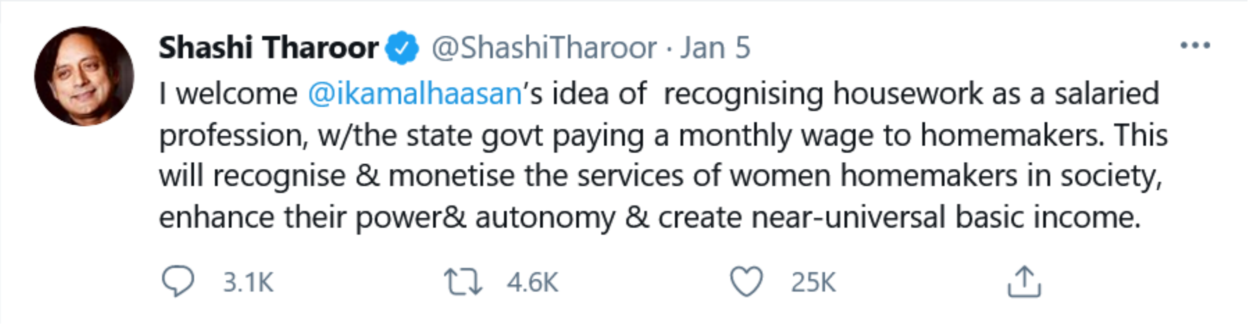

শশীথরুরের টুইটে একটা বিতর্ক দাঁড়ায়। মেয়েদের পক্ষে অভিনেত্রী কংগনা রানৌত (Kangana Ranau) ও অনেকে মত প্রকাশ করেন।

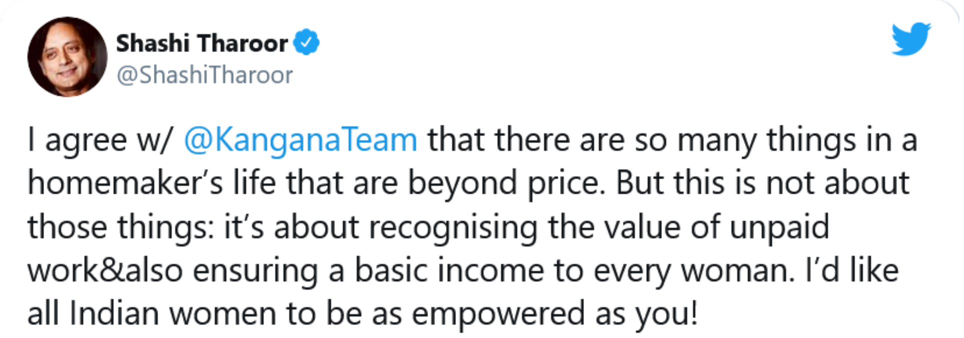

আমি এইসব তর্কে যেতে চাইনা। আমি দেখালাম আমার দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণের উপর সমাজের বিখ্যাত লোকেদের সাথে কত মিল রয়েছে।

এটা ঘটনা, মহিলাদের হাতে অর্থের দরকার। তারা তাদের স্বামীর সম্পত্তির দিকে বা শুধু ভাতকাপড় আর আশ্রয়ের দিকে কেন তাকিয়ে থাকবে? যে যাই করুক তার শ্রমের উপার্জন তার হাতে দেখা দরকার। তার শ্রমের উপার্জন সে তার ইচ্ছাতে খরচ করুক বা কাউকে দান করে দিক, ব্যবসায় খাটাক। এটা তার একান্তই নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার। বিয়েতে যৌতুক ও বিয়ে ভাংগলে খরপোষ বন্ধ হোক।

একটা ছেলেকে কতকিছুর দায় নিতে হয়। মহিলারা কেন শুনবেন? তারা নিজেরাই তাদের দায়ীত্ব নেবেন। একটা পরিবারে একটি ছেলে এখন যে দায়িত্বগুলি নেয়ঃ

১। বিবাহের জন্য অর্থ প্রদান।

২। বিবাহের রিংয়ের জন্য অর্থ প্রদান
৩। বাড়ির জন্য অর্থ প্রদান
৪। গাড়ির জন্য অর্থ প্রদান
৫। খাবারের জন্য অর্থ প্রদান
৬। নানা ব্যবহার্য বস্তুর জন্য অর্থ প্রদান ফ্রিজ, টিভি, ওয়াশিং মেসিন ইত্যাদি
৭। জীবনবীমা/ অসুখের বীমার জন্য অর্থ প্রদান
৮। পোশাক পরিচ্ছদের জন্য অর্থ প্রদান।
৯। বাচ্চাদের বড় করা মানুষ করার জন্য অর্থ প্রদান
১০। অবসরকালীন দিনগুলির জন্য বেতন / সঞ্চয়
১১। রাতের খাবার / বিনোদনের জন্য অর্থ প্রদান
১২। বিবাহবিচ্ছেদের জন্য অর্থ প্রদান।
১৩। সন্তানের সহায়তা প্রদান (বিবাহবিচ্ছেদের পর)।
১৪। মরে গেলে/ শ্রাদ্ধশান্তির পরিষেবাগুলির জন্য অর্থ প্রদান
১৫। অতিরিক্ত কোনও ক্রিয়াকলাপ (অবকাশ) এর জন্য অর্থ প্রদান

এইসব দায়িত্ব তখন তার কমে যাবে।

কয়েক দশক ধরে ইউরোপ আমেরিকাতে ও পশ্চিমী প্রভাবের দেশগুলিতে বিয়ে প্রতিষ্ঠান অনেকেই মানতে চাইছেননা। বিয়ে করছেননা। বিশেষ করে মহিলারা চাইছেননা বিয়ে করবেন।

অনেকেই সিংগেল মাদার হয়ে সন্তান লালন করছেন। এবং পুরুষ বন্ধু রাখছেন যৌন সাথী হিসাবে। প্রয়োজনে ব্যবহার করেন।

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?-১২

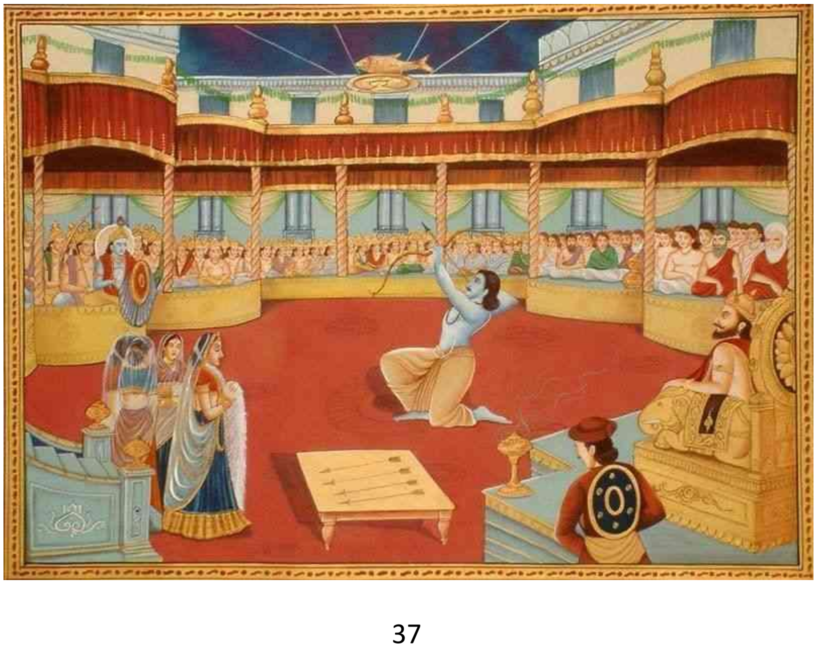

মহাভারতের যুগে, হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী, ধরা হয় সময়টা খ্রীষ্টপূর্ব ৪ শতাব্দী, লেখক কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস, যিনি নিজেও এই মহাকাব্যের এক চরিত্র। সেই সময়ের, অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্মের কয়েকশ বছর আগে, বিয়ের চল থাকলেও নানা রকম বিয়ে হত। মহিলাদের নিজস্ব কোন পছন্দ অপছন্দ তেমন দেখা যায়না। পিতামাতা যার হাতে সঁপে দেয়, তার সাথেই তার জীবন চলে। এছাড়া দেখা যায়, মহিলাদের নিজেদের কোন দাবি – যেমন উত্তরাধিকার, বিশেষ কোন পেশা, ইত্যাদি খুব লক্ষ্য হয়না। মহিলারা বংশধারা এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য গর্ভধারিনী যন্ত্র ও পুরুষের সেবা করাই মূল বিষয় ছিল। সমাজের নিম্ন পেশার চরিত্র, যেমন মৎসগন্ধা, জেলেনি ও নদী র উপর নৌকার মাঝি হিসাবে দেখা যায়।

অর্জুন দ্রৌপদীকে উপার্জন করেছে। মৎসচক্ষু ভেদ করে, নিজেকে সেরা ধনুর্ধর হিসাবে। এদিকে দ্রৌপদী স্বয়ংবর সভা ডেকে সেরা ধনুর্ধরকে বিয়ে করবে। ধনুর্ধর যেই হোক না কেন। ধনুর্ধর ভিখারী বা দ্রৌপদীকে পালনে অক্ষম হলেও। আবার কর্ণ কে নিয়মভেঙ্গে ছাঁটাই করে দেওয়া হল। নয়ত অর্জুনের চেয়ে কর্ণ কম বড় ধনুর্ধর নয়।

সেকালে এধরণের বিয়ে, বা জোর করে কোন মহিলাকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে, বা প্রেম করে গন্ধর্ব মতে বিয়ে, ইত্যাদি হরেকরকম ছিল। মহিলা বিয়ের পর স্বামী ছেড়ে যাওয়ার ঘটনা দেখা যায়না। স্বামী স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়েছে, এমন ঘটনা আছে।

মহিলাদের কাছে আশ্রয়,যৌনচারণা, ও প্রতিপালক এই ৩টি বিষয় ছিল মূল। মৎসগন্ধা ও পরাশরের ঘটনা থেকে বোঝা যায় পুরুষের কামের সাহায্যে মহিলারা প্রত্যাখ্যান করতনা। আবার বিয়ে হলে, মহিলা স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি হয়ে যেত। তাকে যা বলা হত তাই শুনতে হত। যেমন বৌকে বাজি রেখে জুয়া/ পাশা খেলা যেত। বৌকে অন্য কারুর সাথে সহবাস করে বংশের সন্তান উৎপাদন করা যেত। বৌকে মারা, বা বধ করাও স্বামীর ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল। ভৃগুরাম তার স্ত্রীকে হত্যা করেছিলেন।

এদিকে প্রতিপালক হিসাবে স্বামী দেখতেন তার স্ত্রীর উপর কেউ অন্যায় করছে কিনা তাহলে সে তার শাস্তির বিহিত করত।

এসব আচরণ দেখে বলা যায় বিয়ে সে যুগে ছিল **মহিলারা মালিকানার ছাড়পত্র। মহিলা দাসী, পতি তার পরম গুরু। পতির সেবা করে সতী হওয়া যায়। সতী হলে লোকে প্রশংসা করে।**

দ্বাবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায়, শ্বেতকেতু-সংবাদ –এ পরিষ্কার লেখা আছে। পান্ডু কুন্তীকে বলছেন ,"হে বরাননে! হে চারুহাসিনি! পূর্ব্বকালে মহিলাগণ অনাবৃত ছিল। তাহারা ইচ্ছা মত গমন ও বিহার করিতে পারিত। তাহাদিগের কাআরও অধীনতায় কালক্ষেপ করিতে হইত না। কৌমারাবধি(কৌমারকাল হইতে) এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে আসক্ত হওলেও তাহাদের শধর্ম্ম হইত না। ফলতঃ তৎকালে ঈদৃশ ব্যবহার ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত ছিল।"

"উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাহার পুৎত্রের নাম শ্বেতকেতু। একদা তিনি পিতামাতার নিকট সবিয়া আছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার জননীর হস্তধারণপূর্ব্বক কহিলেন, 'আইস, আমরা যাই।' ঋষিপুৎত্র পিতার সমক্ষেই মাতাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। মহষি ইদ্দালক পুৎত্রকে তদবস্ত দেখিয়া কহিলেন, 'বৎস! ক্রোধ করিও না; ইহা নিত্যধর্ম্ম। গাভীগণের ন্যায় স্ত্রীগণ সজাতীয় শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হ্ইলেও উহারা অধর্ম্মলিপ্ত হয় না।"

এই এতটুকু গল্পে, যা পাই তাতে, মনে হয়না ধর্ষণ বলে কিছু ছিল। মহিলারা গাভীগণের মত। তাদের কোন সমস্যা নেই। তারা প্রজননের এক যন্ত্র বিশেষ ছিল।

এরপর পান্ডু বললেন কুন্তীকে, ভর্ত্তা স্ত্রীকে যাহা আজ্ঞা করিবেন ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, নারীকে তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে; অতএব আমার আজ্ঞা লঙঘন করা তোমার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ আমি পুৎত্রমুখদর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি; কিন্তু স্বয়ং সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ; হে সুন্দরি! এজন্য আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমাকে কহিতেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে অশেষ-গুণসম্পন্ন পুৎত্রগণ উৎপাদন করিয়া লও, তাহা হইলে আমি পুৎত্রবানদিগের উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারিব।" । এবং স্ত্রীকে বহু পুরুষের সাথে যৌনসংগম করার জন্য উপদেশ দিলেন।

তাহলে বিয়ে টা সেযুগে, একেবারেই মহিলাদের ইচ্ছায় ছিলনা। এবং জোর করে যৌনসংগম ধর্ষণ বলেও ছিলনা।

আবার মনুসংহিতা সহ অনেক প্রাচীন গ্রন্থে, ব্যভিচারকে শাস্তি যোগ্য বলে দাবি করেছে।'আপস্তম্ব ধর্মশাস্ত্র' নামের স্মৃতিশাস্ত্রে পরকীয়াকে কুকর্ম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অথচ মহাভারতে, প্রচুর ঘটনা আছে নরনারী যৌন সম্পর্ক নিয়ে। অর্জুন পরস্ত্রী ঊলূপীর সঙ্গে অনেক দিন বসবাস করেন এবং তাঁর গর্ভ থেকেই 'ইরাবান' নামক পুত্রের জন্ম। নাগকন্যা ঊলূপীর স্বামী তখন সূপর্ণ নামক নাগের কাছে বন্দি ছিলেন। ইন্দ্র ও অহল্যার কথা সবাই জানেন। তাঁদের দু' জনেরই শাস্তি হয়েছিল। অহল্যাপতি গৌতমের অভিশাপে ইন্দ্র হলেন গলিতাণ্ড আর অহল্যা পাথর। দক্ষের **সাতাশ জন কন্যার স্বামী চন্দ্র।** তিনি গুরুপত্নী অর্থাৎ দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে অপহরণ করেন এবং তাঁর সঙ্গে বহু দিন কাটান। তারারও সম্মতি ছিল। তাঁদের পুত্রের নাম 'বুধ' । ব্রহ্মার হস্তক্ষেপে বৃহস্পতি তারাকে ফিরে পান।

যাই হোক, বিয়ে আদি কাল থেকে আজ অবধি দাম্পত্য সম্পর্ক, পরিষ্কার ভাষায় নরনারীর যৌনসম্পর্কে একটি চুক্তি। এই চুক্তি ভাংগলে বিয়ে নিজের নিয়মে ভেংগে যাবার কথা।

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?-১৩

আগেকার দিনে, পৌরাণিক সাহিত্যে, বহু বিবাহের শুরুটা ছিল, পুরুষের শৌর্য-বীর্যের ও সাহসের প্রদর্শন। মহিলারা বাস্তবিক পক্ষেই ধরা হত, পুরুষের অধীন ও সেবাদাসী। এছাড়া, তাদের সামাজিক ভূমিকা কিছু ছিলনা। তারা পতির সেবায় স্বর্গবাস ও পতির সন্তান দেবার অঙ্কশায়িনী বা পরিবারের সকলের সেবা দেবার স্ত্রীর ভূমিকা পালন করত। রাজা বা বিশিষ্ট জনের পরিবারের জন্মালে, বিয়ে হলে সেই পরিবারের সুখ দুখ ভাগ পেত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজার মেয়েরা নানা রকম শাস্ত্রে, সংগিত ও কখনো যুদ্ধের মহড়াও দিতে পারত। কিন্তু সবার উপরে

তাদের সকল শিক্ষা ও শিষ্টাচার শুধু পরি সেবা ও সুখের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য। স্বয়ম্বর সভা, মহিলার পছন্দের পুরুষকে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা হলেও, মহিলারা এক অজানা পুরুষের সাথে ঘর বাঁধতে হত। সে দুর্বল রাজা বা সবল রাজাই হোক। এবং অন্তঃপুরে তার সকল জীবন।

স্বয়ম্বর সভাও মহিলার ইচ্ছার উপর কখনো সমস্যা হত। যেমন মহাভারতে, কলিংগের রাজকণ্যা ভানুমতীর স্বয়ম্বর সভায়, ধৃতরাস্ট্রের পুত্র দুর্যোধন গিয়েছিল। ভানুমতী খুব সুন্দরী ছিলেন। তিনি বিয়ের মালা হাতে স্বয়ম্বর সভার রাজাদের দেখতে দেখতে অবজ্ঞা করে দুর্যোধনকে পাশ কাটিয়ে চলে যান। দুর্যোধন খুব অপমান বোধ করেন। তার মনে হয়েছিল, তিনি ভানুমতীর পানি পাবার যোগ্য নন। তিনি রেগে যান। তিনি এগিয়ে গিয়ে ভানুমতীর হাত চেপে ধরে বলেন, চল, হস্তিনাপুরে যাবে।

এই কান্ড দেখে বাকী রাজারা অস্ত্রশস্ত্র হাতে করে মারমূখী হয়ে উঠেন ও দুর্যোধনকে আক্রমণ করতে উদ্যত হন। দুর্যোধনের একমাত্র বিশিষ্ট বন্ধু কর্ণ, দুর্যোধনকে রক্ষা করতে নামলে ব্যাপারটা মিটমাট হয়। ভানুমতীকে হস্তীনাপুরে এনে দুর্যোধন জোর করে বিয়ে করেন। ভানুমতীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

একবার বিয়ে হয়ে গেলে মহিলাদের আর নিজের ইচ্ছার কোন দাম থাকতনা, ফলে স্বামীর ঘর অনিচ্ছাতেও করতে হত। ভানুমতী নীরবে স্বামীর সেবা করেছিলেন, দুর্যোধন তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, তাদের একছেলে নাম লক্ষন কুমার ও এক মেয়ে হয়েছিল নাম লক্ষণা।

মহাভারতে বহু বিয়ে জোর করে হত। আর যারা জোর করে বিয়ে করতে পারত তাদের সাহসী ও শক্তিশালী মহিলারা ভাবত।

মহিলাদের নিরাপত্তা হিসাবে তেমন কিছু ছিলনা। চরিত্রগত কলঙ্কও ছিলনা। অর্থাৎ, কোন পুরুষ যদি তার কাছে সংগম চাইত, বা জোর করে সংগম করত তাতে তারা দোষী অভিযুক্ত হতনা। যেমন আমরা শ্বেতকেতুর গল্পে পাই। এছাড়াও পঞ্চ (ষষ্ঠ?) সতী 'সীতা, অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী', এনাদের জীবনে একাধিক পুরুষের সংগম হয়েছিল। ধরা হয়, নারীর মাসিক বৃত্ত হয়ে গেলে তারা পবিত্র হয়ে যান।

পরকীয়া বা ব্যভিচারের শাস্তিও ছিল, পশ্চিমীদেশ গুলিতে যেমন ছিল। দেখাযায় সারা পৃথিবীর বিবাহের নিয়মকানুন ও বিধান প্রায় এক। এবং, মহিলারা তাদের স্বামী থেকে অনেক অনেক বয়েসে ছোট। স্বামীদের নানা দোষ গুণ, অংগ প্রত্যংগের খামতি থাকলেও মহিলাদের পছন্দের অপছন্দের জায়গা ছিলনা।

দেবগুরু বৃহস্পতির ভাইপো উতথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা, তিনি জন্মান্ধ ছিলেন, প্রদ্বেষী নামে এক রূপসী তরুণী ব্রাহ্মণীকে পত্নীরূপে লাভ করেছিলেন। যেমন ঋষি গৌতমের কাছে অহল্যা বয়ঃসন্ধিকাল অবধি থেকে বৃদ্ধ ঋষিকে বিয়ে করেন।

বড় ভাইয়ের বৌকে ছোট ভাইয়ের বিয়ের প্রচলনও ছিল। যেমন তারা বালীর স্ত্রী, সুগ্রীব বালীকে মৃত মনে করে তারাকে বিয়ে করেন, এনিয়ে দুইভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয়। রাবন মারা গেলে মন্দোদরীকে বিভীষণ বিয়ে করেন।

মহাভারতে বহু উদাহরণ আছে, যেখানে পুরুষ সন্তান জন্মদিতে অক্ষম হলে তৃতীয় কোন ব্যক্তির দ্বারা বংশের পুত্রসন্তানের ব্যবস্থা করা।

মহিলারাও বিয়ের আগে, তার পছন্দের মানুষকে প্রলোভিত করে গর্ভ ধারণ করতে পারতেন, যেমন কুন্তী চরিত্রে আছে। এছাড়া সত্যবতী ও শকুন্তলার গল্পেও প্রাক বিবাহে যৌনমিলন পাওয়া যায়।

মহাভারতে ও মনুর নিয়ম অনুসারে **আট প্রকার বিয়ে দেখা যায়, ব্রাহ্মী, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ।** ১। **ব্রাহ্ম** হল, শিক্ষিত মানুষের সাথে পণ দিয়ে বিয়ে সম্পন্ন করা, ২।**দৈব** হল পূজা ও যজ্ঞে কোন মেয়েকে উৎসর্গ করলে সেই মেয়ের সাথে ঋষিদের বিয়ে হয়। যেমন ঋষ্যশৃংগ মুনির সাথে অযোধ্যাপতি দশরথ ও তার প্রধানমহিষী কৌশল্যার প্রথম সন্তান শান্তার বিয়ে হয়েছিল। দশরথ পুত্র সন্তানের জন্য পুত্রেষ্টি/ পুত্রকামাষ্টি যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন ঋষ্যশৃংগ। (দশরথ ও কৌশল্যার মেয়ে হয়ে জন্মালেও অঙ্গরাজ রোমপাদ ও তার মহিষী বর্ষিণী (যে সম্পর্কে কৌশল্যার বোন) তাকে দত্তক নেয়। ঋষি বিভাণ্ডক ও অপ্সরা উর্বশীর পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে বিবাহ করে শান্তা তার পালক পিতার রাজ্যকে খরামুক্ত করেন।)

৩। ‘**আর্য**’ । শব্দটির অর্থ হল ঋষিসম্বন্ধী। মানে বরের কাছ থেকে কিছু নিয়ে কন্যা দান। সাধারণতঃ একটি গরু ও একটি বলদ বা দুইজোড়া বলদ পাত্রের কাছ থেকে পণ হিসাবে নিয়ে মেয়ে বিয়ে দিত। ৪। প্রাজাপত্য হল ধর্মানুষ্ঠান করে পাত্রকে ধনরত্ন দিয়ে খুশি করে কন্যা দান। ৫। **আসুর** বিবাহ হল কন্যার অভিভাবকদের অর্থদান দিয়ে কন্যা বিয়ে করা, ৬।**গান্ধর্ব**-বিবাহ হল কন্যার যে পাত্রকে পছন্দ সেই পাত্রের সাথে বিয়ে দেওয়া বা পাত্র পাত্রীর মধ্যেকার কোন প্রণয়কে বিয়ে আখ্যা দেওয়া। ৭। **রাক্ষস**’ বিবাহ। কন্যাকে পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুলে নিয়ে বিবাহ করা। কিছুটা পালিয়ে বিয়ে করার মতোই। যেমন–শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর বিবাহ। ৮। **পৈশাচ** বিবাহ - যখন চুরি করে কোনও মানুষ ঘুমন্ত, নেশা বা মানসিকভাবে অসমর্থ কোনও মেয়েকে প্ররোচিত করে, তখন তাকে পৈশাচ বিবাহ বলে। এটি মনুস্মৃতিতে একটি ভিত্তি এবং পাপ কাজ হিসাবে নিন্দা করা হয়। আধুনিক যুগে একে ডেট রেপ বলা হয় এবং বেশিরভাগ সভ্য দেশে এটি একটি অপরাধ।

ছবি ঃ উইকিপিডিয়া

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?-১৪

প্রাচীনকালে, বিয়ের বয়েস, প্রায় পৃথিবীর সকল পৌরাণিক সাহিত্যে, বৃদ্ধের সাথে তরুণী স্ত্রী এরকম দেখা গেলেও মোটামুটি, কণ্যার বয়েস ১০ ও তার ৩ গুণ বয়েস পাত্রের ছিল। অর্থাৎ পাত্রের ৩০ বছর। এই বয়সের বিয়েই কাম্য ছিল। রাজ- রাজারা, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণরা – যারা সমাজে শক্তি শালী ও প্রভাবশালী ছিল তারা একাধিক বিয়ে করতে পারত ও উপহার সামগ্রী হিসাবে কুমারী কন্যা দান উল্লেখ আছে।

মহাভারতে দময়ন্তী, শকুন্তলা, দেবযানী, সত্যবর্তী, অম্বিকা, গান্ধারী, কুন্তী, মাদ্রী, দ্রৌপদী, উপী প্রভৃতি মহিলারা পূর্ণযৌবনে স্বামী পান। পূর্ণ যৌবন অর্থে দেখাযায় ১৪ বছর বয়সেই মেয়েদের স্তন ও শারিরীক গঠন নারীত্ব প্রকাশ করে। কন্যার বিয়ে দিতে না পারলে পড়শীদের সমালোচনা শুনতে হত। এবং মেয়েরা কুড়িতে (২০ বছর) বুড়ি ধরা হত।

অনুশাসনপর্বে দেখা যায়, কন্যা ঋতুমতী হয়ে তিন বছর অপেক্ষা করবে, তাতেও যদি সে বর না পায় তা হলে চতুর্থ বছর নিজেই বর বেছে নেবে।

বিয়েটা একটা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধরা হত। যেমন রাজা , মন্ত্রী, অমাত্য, পারিষদ বর্গ, চাকর- একটা পদ মর্যাদা থাকে, তেমন নারীও সেকালে যেহেতু উপায় করতনা সেইহেতু স্বামীর অধীন ও দাসী হিসাবে মর্যাদা ছিল। কিন্তু বাড়ির কর্তার স্ত্রী হিসাবে অন্যদের থেকে উচ্চ মর্যাদার ছিল। মানে বাড়ির গৃহকর্ত্রীর মর্যাদা ২য় স্তরে।

অল্প বয়সে, সেকালে যাদের বিয়ে হত, তাদের কোন স্বাস্থ্য হানির গল্প আমার নজরে আসেনি। বরং এটা দেখা গেছে , অল্প বয়সে স্বামীর পরিবারে এসে স্বামীর আদব কায়দা বংশের আচার বিচার ইত্যাদির সাথে অনায়াসে নিজেকে মিলিয়ে নিতে সক্ষম হত। মানুষ বয়েসের সাথে সাথে তার অভিজ্ঞতা ও তার পরিবেশের ছাপ তার মধ্যে বসে যায়। ফলে একালে দেখা যায় , ২৫ এর উপরে যে মেয়ের বিয়ে হয় তার সাথে তার স্বামীর বনিবনা প্রায় হয়না। মাঝখানে একটি শিশুর জন্ম হয়ে যায়, ফলে শিশুর জন্য নিজেদের – স্বামী ও স্ত্রীর বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটাতে অনীহা থাকে। এই দুজনের জীবনের সকল সুখ আহ্লাদ ত্যাগ করা কাম্য বলে আমার মনে হয়না। ফলে বিয়ে অল্প বয়সে যেগুলি আগে ঘটত , সেগুলিতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যেকার বোঝাপড়া ও ঐক্য সুন্দর দেখা যেত।

গ্রামে গঞ্জে আজও অল্প বয়সে বিয়ে হয়, এবং শহরের চেয়ে অধিক সুখী তারা হয়।

আমাদের শহরের শিক্ষিত মহলের ও গ্রামে গঞ্জের অশিক্ষিত মহলের মধ্যে তূলনা করলে , দেখা যাবে, গ্রামীন লোকের সংখ্যা অনেক বেশি ও তারা শহরের শিক্ষিত লোকের চেয়ে অনেক বেশি সুখী। গ্রামের লোকেদের উচ্চাশা কম , শহরের লোকেরা লোভী ও উচ্চাশা অনেক বেশি যা তাদের ক্ষমতার বাইরে। মূলতঃ আপনি বিশাল কেউকেটা হয়ে আপনার কি সুখ ? পদমর্যাদা ? সম্মান? আর্থিক ক্ষমতা ? ভাবুন এসব অর্জনের জন্য আপনার কত বেশি পরিশ্রম ও ভয় আপনাকে তাড়া করে! আপনার নিরাপত্তার টানাপোড়েনে আপনার বহু রকমের অসুখে ভোগে , আপনি মারা গেলে কি হবে ? রাজার মুকুটের তলায় অনেক চিন্তা থাকে , তার জন্য তিনি সুখী

নন। গরীব চাষার চিন্তা নেই। তাদের সরল হিসাবের সরল জীবন। অল্প বয়েসে বিবাহ মেয়েদের সরল জীবনকে একটা রূপ দেয়। তাদের জীবনে পূর্ণতা দেয়। শুধু মেয়েদের নয় পুরুষদেরও।

বর্তমান সমাজে মহিলারা মনে করে তাদের নিজেদের জীবনে পূর্ণতা দরকার। ফলে তোইরি হয়েছে ব্যক্তি নারীর জীবন, যা একমাত্র একক হিসাবে। তারা মনে করে তারা যথেষ্ট শক্তিশালী ও পুরুষের অধীনস্থ থাকার প্রয়োজন নেই। তারা এটাও মনে করে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষরা সকল সুবিধে ও সুখের অধিকারী আর মহিলারা পরাধীন ও শুধু লাঞ্ছনার ভাগী।ফলে শহরের নারীরা পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে নারীবাদ বলে এক দর্শনের সৃষ্টি করেছে। ১৯২০ সালের পর থেকেই এর শুরু কিন্তু ১৯৫০ /৬০ এর কাছাকাছি তারা মারাত্মক আগ্রাসী নীতি নিয়ে চলেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহিলারা মিথ্যা ও কপটের ছল নেয়। ও তাদের যৌন অংগগুলিকে অস্ত্র বানিয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসছে। ফলে সমাজে ধর্ষণ নামক শব্দের অতিরঞ্জিত ব্যবহার ও মহামারী বানিয়েছে।

যেমন একটা উদাহরণঃ বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা আনছে। এক্ষেত্রে সে নিজেই অপরাধী। কারণ স্ত্রীর সাথে যৌন সংগম পুরুষ করবে বলেই তাকে ভরণ পোষণ ও দায়িত্ব নিয়েছে। এবার স্ত্রী যদি স্বামীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা আনে তাহলে বিবাহের চুক্তি সে ভংগ করেছে।

২য় কথা স্ত্রী মানেই দাসী সে কোন প্রকারেই স্ত্রীর মানে বন্ধু করতে পারেনা , বা স্বামীর মানে বন্ধু বানাতে পারেনা। স্বামী মানেই প্রভু।

বিয়ে অর্থ এতদিন ছিল স্ত্রী / অর্ধাংগিনী/ অঙ্কশায়িনীর সাথে যৌথ জীবন ও বংশ রক্ষা। বর্তমানে এই বিয়ের মূল ভিত্তিটুকুই নড়ে গেছে।

এছাড়া বিয়েতে আগেরকার দিনে কতগুলি নিয়ম ছিল কাকে বিয়ে করা যাবে কাকে বিয়ে করা যাবেনা ইত্যাদি।

সমাজে যার যে পেশা বা সামাজিক মর্যাদা তেমন দের মধ্যে বিয়ে পাত্র পাত্রীর মধ্যে গ্রহন যোগ্য।

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?-১৫

Contract marriages বা চুক্তিবদ্ধ বিয়ে।

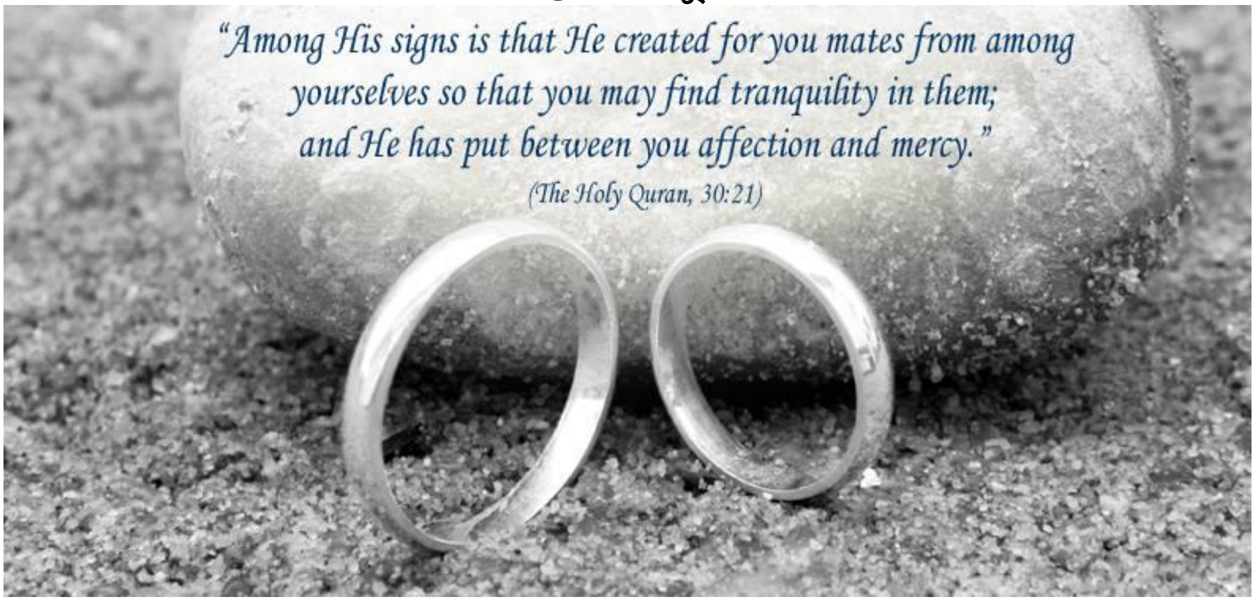

আজকে আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যেখানে জীবন খুব দ্রুত। কলকারখানা, যন্ত্র, ইন্টারনেট, কম্পিউটার, স্মার্টফোন, ভারচুয়াল জগত, এসব জীবনকে সামনের দিকে যেন বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতিযোগিতা তোইরি হয়েছে কে কত জীবনকে নিঙড়ে সুখ ও মজা লুটবে। এরকম একটা সময়ে স্নেহ, ভালবাসা, মায়া -মমতা, শ্রদ্ধা , প্রেম, অনুরাগ, অভিমান সব দ্রুত জীবনের গাড়ির তলায় চাপা পড়ে গেছে, কেউ আর খোঁজ রাখছেনা। বড় বড় যৌথ পরিবারগুলি অনেককাল আগেই স্বার্থের তরবারিতে খন্ড খন্ড, এখন যে ছোট পরিবার গুলি আছে তাও ঘন ঘন ভাঙ্গছে।কারন নারী পুরুষ সবাই বলছে তাদের প্রত্যেকের জীবন পূরণ করতে হবে। ফলে ব্যক্তি চিন্তা ও স্বার্থ অধিক পছন্দ আকর্ষণ করছে। দাবি করছে। নরনারীর বিয়ের বন্ধন মহিলারা ভাল চোখে দেখছেনা। তারা বলছে বিয়ে হল পিতৃতান্ত্রিক সমাজের একটা কৌশল, যেখানে মহিলাদের পুরুষের অধীনে বন্দী করে রাখা হয়।

এখানে বলে রাখা ভাল,সভ্যতার নামে অধিকাংশ অসভ্যতা আমরা পশ্চিমী সংস্কৃতির থেকে নিয়েছি।আমেরিকা হল এপিক সেন্টার, যেখানে থেকে যত অপসংস্কৃতি, শিক্ষিত বাকী পৃথিবী নকল করে। ইউরোপের সংস্কৃতির মধ্যে একটা সুস্থ ও ভাবনাচিন্তার খোরাক পাওয়া যায়। কিন্তু আমেরিকার বহু কালচার, সাব-কালচার যার কোন সামাজিক অপকার ছাড়া উপকার নেই। আপনি হিপি কালচার বলুন আর জিনস কালচার বলুন, বা সমকামী কালচার বলুন সবই আমেরিকা থেকে আমদানী।

আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার লোকগুলি সবাই, আমেরিকার জীবন যাপন, ওয়ার্ক কালচার, সম্পর্ক প্রেম, পরিবার ইত্যাদি সবকিছুই নকল করে।নকল করে কুৎসিত জিনিসগুলি, কিন্তু বীরত্ব ফলায় যেন বিশাল কোন কাজ করেছে।

Marriage Programs and Women

From a feminist perspective, marriage is a social response developed to close a woman in home. It is another way of entering a male domination of a woman

In such programs for rating:

1-Woman is belittled publicly
2-Woman humiliate woman

courtesy:Commodification of woman by Mehmet Fırat Boğatekin/slideshare

মেয়েরা যখন শুনল, তাদের জীবনের দাম বানাতে হবে, অর্থাৎ তারা কারো হুকুমের দাস হবেনা, সেই মুহুর্তেই বিয়ে ভেঙ্গে গেল। সন্তানরা ছোট থাকলে তাদের মানসিক ভয় ভীতি বা নানা চাপ পড়ে। আমি এখানে এটা বলছিনা যে মেয়েরা তাদের নিজের জীবনকে উন্নতি করবেনা। কথা হল, কি উন্নতি করবে? আর্থিক? স্বেচ্ছাচারীতা?

পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ডিঙ্গিয়ে এসে কি সুখী? আয়েস পেয়েছে? স্বাধীন হয়েছে?

হ্যাঁ,চেষ্টা করতে অসুবিধা কি?

উলটো দিকে একটা ছেলে যখন বিয়ে করে, তার জীবনের সখ বা প্যাশন যা ছিল তা ত্যাগ করেনা তার বৌকে খাওয়ানো পরানোর দায়িত্ব মাথায় নিয়ে?

মাথাতে একটা কুবুদ্ধি ঢোকানো সহজ, ভাল বুদ্ধি মানুষ ভাল মনে নেয়না। ফলে, এখন বিয়ে অধিকাংশ শহরের জীবনে দেখা যায় টিকছেনা। বা যদিও আপস করা গেল,জীবন মনে হয় তখন নরক যন্ত্রণা। এইসব কারণে, অনেকেই চুক্তিবদ্ধ বিয়ের কথা ভাবছে।

একটা সময় ছিল, মানুষ, গুরুজনদের বাক্য ভুল হলেও সম্মান করত। এখন সেই দিন নেই। ইতিহাস বলে প্রতিটা মানুষ তার পরিচিত হিসাবে, তার জাত, গোত্র, গোষ্ঠি, ধর্ম, আচার ইত্যাদি ব্যবহার করে। এই ব্যবহার খুব প্রাচীন। বিয়ে একটা সময় পশ্চিমী মতে ধর্মীয় স্বীকৃতি থেকে চালু হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতে নানা মতে বিয়ে হয়। হিন্দু ধর্ম, মুসলিম(ইসলাম) মতে, বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান - এছাড়া ও আরো নানা ধর্ম আছে সেই মতে আচার অনুষ্ঠান সহ বিয়ে সম্পন্ন হয়।

এই ধর্মগুলি কোনটাই নারীকে পুরুষের উপর প্রভূত্ব করার অধিকার দেয়না। নারীর স্থান তার ঘরের পুরুষের অধীন বা ঈশ্বরেওর বিশ্বাস যাদের আছে তারা বলে ঈশ্বরের অধীন।

নারী কখনো নেতৃত্ব দেবার মতো কাজ ইতিহাসে বা বিবর্তনের সময়রেখায় রাখেনি। পশুপাখী জগতেও অধিকাংশ পুরুষ প্রধান। আমাদের মানব সভ্যতা, হাজার দশেক বছর আগে রাস্ট্র দেশ, ইত্যাদির অধীনে ছিলনা। ছোট ছোট দলবদ্ধ শিকারী মানুষ ছিল, তাতে পুরুষরাই শিকারী ও নেতৃত্ব দিত। সেইভাবেই আজ অব্দি চলে এসেছে। এর মধ্য কোন ষড়যন্ত্র রাস্ট্রের বিরুদ্ধে অন্য রাস্ট্র যেমন করে তেমন পুরুষ নারীর বিরুদ্ধে করেনি।পুরুষ নারী সহ সমস্ত কিছুই তার ক্ষমতা বলে বা

বাহু বলে আদায় করেছে। নারীর ক্ষমতা ও যোগ্যতা ছিলনা পুরুষের বিরুদ্ধে লড়ার, আজও নেই, তাই তারা নেতৃত্বে যেতে পারেনি।

নারী পুরুষের কাছে ভিক্ষা চায় তাদের ক্ষমতা দেওয়া হোক সেই হিসাবে রাস্ট্র গুলি নারীকে সংরক্ষণ মর্যাদা দিয়েন, নানা রকম আইনী ক্ষমতা সহ টাকার বা অর্থের, বস্তুর অধিকার দিয়ে গত ২০০ বছর অনেকটাই উন্নত করে তুলেছে , উলটো দিকে পুরুষের করের টাকায় রাস্ট্র চলে, পুরুষের মেধায় রাস্ট্র চলে, পুরুষের নির্মাণে পৃথিবী এত সহজ ও দ্রুত গতিতে চলছে আর পুরুষই এখন নানা অন্যায় ও অবিচারের শিকার হচ্ছে।

বিয়ে তাই আজ চুক্তিবদ্ধ হিসাবে দেখা হচ্ছে। লিখিত কিছু দাবী উভয় পক্ষের তরফে মেনে সময় ও অর্থের হিসাবে চলা একটা সমাধান সূত্র ভাবা হচ্ছে।

চুক্তিবদ্ধ বিয়ে এটার ইতিহাস বহু প্রাচীন। যদিও তেমন চালু অবস্থায় ছিলনা বা আজকের মত ভাবনা চিন্তা করা ছিলনা।

২০১২ সালে DNA এর রিপোর্টে (খবর মাধ্যম) দেখা যায়, পুনার যুবকদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ বিয়ের প্রবণতা।

হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ (Hindu Marriage Act, 1955)বা বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৪ (Special Marriages Act, 1954) এই নিয়মে বিশেষ কোন সংস্থান নেই চুক্তিমত বিয়ের। যারা আমেরিকাতে, বিশেষত সহজেই ভিসা পেতে চায় এমন ব্যক্তিরা এর অধীনে গাঁটছড়া বাঁধতে গিয়ে কনে ও বর চুক্তিতে প্রবেশ করছে, । যার অর্থ কখনও কখনও এক বছর পূর্ণ হওয়ার পরে বিয়ে শেষ।

“চুক্তি বিবাহের প্রবণতা ধীরে ধীরে ভারতে নোংগর হচ্ছে কারণ এতে বিবাহ এবং লিভ-ইন সম্পর্কের উভয়ই সুবিধা রয়েছে। সাধারণত, এই ধরনের বিবাহগুলি ১-৩ বছরের সময়কালের জন্য বোঝানো হয় এবং ২৮-৩৫ বছর বয়সী লোকেরা পছন্দ করেন"।

dnaindia এর সূত্রে জানা গেল ভারতে **২০০৫ সালে গুজরাটে প্রথম চুক্তি বিবাহ কারোর হয়েছিল,** স্বামী-স্ত্রী হিসাবে জীবনযাপন করা দুই পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি, তবে ভারতে আইনী স্বীকৃতি এতে নেই।

“দুপক্ষেরই যদি চুক্তির শর্তাবলী লঙঘন হয় তবে চুক্তির মর্যাদা হারাবে। তবুও, এই ধরনের দম্পতিরা পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করতে পারে ”

ইচ্ছার স্বাধীনতা, নিজের মন পরিবর্তন করার অধিকার। আমেরিকাতে এর প্রচলন রয়েছে। ইন্টারনেট আপনাকে নববধূ খুঁজে দিতে পারে। অনেক প্রতিষ্ঠানের কনের ক্যাটালগ আছে। যদি আপনি চুক্তিবদ্ধ হতে চান। অথবা হতে পারে একটি প্রাক-বিবাহ হিসাবে কারুর সাথে যৌনজীবন করতে চান।

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?-১৬

Contract marriages বা চুক্তিবদ্ধ বিয়ে।

Image for representation. (Getty Images)

ভারতে, যেহেতু বিবাহকে চুক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয় না, সেইজন্য আপনি কোনও দম্পতি প্রাক-বিবাহের চুক্তিঘটেছিল এমন শুনবেননা।

ভারতে প্রাক-বিবাহ চুক্তি অচল ধারণা বলে মনে হচ্ছে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যেখানে বিবাহকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চুক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়, ভারতে বিবাহকে নারীপুরুষের আজীবন ধর্মীয় জুটি হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং সুতরাং ভারতের হিন্দু বিবাহ আইন অনুসারে প্রাক-বিবাহ চুক্তি আইনত বৈধ নয়, তবে কিছু কিছু যা ঘটে তা ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২ (the Indian Contract Act, 1872) এর অধীনে হয়।

ভারতে একটা মহিলা সুবিধা হল, ভারতীয় বিবাহে বিচ্ছেদ হলে খরপোষ ভরণপোষণের টাকা দিতে হয়। পণ নেওয়া যেমন সুন্দর প্রস্তাব নয় তেমনি খরপোষের বোঝা একজন পুরুষের ঘাড়ে চাপানো তেমনি কুৎসিত। সেদিকে চুক্তি বিবাহ অনেক পরিষ্কার ভাবনা।

প্রাক-বিবাহ চুক্তিতে নারী ও পুরুষের , উভয়েরই যেসব স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির প্রকাশ পায় বা বৈবাহিকীতে যুক্ত থাকে তা হল এরকমঃ

- সম্পদ/সম্পত্তি কি আছে এবং কি কি দায়বদ্ধতা থাকবে তার প্রকাশ
- আর্থিক বা আর্থিক অবস্থান
- রিয়েল এস্টেট সম্পত্তি
- ভাগ করা সম্পত্তি
- সম্পত্তি বিভাজন
- পৃথক সম্পত্তি
- খরপোষ বা রক্ষণাবেক্ষণ
- শিশুর হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ
- জীবন বীমা, মেডিকেল ইন্সুরেন্স,
- ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা যৌথ অ্যাকাউন্ট পরিচালনা পরিবারের ব্যয়, বিল ইত্যাদির পরিচালনা

- গহনা, বাগদানের আংটি, মূল্যবান বিবাহের ব্যান্ড, ইত্যাদি আকারে উপহার

প্রাক বিবাহের আগে যে বিষয়গুলি নিয়ে উভয়পক্ষ সচেতন থাকে বা থাকতে হয়ঃ

- প্রাক-বিবাহ যথাযথ, যুক্তিসঙ্গত এবং যথাযথভাবে স্বীকৃত হওয়া উচিত।
- উভয় পক্ষের অ্যাটর্নিদের দ্বারা প্রত্যয়িত হওয়া উচিত।
- উভয় , স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তি এবং দায়বদ্ধতার একটি তালিকা অবশ্যই সংযুক্ত থাকতে হবে।
- একটি ধারাতে উল্লেখ করা আছে যে কোনও নির্দিষ্ট বিধান বাতিল থাকলেও, অন্যান্য বিধানগুলি আইনী এবং বৈধ থাকবে, সেগুলি বাধ্যতামূলকভাবে প্রাক বিবাহেরর আওতাধীন হবে।
- বিবাহ সম্পর্কে উভয় পক্ষই একসাথে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এমন বিবাহের পরবর্তীকালে/ ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ / প্রজনন, সম্পত্তির বিভাজন এবং দায়বদ্ধতার মতো সম্মত ইস্যুগুলির বিবরণ বিয়ে চুক্তির সময় চুক্তিপত্রে মধ্যে থাকা উচিত।

সমস্ত কিছুর পাশাপাশি ভাল মন্দ বিষয় থাকে প্রাক-বিবাহ চুক্তিতেও ভাল মন্দ আছে, যেমনঃ

প্রাক-বিবাহ চুক্তি হওয়ার সুবিধা হ'ল এটি বিবাহবিচ্ছেদ বা দুজন পৃথক হতে চাইলে (Divorce or Separation) এ ক্ষেত্রে উভয় অংশীদারদের যে দায়বদ্ধতার দায়বদ্ধতা রয়েছে সে সম্পর্কে একটি স্পষ্ট নির্দেশ থাকে।

- বিবাহ থেকে শিশুদের পাশাপাশি নাতি-নাতনিদের অধিকার সংরক্ষণ করা।
-বিচ্ছিন্নতা বা বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সম্পদ ও স্বার্থের সুরক্ষাঃ অন্য স্বামী / স্ত্রীর কেউ যদি অন্য একজনের উপর নির্ভরশীল থাকে চুক্তিতে লেখা সুরক্ষা।

যে স্ত্রীর কোনও ঋণ বা দায়বদ্ধতা নেই, তার থেকে বোঝা মুক্ত করা থেকে রক্ষা করা।

- বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ বা গৃহীত বন্দোবস্তের বিষয়ে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে, স্বামী / স্ত্রীকে আদালতে যেতে এবং আইনি লড়াইয়ের ঝামেলা থেকে রক্ষা

চুক্তি হলেও, ভারতের আদালত চুক্তির অনেক কিছুই অদল বদল করতে পারে। বা পরামর্শ দিতে পারে। এবং চুক্তির অনেক কিছুই অন্য আইনের আওতায় লঙঘন হলে বাতিল হতে পারে।

কোন বাচ্চা বা সন্তান এলে বিবাহ বিচ্ছেদ বা পৃথক হবার সময় আদালত সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে প্রশন তুলতে পারে। হেফাজত বা সন্তানের পক্ষে যা কল্যাণকর হবে তা নিয়ে। এছাড়া বিচ্ছেদ বা পৃথক হবার পরও বাড়িতে থাকার অধিকার প্রশ্নে আদালত পরামর্শ দিতে পারে।

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?-১৭

পৃথিবীতে বিবাহের বহু বৈচিত্রতা আছে। বহু তথ্য আমরা জানিনা। বহু রকম সংস্কৃতি। প্রতিটা সংস্কৃতি তার নিজের লোকজনের মধ্যে সুন্দর প্রচলিত। সংস্কৃতি হল কোন জাতি বা গোষ্ঠির কোন আচার অনুষ্ঠান বহুকাল ধরে সময়ের সাথে সাথে মানুষকে পরিষেবা দিয়ে এসেছে। মানুষ তা পরাম্পরা ভাল মেনে স্বীকার করে এসেছে। সুতরাং সংস্কৃতিকে মন্দ বলা যাবেনা।

আমরা জানি মনোগামী (Monogamy) মানে একজন স্বামীতে/ স্ত্রীতে বিয়ে সারা জীবন। কিন্তু মনোগামির ও ধারাবাহিক হয় যাকে ইংরেজী শব্দে বলে Serial monogamy, যেখানে পুরুষ তার জীবনকালে বহু বিবাহ ধারাবাহিক করতে পারে। সিরিয়াল মনোগ্যামিকে সাধারণত বিবর্তনবাদী

নৃবিজ্ঞানীরা a form of polygyny এক ধরণের বহু বিবাহ মনে করেন। অন্য কথায়, এমন একটি কৌশল যেখানে কিছু পুরুষ পুনরাবৃত্তি বিবাহবিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহের মাধ্যমে একচেটিয়া একাধিক বিয়ে করেন। মহিলাদের মধ্যেও এমন ঘটতে পারে। তারা একাধিক স্বামী বিয়ে বিচ্ছেদ করে, পুনর্বিবাহের মাধ্যমে।

আসলে বিয়ে করে বংশের ধারা বজায় রাখার জন্য। এবং সন্তান সন্ততিকে সুরক্ষার জন্য। এটাই আদিম কাল থেকে, বিয়ে প্রতিষ্ঠান শুরুর আগে থেকে সকল জীবের মধ্যে ঘটে আসছে। এই বংশ গতি বা প্রজননের কারণে নারী পুরুষের শারিরীক পার্থক্য ভিন্নরকম ঘটে। উভয়েরই এই ভিন্নতায় সুবিধা অসুবিধা আছে। নারীদের যৌন বিনিয়োগের একরকম লাভ, পুরুষের অন্যরকম। সাধারণত ভাবা হয় পুরুষের দৈহিক আকার , শক্তি ইত্যাদি নারীর চেয়ে ভাল বলে তারা অধিক সুবিধা লাভ করে, কিন্তু নৃতাত্ত্বিকরা দেখেছেন, এমন ভাবার কারণ নেই মহিলাদেরও অনেক সুবিধা আছে। পিতামাতার বিনিয়োগ তত্ত্ব থেকে প্রাপ্ত ধারণা পশ্চিম তানজানিয়ায় (পিম্বুয়ে) প্রাথমিকভাবে উদ্যানতত্ত্ব জনসংখ্যার পুরুষ ও মহিলাদের (a primarily horticultural population) মধ্যে দেখা গেছে (এক আদিম গোষ্ঠি আছে The Pimbwe are an ethnic and linguistic group based in the Rukwa Region of western Tanzania) সিরিয়াল মনোগ্যামিতে পুরুষরা উপকৃত হননা। মহিলারাই হন। অর্থাৎ মহিলারা যারা একাধিক বিয়ে করে।

দুজন গবেষক (A pair of researchers, one with the University of California, the other with the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, In their paper published in *Proceedings of the Royal Society B*, Monique Mulder and Cody Ross) লম্বা সময় ধরে দেখেছেন, পূর্ব আফ্রিকান সম্প্রদায়ের মহিলারা একাধিক বিবাহ থেকে উপকৃত হন এবং পুরুষদের সেখানে ভোগান্তি রয়েছে বলে মনে হয়।

British geneticist and botanist Angus John Bateman (1919–1996) ১৯৪৮ সালে প্রস্তাব করেছিলেন যে প্রজনন সাফল্যের পরিবর্তনশীলতা মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের মধ্যে বেশি। তিনি ডারউইনের যৌন নির্বাচন এ পুরুষদের সার্থকতা ও সাফল্য বেশি মনে করতেন এই ভাবনার সহায়ক। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক ভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে যে পার্থক্য ও রয়েছে এখানে তাই দেখানো হল।

মুলদার ও রস Mulder and Ross, পিম্বুতে বসবাসরত প্রায় 2000 জন ব্যক্তির মধ্যে 20-বছরের সময়কালে ডেটা বিশ্লেষণ করেছেন।

এই ডেটাতে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, জন্ম এবং মৃত্যুর এই ছোট্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি বাসিন্দার কার্যত প্রত্যেকের তথ্য ছিল। গবেষকরা অবাক করার মতো কিছু খুঁজে পেয়েছিলেন:

যে মহিলারা একাধিকবার বিবাহ করেছিলেন তাদের মধ্যে তুলনায় কমসংখ্যক বিয়ে করা মহিলাদের তুলনায় বেশি বেঁচে থাকা সন্তান রয়েছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হ'ল যে পুরুষরা বহু বিবাহ করেছিলেন তাদের কম বেঁচে থাকা সন্তান রয়েছেকমসংখ্যক বিয়ে করা পুরুষদের তুলনায়

গবেষকরা লক্ষ করেছেন যে পিম্বুয়ে অংশীদারদের অদলবদল করা বেশ সাধারণ, এবং বিবাহ একটি সাধারণ জিনিস। যেকোন যৌন সংগী যে কোনও সময় ছাড়তে পারে আবার ধরতে পারে। (swapping partners is quite common in Pimbwe, and marriage is a rather loose term—either partner is free to leave at any time.)

Study shows women benefit from multiple marriages while men do not

by Bob Yirka , Phys.org

Credit: CC0 Public Domain

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?-১৮

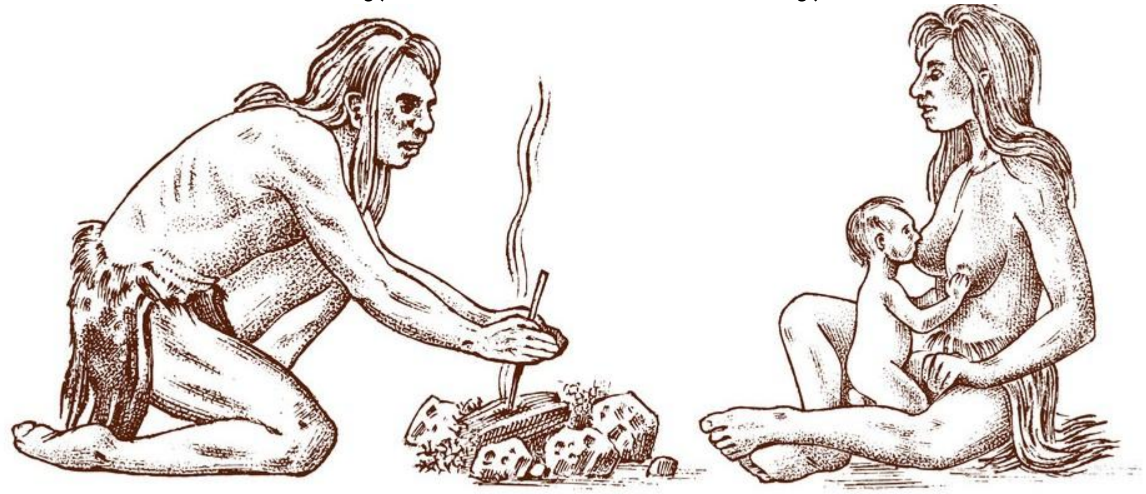

বিবাহ। একটা অপরিহার্য কর্ম এই বিবাহ শব্দে যুক্ত। যৌনমিলন। আচার অনুষ্ঠান যত রকমই হোক, যৌনমিলন তার কেন্দ্রীভূত কেন্দ্র। যৌনমিলন বিবাহ ছাড়াও হয়। তখন তাতে বংশধর কাম্য নয়। অর্থাৎ নারী পুরুষের যৌনমিলন হবে কিন্তু তাতে বংশবিস্তার হবেনা। এইরকম জীবন ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, গোষ্ঠিভিত্তিক দেখা যায়। নারীকে দু'রকমভাবে দেখা হয়; একটা হল নারী-বস্তু, পণ্য, যাকে পয়সার বিনিময়ে সাময়িক বা যতদিন জীবিত পাওয়া যায়। আরেকটা হল নারী মানুষ। ঠিক যেমন ভাবে পুরুষকেও দুভাবে দেখা হয়, একটা ক্রীতদাস (বস্তু), আরেকটা স্বাধীন মানুষ। সুতরাং, নারী বস্তু বলে স্পর্শকাতরতা দেখাবার কোন স্থান নেই। বরং পুরুষ ক্রীতদাস হলে কি করুণ অবস্থা হয়, তা ইতিহাস দেখেছে। আপনি ক্রীতদাস প্রথা অধ্যায় বিশ্ব ইতিহাসে খুললেই দেখতে পাবেন।

আগেকার দিনে সারা বিশ্বেই, রাজা জমিদার বর্গের খুশীর উৎস নারীর যোনি ও স্তন, এই কারণে হাজার হাজার নারী উপহার হিসাবে এক রাজা অন্য রাজাকে দিত, যাতে তার রাজ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত থাকে।

গোষ্ঠিগত লুটপাটে, দস্যু বা শক্তিশালী নেতারা, সৈন্যরা অল্পবয়েসি নারীকে তুলে নিয়ে যেত যোনি সুখের জন্য।

সামাজিক ভাবে, স্ত্রী যৌনসুখ না দিতে পারলে (মহিলারা যৌনসুখ দিতে পারেনা ৫০ বছ্রের কাছে এলেই, কারন তা জৈবিক, তাদের যোনি শুকিয়ে আসে, তখন স্বামীর অবস্থা করুন। পুরুষরা প্রায় ৭৫ বছর অবধি তার পুরুষাংগ সক্রিয় রাখতে পারে।)তখন গোপনে বেশ্যা বাড়ি জাতীয় স্থানে যাতায়াত করে।

রাজনৈতিকভাবে, গুপ্তচরবৃত্তির জন্য, কারুর চরিত্র পরীক্ষা বা স্থলনের জন্য, বা কোন পদউন্নতির জন্য, বা জনসাধারণের কাছে গ্রাহ্য করার জন্য (সহকারী) বিশেষ লেনদেনের জন্য মহিলা যৌনবস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে যুদ্ধের সময় ভয়াবহ ধারণ করে।

ধর্মীয়ভাবে যাদু , তন্ত্রমন্ত্রে, দেবালয়ে সারা বিশ্ব জুড়েই যোনির চাহিদা রয়েছে। এসব কোন অপমানকর বিষয় নয়। কেউ অপমানকর বিষয় হিসাবে দেখতেই পারেন। কিন্তু বাস্তব ও স্থান, কাল পাত্রপাত্রী এসবের ভিত্তিতে নারীকে বস্তু হিসাবে দেখা বা পুরুষকে ক্রীতদাসের মত দেখা মোটেই আপত্তিকর নয় বা বিকল্পহীন।

যেমন ধরুন বৈষ্ণব বৈষ্ণবী। সারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষকে বাঁচতে দেয়না। দারিদ্রতা এমনই এক পরিস্থিতি, দু'বেলা পেটে দেবার জন্য একজন পুরুষকে অন্য মানুষের

গোলাম হয়ে থাকতে হয় বা কিছু সমাজ গর্হিত কাজে জড়িয়ে গেলে জেলে থাকতে হয়। এবং লম্বা সময়ের জন্য। মহিলাদের যোনির মালিক হবার সুবাদে, তারা জেলে গেলেও খুব অল্পসময়ের জন্য যায়। সারা পৃথিবীতে কমবেশী ৯০ শতাংশ পুরুষ জেলে পচে মরে, কারণ তার একটা পুরুষাংগ আছে। যেমন ভারতের জেলে ৯৬ শতাংশ পুরুষ, আর ৪ শতাংশ মহিলা জেলে। এই জেলে যাবার সুবাদে পুরুষের পরিবার, ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ছেলে মেয়েকে মহিলা মানুষ করতে পারেনা। ছেলে মেয়ে তখন নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বা ছেলে মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক/ ১৮ এর কাছে এলে নিজেরাই নিজেদের পেট চালায়, আর মহিলা কারুর (অন্যকোন পুরুষের) সাথে জড়িয়ে পড়ে। সংসারের মায়া ত্যাগ করে ঈশ্বরের নামে ভিক্ষা ও পুরুষ নিরাপত্তায় চলে আসে।

আর তন্ত্র হলঃ ভারতীয় তন্ত্রে গুরু শিষ্যের যে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরম্পরা রয়েছে, সেখানে যৌনাচারের কথা শোনা যায়। বিশেষত কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের যে কামার্ত প্রণয়ের কথা প্রচলিত, সেখানে যৌন সম্পর্ক থাকতে পারে। তন্ত্রের একটা দিক হল (এর অনেক দিক ও জটিল ব্যাখ্যা আছে) মানুষের খাদ্যের শরীরের , কামনা ও বাসনার মুক্তি দিয়ে আধ্যাত্মিক দিকে চলা। এই খাদ্যের শরীর হল পেটে ও তলপেটের খাবার বাসনা যার নাম প্রণয় আসক্তি। আধ্যাত্মিক উত্তরণের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন সদগুরুর ভিন্ন মতামতের একটা হল, "তন্ত্র যোগের সহজ নীতি হল – যে সমস্ত উপকরণ জীবনকে নিম্নগামী করে, সেগুলিকে প্রয়োগ করেই জীবনের উত্তরণ ঘটানো সম্ভব। সাধারণ ভাবে বিবেচনাহীন খাওয়া, মদ্যপান ও যৌনতা – এই তিনটিই মানবজীবনকে নীচে নামিয়ে দেয়। তন্ত্র যোগের ক্রিয়ায় ওই তিনটি উপকরণই জীবনের উত্তরণ ঘটানোর লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ যৌনাচারের মাধ্যমে যেখানে নিম্নগামী শক্তির প্রকাশ হয়, তন্ত্রের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চারণ ব্যবস্থার সর্বোচ্চ মাত্রাকে সক্রিয় করা হয় ও সেই উচ্চতম স্তর থেকেই শক্তির বিকিরণ হয়। মানব দেহের ১১৪টি চক্রের মধ্যে তিনটি শীর্ষ চক্রকেই শক্তি সঞ্চারণ প্রক্রিয়ার উচ্চতম স্তর বলে ধরা হয়। ওই উচ্চতম স্তরের সান্নিধ্যে আসার জন্য যৌনাকাঙ্ক্ষা, আবেগ, বাহ্য বুদ্ধিবৃত্তি, জীবনধারণের প্রবৃত্তিকে শক্তির উত্তরণ ঘটানোর লক্ষ্যে ব্যবহার করা প্রয়োজন।এই প্রবৃত্তিগুলিকে কেন্দ্র করে যাবতীয় কাজকর্মের জন্য ব্যবহৃত শক্তিকে ওই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থাপন করাটাই হল মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে শারীরিক যৌন আচরণের মধ্যে পড়ে গেলে শক্তির উত্তরণ ও তার মূল লক্ষ্যটিই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।"

তো এরকম অনেক ভাবনায় যোনি ও পুরুষাংগ আটকে পড়ে। এছাড়া যোনি অস্পৃশ্যতাও আছে, মানে নারী বর্জিত জীবন।

মানুষ হিসাবে বিবর্তন বেশি দিনের নয়, জোর ৪০/৫০ হাজার বছর হবে। নারীকে ঘিরে গোষ্ঠি। নারীর যোনির অধিকার নারীর ছিল। সে কার সাথে যৌনমিলন ঘটাবে এটা একমাত্র তারই সিদ্ধান্ত ছিল। খাদ্য ছিল সংকটে। পশু শিকার ও ফলমূল পুরুষকেই করতে হত। যে পুরুষ নারীকে খাদ্য দিত সে ছিল নারীর বিচারে সেরা, নারী তাকেই যৌনসংগমের জন্য নির্বাচন করত। এ নিয়ে পুরুষদের ক্ষমতার লড়াই, ও খুনোখুনি হত্যা ছিল। পশু ও খাদ্য সংগ্রহের জন্য অনেক দূর পুরুষকে যেতে হত, অন্য পুরুষ সেই সুযোগে নারীকে ভয় দেখিয়ে তুলে নিয়ে পালিয়ে যেত ও যৌন সংগম করত। এসব পুরুষদের মধ্যে শত্রুতা ও অন্য গোষ্ঠি সৃষ্টি করত। ফলে এক শ্রেণী মনে করত, নারীই অশান্তির কারণ। নারী বর্জিত জীবন অনেক শান্তির। তারা নারী থেকে দূরে থাকত। পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে এসব অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। যিশুখ্রীষ্ট নিজে বিয়ে করেননি। ফলে তার অনুগামীরা আগেকার দিনে বিয়ে করতনা (যাজক শ্রেণী)। ব্রহ্মচর্য জীবন।

নারীর যোনির জন্য লড়াই (The Invader By Leon Maxime Faivre)

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?-১৯

ব্রহ্মচর্য জীবন বা ব্রহ্মচারী হয়ে থাকা সবার পক্ষে সম্ভব হয়না। যারা বনে জংগলে চলে যায় সেখানে নারীর মুখ দেখা যায়না, সেখানে সম্ভব। বা এমন এক এলাকা সৃষ্টি করল যেখানে মহিলারা যাবেনা, নিষিদ্ধ, তেমন জায়গায় সম্ভব। কিন্তু নারীর মুখ স্তন কোমর দেখে ব্রহ্মচর্য পালন করা রীতিমত কঠিন।

ফলে ইতিহাসে আমরা দেখেছি বা বর্তমানেও দেখা যাচ্ছে নানা ধর্মীয় শিবিরে, যারা নারী সংগম বা সংসার বর্জন করে চলবেন মনস্থ করেছিলেন তারা নারীর প্রণয় নিয়ে কালিমা লিপ্ত হয়েছেন। সে খ্রীষ্টান বা হিন্দু শিবির।

তেমনি মহিলারা যারা ইশ্বরের নামে নিজেকে উৎসর্গ করবেন ভেবেছিলেন, জীবনে বিয়ে থা করেননি, ধর্মীয়মঠে বা আশ্রমে ছিলেন আছেন তারাও পুরুষ সংসর্গে পাতকিনী হয়েছেন।

বিয়ে সেই দিক থেকে যৌন সংগম ও সংসর্গকে বিপরীত দুই লিংগের মানুষকে আমন্ত্রণ জানায়, মিলিত হবার।

মুশকিল হল, বিয়ে না করে যৌন সংসর্গে মহিলারা গর্ভবতী হয়ে পরে, সন্তান প্রসব হলে সে সন্তানের পিতৃপরিচয় ছাড়া সমাজ মেনে নিতে পারেনা। তাকে জারজ সন্তান চিহ্নিত করে। এবং সেই সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন নানা সমস্যা ঘিরে থাকে।

রাশিয়া সহ বহু দেশে বিবাহ বহির্ভূত সন্তান সম্পর্কে রাস্ট্র নিয়ম/ গীর্জার অনুশাসন খুব কড়া ছিল। অবৈধ সন্তান যাতে না হয় তার জন্য বিবাহের বাইরে প্রণয় নিষিদ্ধ ছিল ও শাস্তি বা দন্ডনীয় ছিল।

রাশিয়াতে ১৭ শতাব্দীর আগে সাহিত্যে অবৈধ প্রণয় দেখা যায়না। তবু কিছু কিছু প্রমপত্র মহিলাদের পাওয়া গেছে যেখানে ১৪ শতাব্দীর এক মহিলা তার প্রেমিকে উদ্দেশ্যে লিখেছেন, “How my heart burns, as does my body, and my soul burns for you and your body and your look!” (মানে আমার হৃদয় আর শরীর পুড়ছে, আমার আত্মা পুড়ছে আপনার জন্য এবং আপনার শরীর ও আপনাকে দেখার জন্য)। ১৭

শতাব্দীতে হিব্রু ভাষার একটা গল্প পোলিশ তর্জমায় রাশিয়াতে জনপ্রিয় ছিল। সেই গল্পে একটা জায়গায় এক মহিলা বলছে, "প্রিয়তম, তোমার কি পছন্দ, কাকে তুমি লজ্জা পাচ্ছো?" এই বলে সে তার বুকের কাপড় খুলে স্তন মেলে ধরে আপ্যায়ন করল, " দেখ, এই আমার সুন্দর শরীর, একে ভালবাস"।

সন্তান বিয়ের মাধ্যমেই হবে এই বিষয়ে গীর্জা খুব কঠোর ছিল রাশিয়ায়। শুধু রাশিয়ায় কেন প্রায় অনেক দেশেই বিয়ে বাইরে কোন প্রণয়কে ভাল চোখে দেখতনা। যথেষ্ট শাস্তির বিধান ছিল।

অত্যন্ত ধার্মিক জার আলেক্সি মিখাইলোভিচের (highly pious Tsar Alexey Mikhailovich (1629-1676) রাজত্ব কালে, যৌনজীবন সম্পর্কে সাহিত্যও নিষিদ্ধ ছিল।কোন প্রকার নগ্নতা ছিলনা। ইয়ারোস্লাভেল গির্জার ফ্রেস্কোতে আঁকা এক মহিলাকে নরকে অনাচারের জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে: একটা সাপ মহিলার স্তনবৃন্তে কামড়াচ্ছে। A Yaroslavl church fresco of the 17th century মানে এটা একটা সতর্কী করণের ছবি।

ছবিটা হঠাত পালটে গেল ১৯২৪ সাল নাগাদ। ভ্লাদিমীর লেনিন যৌন স্বাধীনতার প্রবক্তা হন। দেখা গেল, সমুদ্র সৈকতে নগ্ন মহিলারা পুরুষের সাথে হুল্লুরবাজি করছে।পুরুষরা মহিলাদের মতো সাজছে। ট্রামে নগ্ন লোকেরা উঠছে। মিখাইল (Mikhail Bulgakov) বিশিষ্ট রাশিয়ান লেখক লিখছেন, এ এক নৈরাজ্যতা, নগ্ন লোকেরা হাতে একটা স্মারক পরে চলছে স্মারকটাতে লেখা আছে, 'লজ্জা নিপাত যাক'।

একজন সেইসময়কার সৈনিক লিখছেন লেনিনের সময় যৌন স্বাধীনতার অরাজকতা "at 10, I had already been exposed to all kinds Cross-dressing, travesti and gay parties were popular in artistic circles, with even a certain few noblemen having been known for being gay. Party life, often involving multiple partners, was a regular pastime for some. However, male homosexuality was a criminal offense… until Bolsheviks came onto the scene. Ideologically, sexual liberation was one of the key weapons in fighting Orthodoxy, and the old order in general.

মানে এমন চরম যৌনতা এসেছিল, যে এক গ্লস জল যেমন অতি সহজে পাওয়া যায়, তেমনি যৌন স্বাধীনতার জন্য যৌনসংগম অনায়াসে মিলত। এবং বলশেভিকদের মধ্যে প্রথম দিকে পরিবারের নতুন রূপের প্রবক্তা ছিলেন Alexandra Kollontai। Russian revolutionary and later, a diplomat

কলোন্টাই (Alexandra Kollontai) 'নতুন মহিলা' ধারণার প্রচার করেছিলেন - একজন মহিলা, বিয়ের দাসত্ব থেকে, শোষণের থেকে, গৃহস্থালীর কাজ এবং সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত; এই সমস্ত কাজ অবশ্যই সমাজ এবং রাষ্ট্র দ্বারা নেওয়া উচিত। তারা বাচ্চাদের পড়াশোনা (যৌনতা সহ) গ্রহণ করবে, দেশব্যাপী ক্যাটারিং শিল্প, সমষ্টিগত আবাসন, পালনের যত্ন এবং এমন কিছুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে।

কলোনটাইয়ের কাছে প্রেম মুক্ত ছিল- বিবাহের স্থান হবে নাগরিক অংশীদারিত্বের। অর্থাৎ যে কেউ যার তার সাথে সেক্স করতে পারবে। "৮ ই মার্চ যেদিন মহিলা শ্রমিকরা রান্নাঘরের দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। চিরাচরিত প্রথা রহিত করে মহিলারা নতুন কিছু রান্নাঘরের বিকল্প ভাবতে চেয়েছিল। বলশেভিকরা এমন কিছু ভাবতে পেরেছিল যা আমেরিকার লোকেরাও তা ভাবতে বহু বছর নিয়েছিল। নীচে একটা পোস্টার রান্নাঘরের দাসত্বের বিরুদ্ধে।

"March 8 is the day the female workers revolt against the kitchen slavery. Down with the oppression and philistinism of house chores!"

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?-২০

বিয়ের সাথে সামাজিক মর্যাদা জড়িত। কি রকম?

চীন, জাপান বাদে (সম্ভবত ইউরোপের কিছু দেশ বাদে) সারা পৃথিবী অনুন্নতশীল দেশ। ধরে নিতে হবে এশিয়া আর আফ্রিকা, যারা আমেরিকাকে নকল করে চলতে চায় এবং চলতে গিয়ে নিজের দেশের সমস্যা আরো বাড়িয়ে দেয়। কারণ আমেরিকার মত পশ্চাৎভূমি (ব্যাক গ্রাউন্ড) এশিয়া আফ্রিকার নেই। আমেরিকার জল্বায়ুতে যা সয় তা এশিয়ার জলবায়ুতে সামাজিক পটভূমিতে, সইবেনা।

এই কারণে কোন তাত্ত্বিক বা প্রায়োগিক কাজে বা আর্থিক সুবিধা ইত্যাদি বুঝতে হলে আমরা আমেরিকার পত্র পত্রিকা পড়তে থাকি। না পড়েও উপায় নেই। বাস্তবিক, আমরা এই অনুকরণ করে নিজের দেশের ভবিষ্যত, নিজের আগামী প্রজন্মকে সুস্থ বাঁচার নিশ্বাস বায়ু দিতে পারছিনা।

আমেরিকা আগ্রাসী। পৃথিবীর সকল দেশকে সে শোষণ করে নিজের দেশকে সাজায় ও স্বচ্ছল রাখে। এসব কথার পরিষ্কার আলোচনার জায়গা এটা নয়। তবু প্রসঙ্গ টানলাম এই কারণে। আমেরিকার বৈবাহিক জীবন সে দেশের নাগরিকদের দুটি বা এর অধিক শ্রেণিতে বিভাজন করছে।

২০১৪ সালে জানুয়ারি মাসে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল একটা প্রতিবেদনের শিরোনাম বানিয়েছিল। “কি করে রুটি রোজগারের সাম্যতা আনবেনঃ বিয়ে করুন”। তা হলে বিয়েটা শুধু যৌনসংগমের অনুমতির মধ্যে আটকে নেই। এ রোজগারের জন্যও বিয়ে!

বিবাহিত দম্পতি দের চালানো পরিবারগুলিতে, ২০১২ সালে দারিদ্র্যেতার মাত্রা ছিল মাত্র ৭.৫% , আর যাদের পরিবার এক মা সন্তান রয়েছে: ৩৩.৯%। একটা পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা গেছে, যে পরিবারে বাবা মা থাকে সে পরিবারের বাচ্চা, ভাল উচ্চশিক্ষা পায়, সম্পদশালী হয়, ও তাদের জীবনে সার্থকতা বেশি থাকে, অন্তত যে বাচ্চারা একজন পিতা বা মাতার অধীনে বড় হয়েছে।গরীব মাতার বাচ্চারা কোনমতে হাইস্কুল অবদি পড়াশুনা করে তারপর রুটি রুজির ধান্ধা করে। এইভাবে দুটি শ্রেণী সেখানকার সমাজে তৈরি হচ্ছে বলে সরকার চিন্তিত।

আমাদের ভারতে এসব ভেবে লাভনেই। কারণ এত দৈন্যদশায় গ্রামের দিকে প্রাইমারি স্কুল বা বড়জোর সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণী অবদি পড়াশুনা করে বেকার অনাহার অর্ধাহারে জীবন কাটায়।

আমেরিকার এই কারণ দেখে এরি ফ্লেসার (Ari Fleischer, a former press secretary for President George W. Bush), বললেন, বিয়ে অনেকগুলি করুন অন্তত বাচ্চাকে শিক্ষিত করে তুলুন।

আমেরিকাতে প্রায় ৩৪ কোটি লোক, আর্থিক নিরিখে, ৩ টা শ্রেণী, ১০ কোটি ধনী, ১০ কোটি মধ্যবিত্ত, ১০ কোটি গরীব। গরীবদের মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ১২ হাজার ডলারে এসে দাড়িয়েছে।

সাড়ে চার কোটি মহিলার প্রায় তিন কোটি বাচ্চা নিয়ে খুবই দুর্ভোগে কাটাচ্ছে। খরচ কমাতে কমাতে খারাপ অবস্থায়। তার মধ্যে যেদিন কাজে যাবেনা সেদিন মাইনে পাবেনা। আমেরিকাতে মহিলারা খুব দাপট দেখায় বাস্তবিক আর্থিক ক্ষমতাহীন দাপট।

শ্রীভার রিপোর্টে (*The Shriver Report: A Woman's Nation Pushes Back from the Brink* , Maria Shriver and the Center for American Progress) বলা হয়েছে ৫০ বছর আগে মহিলারা ঘরের বৌ ছিল, স্বামীর টাকায় সুখে ছিল আজ ৫০ বছর পর, সম্পূর্ণ পালটে গেছে। এখন ঘরের মায়ের রোজগার না থাকলে সংসার চলছেনা। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা একে "the defining challenge of our time." বলে চিহ্নিত করেছেন ।

আমেরিকার বিখ্যাত ম্যাগাজিন টাইম শিরোনাম লিখেছে," (One Husband Can't Save a Low-Income Woman from Poverty—She'll Need Three or Four) একজন স্বামীর উপায়ে সংসার চলছেনা মহিলাকে বিয়ে করতে হবে ৩/৪জনকে।

আমেরিকাতে বিয়ের হারও কমে যাচ্ছিল। কারণ টাকা পয়সা ও নারীবাদী বিশেষ ধ্যান ধারণা, যা অনেক মহিলা বিশ্বাস করে।

টাইম ম্যাগাজিন সেই কারণেই লিখেছে। 'এ কারণেই আমি একটি নতুন ধারণা নিয়ে এসেছি। এটি বিবাহের হারকে বাড়িয়ে তুলবে, শিশু দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং খুব সম্ভবত, দরিদ্রদের মধ্যে বিনা ব্যয়ে পরিবার পরিকল্পনার প্রচার করবে - যা করদাতাদের উপর কোনও নতুন বোঝা ছাড়াই। এটি বহুবিবাহ *polyandry* – ভাবুন, আগে হত "বোন স্ত্রী Sister Wives " এটা এখন "ভাই স্বামী Brother Husbands " পরিণত হয়েছে - এবং এটি বার্বারা এহরেনিক(Barbara Ehrenreich, the acerbic author) দ্বারা

অনুপ্রাণিত হয়েছিল, তার ২০০১ সালের বই, Nickel and Dimed: On (Not) Getting in America র জন্য সর্বাধিক পরিচিত ।

অনেকেই হাসছেন, এবং নৃতত্ত্ববিদ্‌রা এটাকে অসম্ভব মনে করছেন। কিন্তু পৃথিবীতে ৭৫ টির উপর মহিলাদের বহুস্বামী *polyandry সোসাইটি আছে।*

পুরুষের বহু স্ত্রী এবং সুখী সবাই এমন নজির প্রচুর। কারণ এটা ধর্মীয় ভাবে বিদ্যমান, শুধু ইসলামে নয়। খ্রীস্টানদের একটা অংশ আমেরিকার উটা Utah *তে বিশাল জনসংখ্যার আছে।*

বহুবিবাহের ছবি উটাতে (Auralee, left, husband Drew, and sister wives Angela and April Briney as Drew and Angela enter into a plural marriage. Photo courtesy Briney family.)

Brady Williams (center) with his five wives and 24 childrenTLC

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?-২১

ক্যাসি, আমেরিকায় থাকেন, ব্যবসায়ী মহিলা, এক টিভি শোতে এসেছেন, বিষয় হল তার বিয়ে টিকছিলনা ও তিনি সম্পর্ক কোথায় খারাপ হয়, তা বলতে। ক্যাসি ১০ বার বিয়ে করেছেন, সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক ছিল ৮ বছরের, আর সবচেয়ে কম সময়ের বিবাহিত জীবন ছিল ৬ মাসের। তিনি এখনো তার স্বপ্নের স্বামী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। মানে ১১ নম্বরের।

আমাদের কারুর কারুর কাছে খারাপ লাগতে পারে, যে একজন মহিলা ১০ বার বিয়ে করেছেন ৫৬ বছরে এসেও আবার বিয়ের পাত্রের সন্ধান করছেন।

Cassey from the United States,a 56-year-old successful businesswoman (Image: OWN)

বিয়েতে মানুষ শুধু যৌনসুখই চাহিদা করেনা, আরো অনেক কিছু চাহিদা থাকে। এই চাহিদার শেষ নেই।যেমন ধরুন, বিশ্বস্ত থাকা, সংগ দেওয়া, ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ তৈরি করা, দাসত্ব করা,খাওয়া পরার নিশ্চয়তা দেওয়া, আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর সুখগুলি যোগান দেওয়া। ইত্যাদি অনেক কিছুই। প্রকৃতি হিসাবে মহিলাদের একরকম আর পুরুষের অন্য রকম।বাস্তবে দুজন দুরকম ও কেউ কারুরটা বুঝতে ইচ্ছুক নয়। ছেলেদের কাছে, একটি মেয়ের প্রয়োজন শুধু যৌন সুখের জন্য। তার আর কোন গুরুত্বপূর্ণ দাবি নেই। এটা তার প্রাথমিক চাহিদা। ২য় অবস্থানে একজন পুরুষ চায় তার অবর্তমানে তার সমস্ত কিছু দেখভাল করা, ও তার হুকুম পালন করা। অন্যদিকে মহিলারা বিলাসী ও বস্তুলোভী, তারা চায় একজন পুরুষ সমস্তক্ষণ তার সাথে ছিনালীপনা আর গল্প/ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তাকে খুশী রাখা, তার চাহিদার বস্তুটি তাকে উপহার দেওয়া। যে তার এইসব চাহিদা মেটায় তার সাথে সে যৌন সুখ করা। মহিলারা একজন পুরুষকে তার চাকর বানিয়ে রাখতে ভালবাসে। এতে তারা নিজেদের বীরত্ব খুঁজে পায়। সে আশা করে পুরুষ রোজগার করে এনে সকল কিছু মহিলার হাতে তুলে দেবে, এবং মহিলা পুরুষটিকে শাসন করবে।

এই দুরকম বোঝাপড়া ব্যবস্থায় নারী পুরুষ মিল খায়না।

সমাজে যে রোজগার করে সে তার অর্জিত ধন অন্যকে কেন দেবে? তার ধন কিভাবে খরচ করবে সম্পূর্ণ তার ইচ্ছা। এবং প্রতিটি ঘরে যিনি রুটি রোজগার করেন তিনি গৃহ কর্তা হন। তিনি মহিলা হলেও গৃহ কর্তা এবং তাকে সবাই মান্যতা দেয় ও সমীহ করে চলে। পরিবার একটি প্রতিষ্ঠানের নিয়মে চলে। প্রতিষ্ঠানে যেমন নানা পদ মর্যাদা থাকে, তেমন ঘরেও থাকে। একজন কর্তা ব্যক্তি, তার অধস্তন তার স্ত্রী, তার অধস্তন তাদের ছেলেমেয়েরা, যে সন্তান বড় তার অধস্তন ছোটজন এমন। এই ধাপগুলি না মানলে সংসারে অশান্তি আসে।

উপরে ক্যাসির ১০টি স্বামীর মত সারা পৃথিবীতেই বহু মহিলা

বহু বিয়ে করেছেন। সমস্যা হয় ঘরের মহিলা রোজগেরে হলে তিনি স্বামীর ভূমিকাতে চলে আসেন, আর তার স্বামী স্ত্রীর ভূমিকাতে চলে আসে। মানসিকভাবে পুরুষ এটা মানতে চায়না।

মহিলারা, বাস্তবে, পুরুষের সমকক্ষ হয়না। আপনি আজ অবধি দেখাতে পারবেননা, একজন মহিলা শূন্য থেকে শিল্প পতি হয়েছে, বিশাল কর্পোরেট হাউস বানিয়েছে।

মহিলা হয়ে জন্মাবার সুবাদে, সারা পৃথিবীতে মহিলারা নানা উৎস পায় অর্জন না করে। যেমন ধরুন সংরক্ষন একটা সিস্টেম।একটা শিক্ষিত ও যোগ্য পুরুষ যেখানে একটি কোম্পানীর পরিচালক পদে নিযুক্ত হন নানা পরীক্ষা দিয়ে, সেখানে একজন মহিলা অনায়াসে সংরক্ষণ কোটায় পরিচালক হয়ে যান।

এবং তিনি পরিচালক হয়ে যে একজন পুরুষের মত দক্ষতা দেখিয়েছেন এমন নজির একদম বিরল। হয়ত দেখা গেল মহিলা যোগ্য না হয়ে একটা বড় চাকরি করে মাসে মাসে অনেক টাকা রোজগার করছে, আর তার স্বামী অতি বিদ্বান হয়েও একটা চাকরি জোটাতে পারছেনা। তাকে তার ঘরে স্ত্রীর কাছে গালি শুনতে হচ্ছে অকর্মন্য হিসাবে। অযোগ্য হিসাবে।

পুরুষকে একটা সুযোগ কিনতে হয় টাকা দিয়ে। যা পুরুষের কাছে এই বেকার অবস্থায় সম্ভব নয়। মহিলারা সেই সুযোগ অনায়াসে পায় তার শরীরের বিনিময়ে। অফিসের প্রমোশন থেকে শুরু করে, গ্ল্যামার জগতে, কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী উপার্জনে সর্বত্র মহিলারা শরীর দিয়ে অর্জন করে। এসব তথ্য পত্র পত্রিকায় প্রচুর দেখা যায়।

ফলে পুরুষটি জানে মহিলা কিভাবে অর্জন করে সুনাম যশ,চাকরি ও টাকা।যেটা পুরুষ পারেনা।

একজন সাধারণ মহিলা এক জমিদ্রের সাথে প্রেম করে বিয়ে করে জমিদারের অর্ধেক সম্পত্তির ভাগীদার হয়ে যায়। এরপর বিচ্ছেদ হলে সে অর্ধেক সম্পত্তি নিয়ে জমিদারকে ভিখারী বানিয়ে চলে আসে। এই সিস্টেমগুলি পুরুষকে কুপিত করে। এবং অশান্তির বাতাবরণ করে।

পৃথিবীতে বহু মহিলা ডিভোর্স সিস্টেমকে নির্ভর করে মহারাণী হয়ে গেছেন।

যেমন ধরুন বিল গেটসের বৌ (Bill and Melinda Gates) **৭০বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মালিক হয়েছেন বিচ্ছেদের পর। বিটলসের পল ম্যাককার্টনির**(Beatle Paul McCartney and ex-wife Heather Mills) হিদার মিলস ডিভোর্স করে পেয়েছেন যুক্তরাস্ট্রের ২৫ মিলিয়ন পাউন্ড। জেমস ক্যাম্রুন তার বৌকে দিতে হয়েছে (James Cameron and Linda Hamilton) ৫০ মিলিয়ন ডলার। গায়িকা ম্যাডোনা ডিভোর্সের পেয়েছেন গাই রিচির (Madonna and Guy Ritchie) কাছ থেকে মার্কিন ৯০ মিলিয়ন ডলার। স্টিভেন স্পিল্বার্গ (Steven Spielberg and Amy Irving) তার স্ত্রীকে দিয়েছেন মার্কিনী ১০০ মিলিয়ন ডলার।

দেখা যায় মহিলারা রক্ত ঘামে উপায় না করে শুধু যোনি পেতে কোটি কোটি টাকা উপায় করতে পারে। যা পুরুষ পারেনা।

এইসব কারণে এখন, বিয়েটা চুক্তিভিত্তিক বিদেশে শুরু হয়েছে। ভারতে শুরু হবে শীগগীর। আন অফিসিয়ালি চলছে। চুক্তি ভিত্তিক হলে কোন মহিলা ডিভোর্সের নামে পুরুষকে ডাকাতি করে যেতে পারেনা।

Jeff Bezos and MacKenzie Scott The Amazon founder's divorce reportedly cost him US$38 billion

১৯৮৭ সালে কলেজ শেষ করে মিলিন্ডা ফ্রেঞ্চ (Melinda Ann French; August 15, 1964) বিল গেটসের (William Henry Gates III , born October 28, 1955) মাইক্রোসফট কোম্পানীতে প্রোডাক্ট ম্যানাজার(marketing manager) হিসাবে চাকরি নিল। ১৯৯৪ সালে বিল গেটসের সাথে প্রেম করে বিয়ে করে। মহিলা হওয়ার সুবাদে একজন সাধারণ মহিলা বিশ্বের অন্যতম ধনীর অর্ধেক সম্পত্তির মালিক হয়ে যায় রাতারাতি। তারপর কেটে যায় ২৭ বছর। এই ২৭ বছর মিলিন্ডা স্বামীর উপর ছড়ি ঘুরিয়েছে। বিল গেটস আর পারছিলনা। ভাবুন একটা লোক তার নিজের মাথা খাটিয়ে একটা সংগঠন বানিয়েছে, সাধারণ অবস্থা থেকে বিশ্ব বিদিত হয়ে উঠেছেন, আর তার কপালে জুটেছে এমন এক মহিলা যে বিল গেটসের বিশাল কর্মকান্ডের মধ্যে ফাটল ধরিয়েছে। বাধ্য হয়ে গত ৩ মে ২০২১, বিল গেটস বিবাহ বিচ্ছেদ করেন এই বলে "no longer believe can grow together , Melinda is 57, Bill 65 বছর) তাদের সম্পত্তির পরিমাণ $145 billion। ফলে ভারতীয় মূদ্রায় মিলিন্ডা গেটস ৫০ লক্ষ কোটি টাকার মালিক(Melinda would be worth $65.25 billion)।

নারী হয়ে জন্মাবার এই সৌভাগ্য পুরুষ কোনদিন পায়নি। কারণ আজ অবধি কোন মহিলা মাথা খাটিয়ে কিছু করতে পেরেছে বলে নজির নেই।

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?-২২

ভাবুন, এমন একটা সমাজ, যেখানে বিয়ে নেই, ফলে, ডিভোর্সের প্রসংগও নেই, সমাজে কোন বাবা নেই, এবং যেখানে কোন ছোট পরিবার বলে কিছু দেখা যায়না। টেবিলের মাঝখানে ঠাকুরমা বা তার মা বসে আছে,তার ছেলে ও মেয়েরা তার সাথেই থাকে। বা তাদের ছেলে মেয়ে সন্তানরাও সেখানেই থাকে, এবং মায়ের রক্তরেখায় যারা আছে। পুরুষের সেখানে বিশেষ কোন কাজ নেই, শুধু মহিলাদের গর্ভবতী করা ছাড়া , লালন পালনেও জড়িত নয়।

এই প্রগতিশীল নারীবাদী বিশ্ব- বা কালের প্রমাদে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ, যেকোন পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মতো, আপনি যেইভাবেই দেখুন- এটা আছে হিমালয়ের অতি প্রাচ্যে,সুদূর পূর্ব পাদদেশে , দক্ষিণ পশ্চিম চীনের ইউনান প্রদেশের সবুজ উপত্যকায়। লাগু হ্রদ (Lugu Lake) বলে একটা বিস্তৃত জলাশয় কাছে আছে।

A Mosuo woman weaves with a loom at her shop in Lijiang, China. Photograph: Chien-min Chung/Getty Images

তিব্বতি (বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কেউ নয়) একটি প্রাচীন উপজাতি সম্প্রদায় তারা, তাদের মোসুও (Mosuo) বলা হয়, তারা আশ্চর্যজনকভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে জীবনযাপন করে: নারীদেরকে পুরুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ না হলেও সমান মনে করা হয়; উভয়েই তাদের পছন্দমতো বহু যৌন সঙ্গী

রয়েছে,এ নিয়ে কারোর মাথা ব্যাথা নেই, সামাজিক আলোচনা সমালোচনা থেকে মুক্ত; এবং বর্ধিত বা বেড়ে উঠা পরিবারগুলি বাচ্চাদের লালনপালন এবং বয়স্কদের দেখাশুনা যত্ন করে। আপনার কি ইউটোপিয়ান বলে মনে হচ্ছে? বা আর কতদিন বেঁচে থাকতে পারবে?

বহুযুগ ধরে তাদের এই সংস্কৃতি চলে আসছে। সন্তানরা মায়েদের, আর তাদের বাবারা তাদের মায়ের সাথে থাকে। বিয়ে সেখানে হয়না, যেকেউ যেকাউকে পছন্দকরে যৌনসংগম করে, ধরাবাঁধা নিয়ম বা শাস্তি এসব নেই।অথচ চীনে এরকম সমাজ বা বিয়ে বহির্ভূত সমাজ নেই। এখানে একজন মহিলাকে ঘিরে বড় ও বিস্তৃত পরিবার তৈরি হয়।

পুরুষ এবং মহিলারা "হাঁটা বিবাহ" হিসাবে একটি দুর্দান্ত শব্দ বা টার্মে পরিচিত যার মানে নারী ও পুরুষ রাতে একটা ঘরে যৌন সুখের জন্য প্রবেশ করে, পুরুষ তার টুপিটা দরজায় একটা হুকে আটকে যায়, এর মানে হল অন্য পুরুষ এই টুপি দেখলে আর সেই মহিলার ঘরে ঢুকবেনা।একে "অ্যাক্সিয়া"(“axia”) প্রেমিক প্রেমিকাদের প্রথা নামে পরিচিত।

এই অ্যাক্সিয়া কারুর কাছে এক দিনের জন্য হতে পারে, বা ভাল লাগলে বহুদিন চলতে পারে। কোন নিয়ম নেই। কারুর জীবন সংগী নেই, সবই সাময়িকভাবে চলে। এরা সারাদিনের পরিশ্রমের পর যোউনসংগমকে একটা উপভোগ্য সময়কাটানো বা পুরুষের বীর্য সংগ্রহ হিসাবে ভাবে।

সম্পত্তির মালিকানা ও উত্তরাধিকার সূত্রে মহিলারা পায়, তারা কৃষিজাতীয় কাজ সমাজে ফসল বপন এবং পরিবার পরিচালনা করেন - রান্না, ঘরদোর পয়-পরিষ্কার এবং শিশু লালন পালন ইত্যাদি করে। শক্ত শক্ত কাজগুলি পুরুষরা করে, ক্ষেতে লাঙ্গল, বিল্ডিং বা বাড়ি ঘর মেরামত, পশু জবাই এবং বিস্তৃত পরিবার সিদ্ধান্ত নি্তে সহায়তা করে, যদিও চূড়ান্ত বিচার বা সিদ্ধান্ত সর্বদা দিদিমার বা যিনি সবচেয়ে বয়স্কা মহিলা, তার থাকে।

যদিও পুরুষদের পিতৃতান্ত্রিক কোনও দায়িত্ব নেই - মহিলাদের পক্ষে তাদের সন্তানের বাবা কে এসব মাথায় রাখেনা এবং এর সাথে কোনও কলঙ্ক কুসংস্কার যুক্ত নেই -পুরুষরা তাদের বোনদের সন্তানদের মামা হিসাবে বড় করার তাদের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে।

এখানে ভাইবোন বলে যেহেতু চিহ্নিত কিছু নেই পুরুষরা সবাই মামার মত দায়িত্ব নেয়, বাচ্চাদের কাছের জন হল সবচেয়ে ছোট বয়সের মামা। সব পুরুষ সেখানে নারী তান্ত্রিক সমাজের বাসিন্দা। তাদের বিরুপ প্রতিক্রিয়া কিছু নেই। বাচ্চাদের হাগা মুতা থেকে ঘর সংসারের সবই নির্দ্বিধায় ঘরের বয়স্ক মহিলার নির্দেশে করে। আর সব মহিলাই মৃত্যু অব্দি নিজেকে একাই মনে করে মানে যেটা আমরা কুমারী মনে করি।

কিন্তু একটা বড় পরিবেশের মধ্যে ছোট কিছু থাকলে তা বড় পরিবেশটা গ্রাস করে নেয়। চীনে তাই হচ্ছে, এই তীব্বতী সম্প্রদায়টি চীনের বড় দ্রুত জীবনের সাথে আস্তে আস্তে মিশে পালটে যাচ্ছে। চীনে ২৭ বছরের উপর কোন মহিলা অবিবাহিত থাকলে তাকে 'অবশিষ্ট' বলে ঠাট্টা করে।

কিন্তু মোসু দের মতো বাকী সমাজ এমন ভাবে চলতে পারবে?

মোসুওর একটি নিজস্ব ধর্ম রয়েছে যার নাম দাবা (Daba), যা ৩২ টি প্রতীক ব্যবহার করে। "তারা একটি" আদিম "বিশ্বাস ব্যবস্থা অনুসরণ করে। তবে, দাবা নামে অভিহিত দাব ধর্মের প্রধান রীতিনীতি বিশেষজ্ঞরা আত্মার অধিকারী এই অনুশীলনকারীদের এক ধরণের পুরোহিত হিসাবে দেখে।এটি চিন্ময়জগততত্ত্ব বা ঐ তত্ত্বে বিশ্বাস সম্পর্কিত উপর ভিত্তি করে এবং পূর্বপুরুষের উপাসনা এবং একজন মাতৃদেবীর উপাসনার সাথে জড়িত: মোসুও তাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন পৃষ্ঠপোষক যোদ্ধা দেবতার পরিবর্তে অভিভাবক মা দেবী রেখেছেন।

তবে বর্তমানে মোসুও ভাষার লিখিত রূপ নেই তাই একটি লিখিত রূপ বিকশিত করার প্রচেষ্টা চলছে ।

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?-২৩

গত ২৩শে জুন,খবরে প্রকাশিত, কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন (Pinarayi Vijayan) ঘোষণা করেছেন, একজন নারীর মৃত্যুর পরে,কেরালার যৌতুক হয়রানির জন্য হেল্পলাইন গন্ডগোল দেখে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন ঘোষণা করেন, 'বিবাহ ব্যবস্থার সংস্কার করা দরকার'।

মুখ্যমন্ত্রী ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে যৌতুক প্রথার আচরণের বিরুদ্ধে জনগণকে 'অবিচল অবস্থান' নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ২১শে জুন ২০২১,সোমবার কেরালার কোল্লাম জেলার সস্তামকোটার (Sasthamkotta in Kerala's Kollam district)কাছে একটি ২৪ বছর বয়সী মহিলাকে মৃত অবস্থায় মহিলার স্বামীর বাসায় পাওয়া গেছে, মহিলার পরিবারের অভিযোগ, যৌতুক হয়রানির পরিণতিতে সে আত্মহত্যা করেছে।

তিনি টুইটারে টুইট করেছেনঃAs a society, we need to reform the prevailing marriage system. Marriage must not be a pompous show of the family's social status and wealth. Parents have to realise that the barbaric dowry system degrades our daughters as commodities. We must treat them better, as human beings.

'Need to reform marriage system', says Pinarayi Vijayan as Kerala mulls helpline for dowry harassment after woman's death

Chief Minister Pinarayi Vijayan, strongly condemning the incident, urged the public to take an 'uncompromising stand' against the archaic practice of dowry

Asian News International | June 23, 2021 21:04:15 IST

একটি সমাজ হিসাবে আমাদের প্রচলিত বিবাহ ব্যবস্থার সংস্কার করা দরকার। বিবাহ অবশ্যই পরিবারের সামাজিক মর্যাদাবান এবং ঐশ্বর্যের একটি আড়ম্বরপূর্ণ শো হওয়া উচিত নয়। পিতামাতাকে বুঝতে হবে যে বর্বর যৌতুক ব্যবস্থা আমাদের মেয়েদের পণ্য হিসাবে দেখে। মানুষ হিসাবে আমাদের অবশ্যই তাদের সাথে আরও ভাল আচরণ করা উচিত।

এখানে, কিছু বিতর্ক রয়েছে। কিছু প্রাচীন পন্থী এর বিরোধিতা করবেন।তারা বিয়ে প্রথা পাল্টাতে চাইবেননা। কিন্তু সমাজ সময়ের চাকার মত ক্রমশঃ ঘুরে। পথ পরিক্রমা করে। আজ অবধি কোন সমাজই নিশ্চল নয়। সুতরাং সামাজিক সমস্যা সমাধানে, বিয়ের প্রথা সংস্কার বা আমুল নতুনের দরকার।

যৌতুক প্রথা পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে ভিন্ন রকম। কোন স্থানে বিয়ে করার জন্য কনের বাবাকে কনের মূল্য দিতে হয়। আমেরিকান অ্যান্থ্রপলজিস্ট বই থেকেঃ

“BRIDEWEALTH” vs. “BRIDEPRICE

The term [brideprice] out of ethnological literature since at best it emphasizes only one of the functions of this wealth, an economic one, to the exclusion of other important social functions; and since, at worst, it encourages the layman to think that “price” used in this context is synonymous with “purchase” in common English parlance. Hence we find people believing that wives are bought and sold in Africa in much the same manner as commodities are bought and sold in European markets [Evans-Pritchard 1931:36]

Bridewealth paid at marriage has different functions in different societies and may have several in the same society: to indemnify the girl’s family for the loss of her services, as an earnest of good intentions on the part of the groom and his family, to solidify the new affinal bonds created by marriage, and to legitimize children born to the union.

Bridewealth paid at marriage has different functions in different societies

and may have several in the same society: to indemnify the girl's family for the loss of her services, as an earnest of good intentions on the part of the groom and his family, to solidify the new affinal bonds created by marriage, and to legitimize children born to the union.

(734 American Anthropologist [68, 19661)

এসব পড়লে বোঝা যায় আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া- অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বত্রই বিয়ের প্রথায় টাকা পয়সার একটা লেনদেন আছে। সরাসরি টাকার লেনদেন দরিদ্র অঞ্চলে ঘটেনা, সেখানে ছাগল, গরু বা জমি জমা হাত বদল হয়। কনের বাবাকে দিতে হয় কারণ কনে বাপের বাড়িতে একটা পরিষেবা দিত, বিয়ের ফলে কনের বাবার সেই পরিষেবা হারাবে, মানে এটা তার ক্ষতি, সেই ক্ষতি পূরণের জন্য মেয়ের বাবাকে যৌতুক দিতে হয়।

আর এই প্রথা অতিপ্রাচীন। খ্রীষ্টপূর্ব ব্যবিলনের রাজা হামুরাবির (King Hammurabi of Babylon 1755–1750 BC) অনুশাসনেও এসব লেনদেনের কথা আছে। (উইকিপিডিয়া)

এসব আদিম ঋণ প্রথা। বিনিময় প্রথা।The myth of barter -- Primordial debts -- Cruelty and redemption নিষ্ঠুরতা এবং মুক্তি - অর্থনৈতিক সম্পর্কের নৈতিক ভিত্তিতে - লিঙ্গ বিবাদ এবং মৃত্যুর সাথে খেলা Games with sex and death – Honor killing and degradation - সম্মান এবং অবক্ষয়, বা, সমসাময়িক সভ্যতার ভিত্তিতে। দেখা যায়, এই যৌতুকের কারণে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্নপ্রান্তে হয় বরকে মারা হয়েছে নয়ত মরেছে নয় কনেকে।

ভারতে এই প্রভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উঠে গেছে। ছেলে মেয়ে পড়াশুনার শেষে নিজেরাই বিয়ে করছে।

এইসব ধরণের আধুনিক চিন্তা, মহিলাদের জন্য, মহিলাকে বাঁচাবার জন্য, বা মহিলা হলে তাকে তার ভুল থেকেও মুক্তি দেবার জন্য, সারা পৃথিবীতে একটা প্রবণতা গত ১০০ বছর ধরে। ধরা যেতে পারে, রাশিয়ার কমিউনিস্ট বিপ্লবের সময় থেকে (১৯১৭ সাল)। এটা অতি লজ্জা ও কলঙ্ক জনিত শতাব্দী, যেখানে পুরুষের জীবনের দামে মহিলাকে পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। অতি প্রাচীন কাল থেকে, বিয়ের পরই স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির অর্ধেক মালিকানা পেয়ে যায়। স্বামীর মা বাবা, ভাইবোন আত্মীয়স্বজন থাকে। তাদের সবাইকে বর্জন করে স্ত্রী রাতারাতি বিয়ের প্রথায় রাজার রাজ্যপাটের মালিক হয়ে যায়।

কেরালার মুখ্যমন্ত্রী বিজয়নের, কাছে এই প্রথাটা বর্বর মনে হয়নি। বা বর্বর খরপোষ দেওয়া প্রথা বর্বর মনে হয়নি। অবশ্য সাধারণ মানুষ আর কাঠের পুতুল এক। জড়পদার্থ। পৃথিবীতে ভন্ডামি প্রচুর একজনকে পাইয়ে দেওয়া হয়, তার পর বলা হয় এটা ন্যায় বিচার।

নরনারীর যৌনপরিষেবা-২৪

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?-২৩ টি পর্ব লিখতে গিয়ে আমার অনেক তথ্য জানতে হয়েছে। বিয়ের ১) নিশ্চয়ই এবং আবশ্যিক কারণ সভ্যসমাজের যৌনমিলন, ২) সাক্ষী হিসাবে বেশ অনেক পরিচিত জন থাকে। ৩) কিছু আচার পালন করা হয় যার মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর দুজনের কিছু স্মারক দায়িত্ব থাকে।

কিন্তু দেখা গেছে,আজ থেকে ১০০ বছর আগে যেরকম সমাজ বা সামাজিক ও পারিবারিক মূল্য বোধ ছিল তা আজ নেই। ১০০ বছর আগে বা তার প্রাক্কালে বা আজও অনেক গ্রামাঞ্চলে আদিম ব্যবস্থা প্রচলিত।

আমার ঠাকুরমার বিয়ে হয়েছিল ১২ বছর বয়সে, তিনি বিয়ের পরবর্তী বছর ১০ এর মধ্যে ৪টি সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন প্রায় ৯০ বয়সের উপরে কাল কাটিয়ে মারা যান। প্রচন্ড দারিদ্রতা ছিল। আমার ঠাকুরদা মারা যান বিয়েরবছর ১২ পরে। ঠাকুরমা একা ৪টি সন্তানকে বড় করেন। ঠাকুরমা বিয়ে করেননি। স্বামীকে দেবতা মানতেন।

আমার দাদা, ১৭ বছর বয়সে ১১ বছরের একটি মেয়ের সাথে প্রেম করে পালিয়ে যায়।পুলিশ কেস হয়। উভয়ের বাড়ি থেকে মেনে মামলা তুলে নেয়। তারা আজও দারিদ্রতাকে সংগে নিয়ে ৫ টি সন্তান সহ জীবন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের জীবনে এমনই স্বামী স্ত্রীর বন্ধন কোনদিন পরকীয়া ছায়া ফেলেনি।

এছাড়া আমার এই ৬০ বছর বয়সে, আমিও কম দেখিনি। গ্রামে গঞ্জে অনেক ঘুরেছি। অনেকের জীবন ঘেঁটেছি। খবরের কাগজে পড়েছি।

আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে মনে হয়েছে। পরিবার হল একটা প্রতিষ্ঠান।এখানে পারিবারিক সদস্যদের বয়স, অভিজ্ঞতা ও রোজগার হিসাবে ক্রম ধাপমান পদ সৃষ্টি আছে। যেমন বাড়ির কর্তা যিনি আসল বেশি রোজগেরে তিনি সবার উপরে কর্তৃত্ব করেন। সাধারণতঃ স্বামী, স্ত্রী তার সেবিকা ও তার অবর্তমানে সম্পত্তি রক্ষণের মালিক। বাড়িতে বয়স্ক যারা তারা শ্রদ্ধার পাত্র ও অভিজ্ঞতা দিয়ে ছোটদের নীতি দেখেন। সন্তানেরা, যে আগে জন্মেছে সে ছোট জনের উপর কর্তৃত্ব করতে পারে।

মোটামুটি, এটাই আমার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান। কিন্তু মানুষ লোভী ও মোহে অন্ধ। আর কিছু বিকৃত অ্যাকাডেমিক আছেন, তারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করেছেন, গবেষণা করছেন সরকারি কোষাগার লুট করে। এছাড়া অনেক বেসরকারী সংগঠন আছে যারা কৌশলে সমাজের কল্যাণের নাম করে বড় বড় শিল্পপতি বা চ্যারিটি ট্রাষ্ট বা সরকার কে নানা কথা বুঝিয়ে ফান্ড নিচ্ছেন আর গবেষণার নামে ভুল বকছেন।

এটা আমার ব্যক্তিগত মনে হয়েছে।

তারা বলছেন আর আইন পাশ হচ্ছে। এটা করতে হবে ওটা করতে হবে, সরকার তাদের উপর আস্থা ফেলে নানা বিল পাশ করিয়ে সমাজকে যাচ্ছেতাই করছেন।

যেমন ধরুন, ১৮ বছরের নীচে মেয়েরা বিয়ে, ২১ বছরের নীচে ছেলেরা বিয়ে করতে পারবেনা। তার পিছনে শারিরীক প্রতিবন্ধতা থেকে অর্থনৈতিক ও নারীবাদী চিন্তা মিশে আছে।

একটা মেয়ে গড়ে ১০ থেকে ১২ বছর বয়সে শরীরে মাতৃত্বতা নেবার যোগ্যতা পায়, এবং এটা প্রাকৃতিক। একটা ছেলের বীর্যপাত শুরু হয় ১২ বছর বয়সে, তাকে বিয়ের জন্য আরো ৯ বছর অপেক্ষা করতে হয়। তারপরেও সম্ভব নয় তাকে বৌ খাওয়াবার জন্য রোজগেরে হতে হয়। ফলত সে ২৫ থেকে৩০ বছর অব্দি বিয়ে করতে পারেনা।

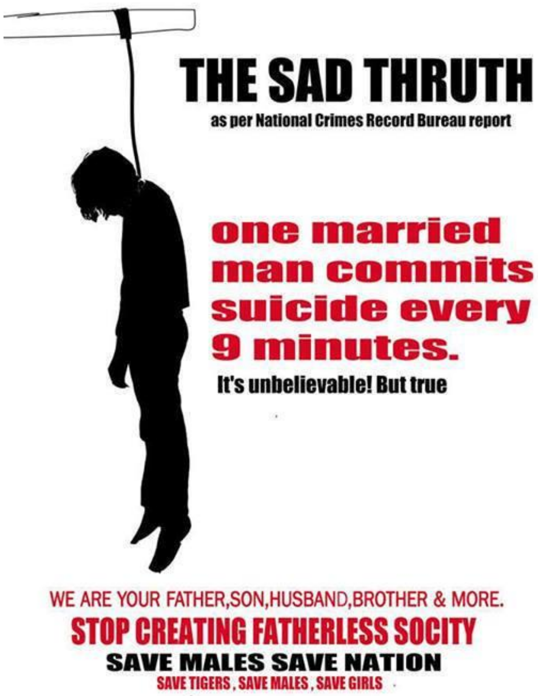

আমার অভিজ্ঞতা হল মহিলারা ২৫ আর ছেলেরা ৩০ এর পর তারা নতুন করে মানসিক গ্রাহ্যতা হারিয়ে ফেলে। একটা ছেলে ৩০ বছর বয়সে ইতিমধ্যে তার স্বাভাবিক সামাজিক ও মানসিক মূল্যবোধ তৈরি করে ফেলে। সে সেই মূল্যবোধে সারা জীবন চলে। তদ্রুপ একটি মেয়ে ২৫ বছর বয়সে মানসিক দিক থেকে বুড়ি হয়ে যায়। সে যা ভাল বোঝে তা পাল্টাতে চায়না। অর্থাৎ সে অন্য আরেকটি মেয়ের মূল্যবোধকেও অসম্মান করবে। সেখানে সে তার স্বামীর সাথে বোঝাপড়া করতে করতে ক্লান্ত।

পন্ডিতগণ বলেছেন, স্বামী স্ত্রী বন্ধুর মত একে অপরের পরিপূরক। একটা কাজ দুইজনের সমান ভাবনা খাটিয়ে হয়না। একজনের বুদ্ধি ও অন্যজনকে সাথে যোগ করে হয়। দুজন একই পদমর্যাদায় কোন প্রতিষ্ঠান চলতে পারেনা। ফলে আধুনিক সমাজে মতের মিলন হয়না স্বামী স্ত্রীর মধ্যে।

অন্যদিকে মেয়েরা ২৫ বছর কুমারীর দশায় বহু ছেলের সাথে শুয়ে যৌনসুখ কি বুঝে ফেলেছে, সে ও তার বাবা মা মেয়েটিকে সুখে রাখতে পারবে এমন একটি ছেলের সাথে বিয়ে দিয়েছে ছেলেটির সাথে মেয়েটির মানসিক বোঝাপড়া হবেনা জেনেও। হয়ত ছেলেটিও অনেক মেয়ের সাথে যৌন সুখ পেয়েছে, সে আর তার বৌয়ের সুখে সুখী নয়। ফলতঃ বিচ্ছেদ করতে চাইছে। কিন্তু বিচ্ছেদ করলেই ভারতীয় খড়্গ আইন, ছেলেটির সম্পত্তির আর্ধেক মেয়েটি নিয়ে চলে যাবে। রাতারাতি ছেলেটি গরীব হয়ে যাবে। সেজন্য বিচ্ছেদও দিচ্ছেনা। এর ফল স্বরূপ প্রতিদিন ঘরে মারপিট স্বামী স্ত্রীর মধ্যে লেগেই থাকে। শেষে ছেলেটি একদিন সুইসাইড করে। ভারতে প্রতি ৮ মিনিটে একটি ছেলে সুইসাইড করে।

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?-২৫

অর্থই সম্পর্ক

বিয়ে। দুটি মানুষের মধ্যে নয় শুধু, দুটি গোষ্ঠির, দুটি গোষ্ঠির মান মর্যাদা, ধর্ম, আচার ব্যবহার,ইত্যাদি নানা বিষয় জূড়ে থাকে। এই সমস্ত কিছুর কোন একটি বা একাধিক বিষয় সম্পর্ককে যুক্ত করে বা বিযুক্ত করে।

দুটি ভিন্ন ধর্মের মানুষ উদার পন্থী না হলে সমস্যা দেখা দেয়। দুটি ভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যেকার আচার অনুষ্ঠান ব্যবহার সমস্যা আনে। আমরা দেখেছি, ভারতে,স্বাধীনতার আগে ও পরে বহু ধর্মীয় দাঙ্গা নরহত্যা।

সাধারণতঃ যুবক ও যুবতী বয়েসে ছেলে মেয়েরা আবেগ প্রবণ থাকে, পরিণতি ভাবেনা। ভিন্ন ধর্মের মানুষের সাথে যৌনমিলন অনেকেই বাহাদুরি ভাবে। এবং তখন তাদের মধ্যে অবাস্তবতাকে ছোঁয়ার একটা

চিন্তা দেখা দেয়। কিন্তু পরিণাম সুখের নয়। বিয়ের প্রথম কয়েক বছর যৌনমিলনের আকর্ষণে, সমস্যাকে চাপা দিয়ে রাখে। কিন্তু যা চাপা দেওয়া যায়না বা এড়ানো যায়না তা একসময় মুখোমুখি হতে হয়।

বিয়ে নিয়ে প্রাথমিক সমস্যা যেগুলি হয়ঃ নিম্নবিত্ত ঘরে আর্থিক অনটন। মধ্যবিত্ত ঘরে স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছা চারীতা, উচ্চবিত্ত ঘরে অধিক উচ্চাশা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের চাওয়া পাওয়া।

নিম্নবিত্ত বা মজুর শ্রেণীতে খুব একটা যৌতুক বা ঘটা বিয়ে হয়না। অনেক সময় ছেলের ও মেয়ের পরিবার দু একজন নিকট আত্মীয় সহ মন্দিরে গিয়ে পুরোহিতের মাধ্যমে মালা বদল করে বিয়ে করে। সংসারের চাপ মূলতঃ আর্থকেন্দ্রিক। দিন রোজগারি দিন যাপনকারী। আপদে বিপদে কষ্ট। অনেকে স্বামী স্ত্রী দুজনেই যাহোক আয়/ উপায় করতে গিয়ে কে কত আনল কে কিসে খরচ করল এসব নিয়ে ছোটখাট বিবাদ প্রত্যহ থাকেই। এবং ক্রমশঃ একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। তাদের বিয়ে অল্প বয়সেই হয়.১৬ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। ছেলেরা পড়াশুনা খুবই নগন্য করে, ফলে তারা সব্জী ওয়ালা , মাছ ওয়ালা, হকার, শ্রমজীবি, চাষা প্রমুখ। এই শ্রেণিটা অনেক, সারা জীবন্ দারিদ্রতার মধ্য দিয়ে কাটায়, বিয়ে তাদের কাছে যৌনসম্ভোগ ও সন্তান উৎপাদনের ও স্বাভাবিক জীবনের এক চিলতে রোদ্দুর। জীবনের দেনা পাওনা শূন্য। এদের ডিভোর্স ইত্যাদি হয়না। পালিয়ে চলে যায়। কেউ কারুর প্রতি দায় বদ্ধতাও থাকেনা।

মধ্যবিত্ত সমাজে, ছেলে মেয়ে সকলেই স্বপ্নদেখে একদিন বড়লোক, অনেক টাকার মালিক বা নাম যশ কুড়িয়ে বিখ্যাত হয়ে যাবে। এই শ্রেণিতে লোকেরা আদর্শ বলে কিছু ভাবে, পড়াশুনা পাশ করা, তাদের কাছে জীবনের এক ভিন্ন মানে।তারা নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ সহ স্বাধীনতা অ্যাডভেঞ্চারের মত নেয়। তারা সাংস্কৃতিক জগতে নিজেদের কিছু কীর্তি রাখতে চায়। জীবনের শেষ দিকে ভাবে, জীবনটা রংগিন হয়েছে বটে, কিন্তু লক্ষ্যে পৌছানো গেলনা। তাদের বিয়ের একটা বয়স দেখা যায়, মেয়েরা হল ২৫ বছরের আর ছেলেরা হল ৩০/ ৩৫। ছেলেরা চায় তাদের বৌ হবে প্রদর্শনীর বস্তু, খুব সুন্দরী, আর মেয়েরা ভাবে তাদের স্বামী হবে অনেক টাকার মালিক তার সব আহ্লাদের বস্তু কিনে দেবে। কিন্তু তত দিনে তারা স্কুল কলেজে একাধিক যৌন সংগম করে ফেলেছে। এবং তা তারা আধুনিকা হতে গেলে এগুলি একটা গুণ ধরে নেয়। তাদের পোশাক আশাক চলন বলন হাল ফ্যাশানের।

বিয়েতে তাদের পাওনা দেওনা অনেক কিছু হয়। অনেক আচার অনুষ্ঠান থাকে, মোটামুটি প্রতিটি বিয়ে সরকারি খাতায় নিবদ্ধ থাকে। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই দেখা যায় দুজন দুজনের সাথে বনিবনা হচ্ছেনা।দুজনেই ভাবতে থাকে তাদের বিয়েটা একটা ভুল , অন্য কোথাও হলে অনেক বেশি ভাল থাকা যেত। দুজনেই চাকুরি করে বা কিছু একটা সরকারি বেসরকারি উপায় বা নিজেকে ব্যস্ত রাখার, স্বপ্নের উদ্দেশ্যে, নাম যশের উদ্দেশ্যে ছুটে। দুজনেই মতলব বাজ হয়।এবং বিয়ে ভাংগার জন্য উঠে পড়ে। দুজনেই পরকীয়াতে জীবন খোঁজে।

এবার যেহেতু, বিয়ের সময় এত টাকা পয়সা খরচ করে বিয়ে হয়েছে, যৌতুক গয়না ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল, সেই হেতু মহিলা বাপের বাড়ির সাথে পরামর্শ করে কোন আইনজীবি ধরে নানা মিথ্যা সহ আদালতে মামলা করে। এবং সেই মামলাতে পুরুষের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। যেমন ৪৯৮ এ আই পি সি, বা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স।

উচ্চবিত্ত বা বড়লোকদের বেশির ভাগ ব্যবসায়ী, শিল্প পতি গোছের। এরা বিয়ে করে দুটি গোষ্ঠির মধ্যে।এদের অনেক টাকা কড়ি, বিয়েটা হয় ব্যবসা বাড়াবার জন্য, অর্থাৎ যাদের কাছে অনেক টাকা বা ক্ষমতা আদায় হবে। প্রচুর মানুষ নিয়ে চলে এরা। ব্যক্তিগত জীবন এরা অনেক যৌন উপভোগ করে। স্বামী স্ত্রী যে যার মত করে। বিচ্ছেদ খুব কম হয়, কারণ বিচ্ছেদ হলে অনেক টাকা সম্পত্তি ভেঙ্গে যাবে। ফলে কেউ কারুর ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে মাথা ঘামায় না।

মানুষের কাছে টাকা না থাকলে একরকম টাকার আশা থাকলে অন্যরকম আর টাকা অনেক থাকলে অন্যরকম। টাকাই বিয়ের মুখ্য চলন তেল। ভিন্ন কথায় অর্থই সম্পর্ক।

বিয়ে যেগুলি সারাজীবন টেঁকে সেগুলি দেখা যায়, নিম্নবিত্ত ঘরের যে বাড়িতে বেশি শিক্ষা নেই। এবং যৌবনের শুরুতে যে মহিলারা বিয়ে করে। সারা পৃথিবীতে ১৩ থেকে ১৭ এই বয়সের মেয়েদের বিয়ে হয়। তা নিয়ে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অনেক জ্ঞান দেয়। জাতি সংঘ থেকে মহিলা কমিশন। বাবা মা মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিলে, ১। তার খাওয়া পরার খরচ থেকে নিস্কৃতি পায়। ২। সে যার সাথে বিয়ে দেয় তার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সময় পায়। ৩। তার নিজের যৌন নিরাপত্তা ও যৌন সুখ যা প্রাকৃতিক সময়ে আসে তা পায়। সংসার যৌনসুখের উপরও অনেক নির্ভর শীল।

জ্ঞান দিতে পারে অনেকেই, দায়িত্ব নেয়না। সে মহিলা কমিশন বা জাতিসংঘ, বা নিজের দেশের সরকার।

নরনারীর যৌনপরিষেবা-২৬

চৈনিক বিয়ের ইতিহাসঃ আত্মজ উপাধ্যায়

ভূমি সংস্কার ও বিয়ে সম্পর্কিত আইনকে বিপ্লবের উত্থানের সাথে সাথে কার্যকরণ ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হল স্বাভাবিক একটা প্রক্রিয়া।ইতিহাসে তেমনি দেখা গেছে, যেমন ফ্রেঞ্চ ও রাশিয়ার বিপ্লবের সময়। ফলে চীনের কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর ভূমি সংস্কার এবং বিয়ের নতুন আইন প্রবর্তন শুরু হয়েছিল। সামাজিক আর্থিক বিধিও প্রাসংগিক ছিল সংস্কারের। চীনাদের ক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার আর বিয়ে বিধি আবশ্যিক ছিল।Chuguku Hoseishi Kenkyu (The study of the History of Chinese Legal System 1960) থেকে জানা যায় চীনাদের আইনপ্রণয়ন ও পরবর্তীকালীন নানা সংস্কার।

১৯৫০ সালে চীনাদের নতুন বিয়ের আইন কার্যকর হয়। পুরাণো চীনাদের বিয়ের দার্শণিকতত্ত্বকে অস্বীকার করে।পুরাণো বিয়ের কথায় চীনাদের একটা প্রবাদ আছে যে, 'নুডলস দিয়ে মধ্যহ্নভোজন সারা যায়না', অর্থাৎ মহিলারা মানুষতুল্য নয়।সন্তান প্রসব বা মেয়েদের হিসাবে রাখা হতনা। মহিলারা বাচ্চা প্রসব না করতে পারলে তাদের ডিভোর্স দিয়ে দেওয়া হত।মেয়েদের ক্রীত দাসের মত ব্যবসায়িক মূল্যে দেনা পাওনার কাজে লাগান হত।

Shan-hsi প্রদেশের একটা প্রবাদ এখনও বিদ্যমান, বিপ্লবের আগে নিয়ম ছিল, একটা মেয়ে জন্মালে তার মূল্য এক "shih" শষ্য, আর তার বয়েস বাড়ার সাথে সাথে এক "Koku" প্রতি বছর মূল্য বৃদ্ধি পেত।যে ক্রেতা সেই মেয়েকে কিনত তার কথা
অনুযায়ী মহিলাকে চলতে হত, সে তার স্বামী। এটা শোনা যায়,একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে মারধোর বা যেকোন সময় চড়তে পারত, যেন ঘোড়া। স্ত্রী রেগে গেলে বা স্বামী রেগে গেলে মারধোর প্রচলিত ছিল।একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে মারতে না পারলে বিচারের অবমাননা ধরা হত।

"Lo-Han-ch'ien", একটা উপন্যাসে লেখক Chao-shu-li বলছেন, স্বামী স্ত্রীকে তার 'চেহারার' জন্য শুধু পেটাত। কনফুসিয়ান ভাবনা হল, স্বামী হলেন স্ত্রীর কাছে স্বর্গ।চাষীদের ভাগ্যে তাই

লেখা। যে স্ত্রী তার স্বামীকে ছেড়ে যেতে পারতনা তার দুরাবস্থার সীমা ছিলনা, আর স্ত্রীরা স্বামী ছেড়ে কোথায় যাবে? সে ব্যবস্থাও ছিলনা।

বিপ্লবের পর এসব অবস্থা পালটে যায়।নতুন নারী পুরুষের মর্যাদা হল সমান সমান। যে যার ঘামের মূল্যে মূল্যায়িত। মেয়েরা তার বাপের সম্পত্তি নয়, মেয়েকে বাবারা আর কেনাবেচা করতে পারবেনা বা স্ত্রী স্বামীর বস্তু নয় বা কর্তা নয়।ভূমিসংস্কারে মেয়েরা উত্তরাধিকার সূত্রে ছেলেদের সমান সমান জমির মালিক হয়ে গেল। বিপ্লবের আগের আইন একেবারে ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে গেল। নতুন সমাজে সকল রকম সামাজিক মর্যাদা মহিলারা পুরুষের সমান পেল। নতুন এক প্রবাদ সৃষ্টি হল, "বিবাহ আইন অলসতা নিরাময় করে এবং খাদ্য সরবরাহকে বীমা করতে সহায়তা করে"।

চীনের বিপ্লবের আগে মহিলাদের ইচ্ছামত বিয়ে করার স্বাধীনতা ছিলনা, ছেলেদেরও ইচ্ছামত বিয়ে করার অধিকার ছিলনা।বিয়ের প্রাথমিক বিবেচভনা ছিল দুটি কৃষক গোষ্ঠির মধ্যেকার আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদার অনুপাত। সমান সমান বা কাছা কাছি হলে বিবেচিত হত।এর মূল কারণ নিহিত ছিল পরিবারে শ্রমশক্তির যোগান দেওয়া।এবং এসব নির্ণয় হত দুই গোষ্ঠির বয়স্ক পুরুষ বা পিতার মধ্যে।

পরিবার বা গোষ্ঠির বড় কর্তা তার ছোট ছেলেকে বিয়ে দিত হয় ১০ বছরের বড় মহিলার সাথে নয় কম দামে কিনতে পাওয়া অতি অল্প বয়সের মেয়ে। যাতে তার শ্রম দেওয়ার মত একজন যথেষ্ট যোগ্য ও লাভজনক পাওয়া যায়। বড় মহিলার সাথে বিয়ে দিলে বাইরে ক্ষেতে শ্রম দিত আর ছোট মেয়ের সাথে বিয়ে হলে ঘরের সকল কাজ কর্ম করাত। এইসব মেয়েদের ভাগ্যকে বলা হত "t'ung--yang-hsi"। এই সব প্রথা অনেক চীনা উপন্যাসে দেখা যায়। এই সব প্রথার জন্য মহিলা জনসংখ্যা কমে গেছিল, অনেক।অনেক সময় জমিদাররা তাদের ভাড়াটের অল্প বয়েসি মেয়েদের জোর করে নিয়ে চলে যেত ক্ষেতের কাজ করাবার জন্য।

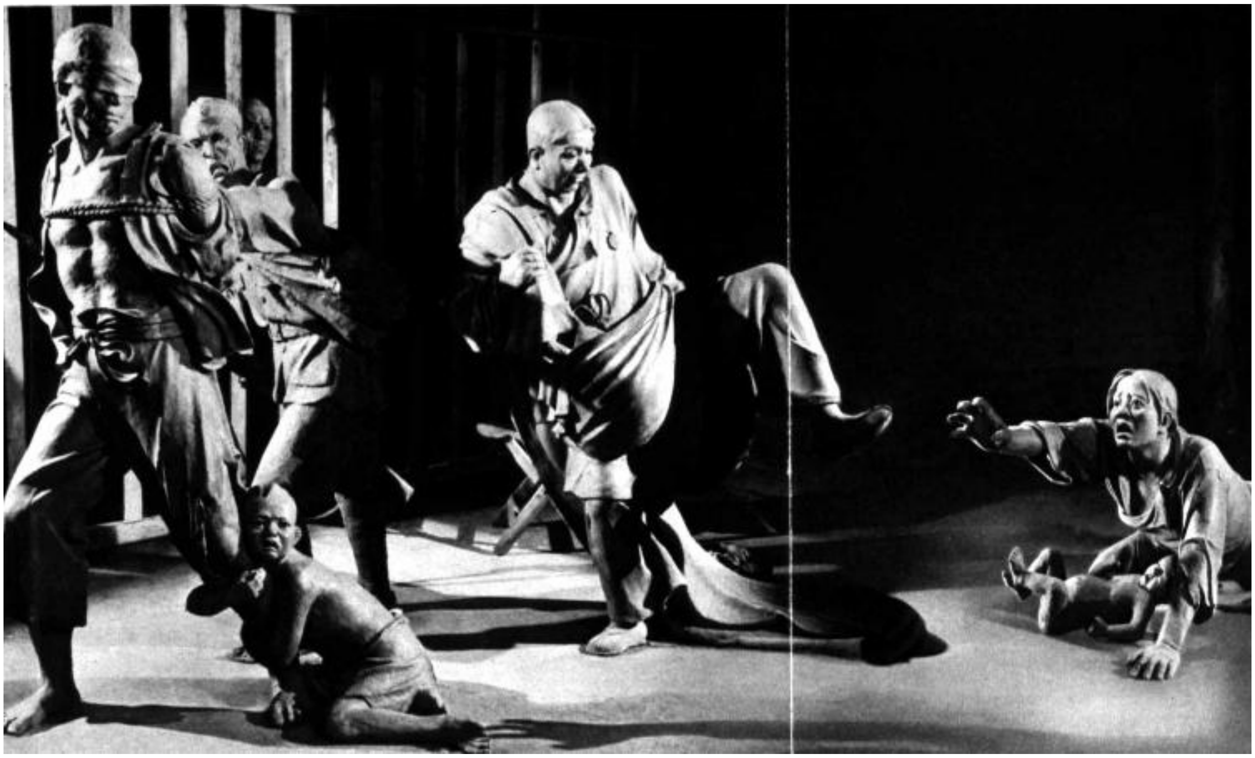

এই সিস্টেমে, জমিদাররা/ জমির মালিকেরা, অনেক বিয়ে করতে পারত ও উপপত্নী রাখতে পারত।উল্টো দিকে যারা অন্যের জমিতে ভাগাবর্গা দিয়ে চাষ করত তারা বিয়ে করতে পারতনা বা বৌ জোটাতে পারতনা কারণ তাদের তত পয়সা হতনা যত পয়সা একটা বৌ কিনতে লাগে।বিয়ের বয়েস পেরিয়ে গেলে পুরুষেরা তাদের ছোট ভাইয়ের বৌ বা ভাইপো দের উপর বৌ কেনার দায় দিত যাতে ভবিষ্যতে শ্রমশক্তি পাওয়া যায়। এছাড়া বৌ বন্ধক রাখা(tien-ch'i) বা চুক্তি মত সময়ের(tsu-ch'i) জন্য বৌ পাওয়া যেত। গরীবেরা এই ভাবেই বৌ পেত।Fu-chien, Che-chiang, Chiang-hsi প্রভৃতি প্রদেশে এইসব প্রথা চালু ছিল।

যারা বৌ ভাড়া দিত বা বন্ধক দেওয়া নেওয়া করত উভয়েই ছিল দরিদ্র শ্রেণীর। এইসব ভাড়া বা বন্ধকী বৌদের গর্ভে যে সন্তান জন্মাত তাই ছিল লাভ ও শ্রম শক্তির উপায়। এবং সন্তানেরা একই সিস্টেমে ক্রীতদাসের মত কেনা বেচা হত।বৌয়েরা যদি পরকীয়া করত, মালিক জানেনা ভান করে থাকত বা উপেক্ষা করত কারণ বৌ ছাড়া মানে অনেক ক্ষতি।

১৯৩১ সালে (Chiang-hsi Soviet Republic) সোভিয়েটে বিয়ের নতুন প্রথা হয়েছিল, চীনে সেটা হতে অনেক দেরী হয়েছ, কারণ চীন বার বার আইন পাল্টেছে । শেষ ১৯৫০ সালে বিয়ের সংস্কার পরিণতি পায়।নতুন বিয়ের আইনে ছেলেরা ২০ আর মেয়েরা ১৮তে বিয়ে করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আগে অনেক কম বয়সে বিয়ে হত। আর সন্তানের দায় নারী বা পুরুষের মধ্যেকার বিষয়। কোন ধর্ম বিয়েতে সমস্যা করতে পারতনা নতুন নিয়মে।রাশিয়ার মতো মুক্ত বিয়ে ছিলনা। একজন একজনেই সীমা বদ্ধ থাকবে। সমান অধিকার নরনারীর, চীনকে তার সামন্ত তান্ত্রিক প্রথা যা ছিল আগে তার সাথে কিছুটা বোঝাপড়া করতে হয়েছিল।

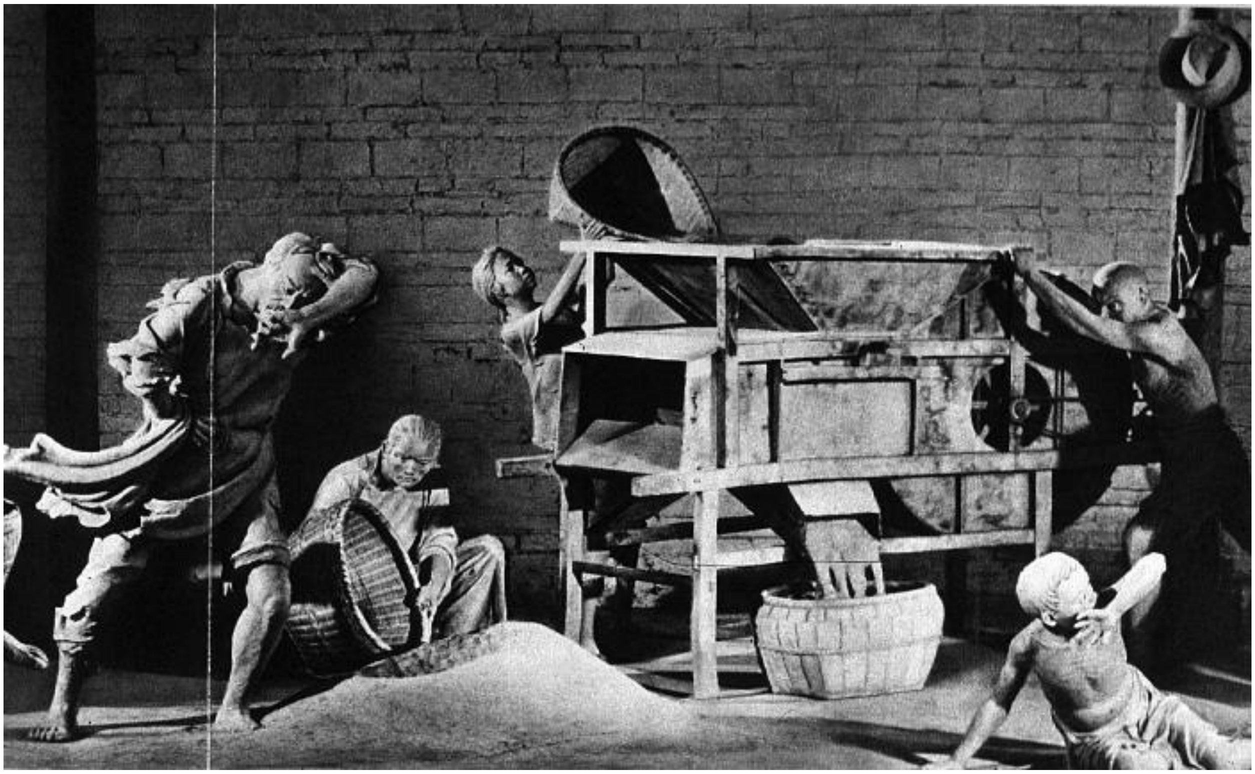

নরনারীর যৌনপরিষেবা-২৭

চীনা মহিলাদের জন্য, বিবাহ সঠিক 'কনের দাম' উপর নির্ভর করে। "নারীরা অর্ধেক আকাশ" ধরে থাকে, চীনের চেয়ারম্যান মাও এর বিখ্যাত উক্তি। কিন্তু চীনে এক সন্তানের নীতি এবং ছেলেদের ঐতিহ্যগত পছন্দ মানে প্রতি ১০০ টি মেয়ের জন্য১১৭ টি ছেলে জন্মগ্রহণ করে। এক অনুমান অনুসারে, এর অর্থ এই যে দশকের শেষের দিকে আড়াই কোটি চীনা পুরুষ স্ত্রী খুঁজে পাবেনা।

চীনের অর্থনীতির গতি বৃদ্ধির সাথে সাথে, বিয়ের বাজারটি চড়ে উঠেছে: মহিলাদের নতুন দাবির একটি বাজার হল বিয়ে করতে হলে ছেলের অ্যাপার্টমেন্ট এবং গাড়ির থাকতে হবে । কিন্তু নারীরা কি সত্যিই তাদের অভাব থেকে উপকৃত হচ্ছে?

লুসি ওয়াং এবং ডেরেক ওয়েই Lucy Wang and Derek Wei নতুন আধুনিক চীনা বর -কনের প্রতিনিধিত্ব করছে।তারা সাধারণ মানুষের একটা ছবি। চীনে নারীর অভাবের কারণে, ওয়াংকে বিয়ে করতে আকৃষ্ট করার জন্য ওয়েইকে "কনের দাম" -এর চেয়ে ১০,০০০ ডলারের বেশি দিতে হয়েছিল।

এটা ডেরেক উইয়ের বড় আনন্দের দিন: তার বিয়ের দিন। তিনি ভোরবেলা তার কনের বাড়িতে পৌঁছান, তার বন্ধু বা বরযাত্রী সহ। কনের বাড়ি তালাবদ্ধ, ঐতিহ্যের দাবি অনুযায়ী। তারা দরজায় কড়া নাড়েন।

এই বিবাহের অনুষ্ঠান, যাকে চুয়াংমেন chuangmen বলা হয়, সম্প্রতি পুনরায় চালু হয়েছে, অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী অনুশীলনের সাথে যেমন একটি বিবাহ বন্ধনের উপহারের দাবী, যা কখনও কখনও "কনের দাম"bride price." নামে পরিচিত।

"লাল প্যাকেট! লাল প্যাকেট!" কনে লুসি ওয়াং এর ভাতিজিরা চিৎকার করে, মানে দরজা খুলতে গেলে অনেক টাকার থলে যা চীনা ভাষায় পরিভাষা"লাল প্যাকেট" । বরযাত্রীরা দরজা দিয়ে টাকা দিয়ে ভর্তি লাল প্যাকেটগুলি দিতে থাকে। কনের পক্ষ থেকে বলতে লাগে, "যথেষ্ট না!" কনের প্রিয় সখী বা আত্মীয়া চিৎকার করে, দরজা খুলে যাওয়ার আগে আরও টাকা চান। এইভাবে দরাদরি চলতে থাকে। বলা হয় বরের লোকেরা কিপটে। একসময় রফা হয় ও দরজা খোলা হয়।

এরকম একটা সিরিয়াস আর্থিক লেনদেনের ধারাবাহিকতা প্রতিটি চীনা - বিবাহের সাথে।

এরকম ঐতিহ্যবাহী নিয়ম অনেক জায়গায় আছে। দরজা বন্ধ থাকা অবস্থায় একটা চুক্তি পর্ব চলে।

"এরপর একটি আলোচনার মতো," বর বলেন স্ত্রীকে। "তোমার বিয়ে করার জন্য কি দরকার? আমি কি দিতে পারি?

যখন আমরা একটি চুক্তিতে পৌঁছাই, আমরা আলোচনা করি: তোমার পরিবার কি চায়? আমার পরিবারকে কি নিয়ে দরকষাকষি করতে হবে?"

মিনিট আস্তে আস্তে টিক দিচ্ছে, এবং উই Wei ঘাবড়ে যাচ্ছে তারা দেরি করবে।

"আমি তোমাকে ভালবাসি, স্ত্রী!" সে চিৎকার করে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। "আমাকে ঢুকতে দাও!"

দরজার ওপাশ থেকে তার ভবিষ্যৎ স্ত্রী লুসি ওয়াং একটি গানের দাবি করে। উইয়ে Wei বর সে দাবি মেনে একটা একটি পুরনো দিনের প্রেমের গান গাইলেন, তার সাথে একজন বরযাত্রী যিনি তার প্রতিসদয়। মহিলারা হাসছে।

লুসি ওয়াং মানে কনে, বেইজিংয়ে এক অফিসে চাকরি করে, সে শানসি প্রদেশের Shanxi province। বিয়ের রীতি অনুযায়ী সেখানে বরকে তার ভবিষ্যতের শ্বশুর-শাশুড়িকে একটি বড় বিবাহের উপহার দিতে হয়, যা ঐতিহ্যগতভাবে "কনের দাম" নামে পরিচিত। ওয়েই ৬৮,৮৮৮ ইউয়ান য়াগেই দিয়েছেন, ভারতীয় ১১ টাকা হল ১ চীনা ইউয়ান - একটি বড় অংকের টাকা - যা ১১,০০০ ডলারেরও বেশি।

কনে ওয়াং অবশ্য ভাবি বরের টাকার অংকে তেমন মুগ্ধ নন। তিনি বলেন "আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে প্রচুর কয়লা খনি মালিক আছেন, তাই তারা দাম বাড়িয়ে দেয়," তিনি ব্যাখ্যা করেন। "একটি সাধারণ পরিবারে, শ্বশুর শ্বাশুড়ির উপহার প্রায় ১০ হাজার ডলার। সত্যি কথা বলতে, আমি যেখান থেকে এসেছি, এটা খুব কমই।"

অবশেষে, পুরুষরা ধৈর্য হারায় এবং দরজা দিয়ে তাদের কাঁধ বন্ধ করে দেয়, সশব্দে যুদ্ধের কান্নার সাথে ঘরে প্রবেশ করতে বাধ্য করে।

উই তার হাঁটুর উপর। এই প্রথম তিনি তার স্ত্রীকে তাদের বড় দিনে দেখেছেন: তার মুখে একটি বিশাল হাসি এবং ওয়াংয়ের জন্য গোলাপী গোলাপের তোড়া রয়েছে।

একটি সাধারণ পরিবারে, বিবাহ বন্ধনের উপহার প্রায় $ 10,000। সত্যি কথা বলতে, আমি কোথা থেকে এসেছি, এটা খুব কমই।

লুসি ওয়াং, কনে তার বাবা মাকে দেওয়া উপহার শুনে তার প্রথম চিন্তা ছিল বিশুদ্ধ ভয়। কিন্তু তার অবস্থা খুবই সাধারণ। আজকে চীনে বিবাহিত বেশিরভাগ যুবকেরা প্রত্যাশা করছেন, প্রায়শই একটি অ্যাপার্টমেন্ট, কখনও কখনও একটি গাড়ি এবং একটি বিবাহের উপহারও প্রদান করবেন। যখন তার বাবা -মা চার দশক আগে বিয়ে করেছিলেন তখন জিনিসগুলি অনেক সহজ ছিল। "আমার পিতামাতার বিবাহ খুব সহজ ছিল," উই কৌতূহলীভাবে বলে। "আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না যে এটি কতটা সহজ ছিল। তাদের একটি বিছানা, একটি আলমারি, একটি সাইকেল এবং একটি সেলাই মেশিন ছিল। ৭০ এর দশকে এটি ছিল চীন।"

শেষ করছি এই কথা বলে ভারতে মেয়ের পক্ষ যৌতুক দেয় বরের পক্ষকে। বহু দেশে বরকে মেয়ের বাবা মাকে মেয়ে কেনার মত দাম দিয়ে বিয়ে করতে হয়। এই প্রথা মেয়েদের দাসী বানাবে না তো কি বানাবে? টাকার তো দাম আছে, রক্ত জল করে উপায় করে। আবার বিয়ে ভাঙলে ভারতে খরপোষ দেওয়া কতটা অমানবিক তা কল্পনাতীত।

নরনারীর যৌনপরিষেবা-২৮

যৌন পরিষেবা কান্ডে ধর্ষণ একটি গুরুতর বিষয়। 'ধর্ষণ' সামাজিক যে পটভূমিকায় হয় তা সমাজের সৃষ্টি। একটু গভীর ভাবে দেখলে দেখা যাবে, সমাজের সঠিক শৃঙ্খলা মানুষকে দেয়নি , ফলে মানুষের সাধারণ চাহিদা কখনো সমাজ ধর্ষণ বলে আখ্যা দেয়। বিয়ে একটি সঠিক প্রাতিষ্ঠানিক পথ বা জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবন চালাবার মতন পথ নয় যেখানে মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে। গত সপ্তাহে চীন নিয়ে বলছিলাম। চীনে মহিলা বা পুরুষকে আইনের উর্ধ্বে রাখেনা। সেখানে আমেরিকার মহিলাদের মত বেশ্যার ভুষণে পোশাকে রাস্তায় বা সাধারণের খোলা জায়গায় চলতে ফিরতে দেয়না। বা আধা ন্যাংটো হয়ে কোন আর্ট পারফর্ম করতে দেয়না। নারীবাদ নামক কোন ছদ্মশয়তানি করতে দেয়না। আর যদি কেউ রাস্ট্রের আইন ভংগ করে তার কপালে কি দুর্দশা আছে কেউ জানেনা। এবং তার কোন বিচার আচার নেই।

চীনে ধর্ষণের শাস্তি কম করে ৩ বছর আর বেশি হলে ১০ বছর। পার্টির মেম্বাররা নানারকম সুরক্ষা পান ফলে কোন ধর্ষণের শাস্তি অব্দি তাদের জন্য মুকুব হয়ে যায়। এছাড়া ধর্ষণ সম্পর্কে তাদের আইন পরিস্কার নয় যেখানে কেউ শাস্তি পেতে পারে। বিদেশি- আমেরিকার খবর অনুযায়ী, মহিলারা ধর্ষণ হলে পুলিশে রিপোর্ট করেনা। তার নানা ব্যাখ্যা আছে। তবু গত ১লা জুন ২০২১, দুজন শিক্ষকের দীর্ঘদিনের (২০০১ -২০২০) অল্পবয়েসী বালিকা ধর্ষণের অভিযোগে একজনের মৃত্যুদন্ড ও আরেকজনের ১৭ বছরের জেল হয়েছে।(surnamed Yang, was found guilty of raping nine young girls at Baisha primary school in Luxi county in Hunan. Eight of the girls were under the age of 14. The other perpetrator, surnamed Mi, joined Yang in a gang-rape of a 12-year-old female student) সূত্রঃ South China Morning Post

জাতিসংঘের ১৩০ টি রাস্ট্রের মধ্যে চীনে ধর্ষণ সংখ্যা অনেক কম উল্লেখ হয়েছে(According to a United Nations report based on police records of rapes in 130 countries from 2003 to 2012, the incidence of rape is not as high in China — at 2.1 per 100,000 people — as in the US (26.6), the UK (23.2), South Korea (12.7) and other countries)

এই নিয়ে যদিও বিবাদ আছে অনেকের। কারণ অনেক দেশে ধর্ষণকে গুরুতর কিছু মনে করেনা বা বড় করে দেখেনা। চীন রাজনৈতিকভাবে উত্তর পশ্চিম অংশে ***Xinjiang Uyghur Autonomous Region*** (XUAR) জিনজিয়াং উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল (XUAR) । নিয়ে বিবাদ দীর্ঘদিনের। ১৯৪৯ সালে কম্যুনিস্ট বিপ্লবের পর চীন জিনজিয়াং অঞ্চলের উপর আধিপত্যতা বিস্তার করতে চাইল কিন্তু সেখানে উইঘুর মুসলিমরা তা হতে বাধা দেয়। ফলে চীনা সরকার

কঠোর হাতে দমন করে রাখছে। ধর্ষণ হল তাদের একটা কৌশল যারা কম্যুনিস্ট বিরোধিতা করে। সে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক।

Urumchi, the provincial capital of the ***Xinjiang Uyghur Autonomous Region*** (XUAR), এখানে নিয়মিত দাংগা লেগে থাকে চীনা সরকারের সাথে।

পৃথিবীর সব রাস্ট্রে নারী পুরুষের অনুপাত ঠিক নেই। কিছু রাস্ট্র ছাড়া অধিকাংশ রাস্ট্রেই নারী সংখ্যা পুরুষ সংখ্যা থেকে কম। এর কারণ নানা রাস্ট্রের নানা সমস্যা জড়িয়ে আছে। তুলনায় চীনে অধিক কম। বলা হয় ১৩৬ জন পুরুষ পিছু ১০০ জন মহিলা।২০১০ সালে এই অনুপাত ছিল ১১৭ জন পুরুষ পিছু ১০০ মেয়ে। ফলে নারীর চাহিদা বা যৌন চাহিদা তীব্র আকার ধারণ করে আছে। ১৯ ৮০ নাগাদ চীন প্রতি পরিবারে এক সন্তান নির্দেশ দিয়েছিল, এছাড়া তাদের সামাজিক অবস্থা এমন কঠোর প্রজনন করাও অসুবিধা জনক। ফলে নারী সংখ্যা কমে গেছে। সেই কারণেও ধর্ষণকে গুরুত্ব দিতে চীনা সমাজ অপারগ।

ডিভোর্স হার খুব কম। যদি ঘটে ২০ মিনিটের ব্যাপার। আর ১০ ইয়ুয়ান (. In just 20 minutes with 10 yuan (less than US$1.50) and two signatures, a Chinese couples can now sometimes untie the knot) আর দুজনের সই, ব্যস। ডিভোর্স।

এবার চীনে নারী পাচার বা আমদানী হয়। আমদানী হয় পাশাপাশি রাস্ট সংযুক্ত ছোট ছোট রাস্ট্র থেকে। যেমন ভিয়েতনাম থেকে একজন অনেক টাকার বিনিময়ে এক স্কুল ছুট মেয়েকে এক চীনার সাথে বিয়ে দেবে পাচার করে নিয়ে এসেছিল(China, and she sold her to a Chinese family for VND140 million for marriage to a man) ধরা পড়ে চীনের জেলে।

ভিয়েতনামের মহিলাদের খুব চাহিদা চীনে। অল্প বয়েসী মেয়ে আমদানী হয় তাদের সাথে যে অভিজ্ঞতা তা খুব ভাল নয় কারণ বন্দী জীবন আর নিয়মিত ধর্ষণ ঘটে।

ভিয়েতনামে আরেকটা খারাপ জিনিস ঘটে একজন অন্যজনের বৌকে ছিনিয়ে নেয় যেন টাকা পয়সা

,

তারপর পাচার করে দেয় চীনে।

৮০ শতাংশ ভিয়েতনামী মহিলা চীনে পাচার হয়। এ এক বড় চক্র। চীনের পুলিশের সামনে দিয়েই হয়। যেহেতু চীনে মহিলাদের চাহিদা রয়েছে

হাজার হাজার মায়ানমারে মহিলা কে চীনে সন্তান প্রসবের কাজে লাগান হয়। (More than 7,500 women from Myanmar were in forced marriages with Chinese men in the past five years, according to a new study)

পাকিস্থান থেকে লোভ দেখিয়ে চীনাদের কাছে বিয়ে দেওয়া হয়। এরকম এক মহিলা তার বিয়ের ফটো দেখাচ্ছে উপরে। মহিলার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত খারাপ। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে।

উত্তর কোরিয়ার মেয়েদের দিয়ে চীনে যৌন ক্রীত দাসত্ব করা হয়।

নরনারীর যৌনপরিষেবা-২৯

আজকের স্ত্রীদের ছবি।

ভারতবাসীরা অনেক গর্ব করে নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে। কিন্তু আপনি দেখুন, প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে মেগা সিটি অব্দি, যেখানেই মানুষের বাস বসতি আছে, সেখানেই মানুষ ইংরেজ সাহেবদের নকল করে, শহর ও শহরাঞ্চলে মধ্যবিত্তররা বা কষ্টে সৃষ্টে চলে যাওয়া নিম্নবিত্তের লোকেরাও আমেরিকার লোকেদের জীবন যাপন নকল করে। সকালে ঘুম থেকে উঠে মর্ণিং ওয়াক গুড মর্ণিং থেকে শুরু করে, অফিসে বা ব্যবসার গদী, ভিন্ন মানুষের সাথে যোগাযোগ/ কথা বলা আধো

আধো ইংরাজী উচ্চারণ মেশানো কথা থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়া অব্দি মার্কিনী সাহেবদের নকল।

আমাদের পরিবার ব্যবস্থা ছিল যৌথ, তা ভেঙ্গে এখন ৩/৪ জনের। স্বামী স্ত্রী একটা বা দুটি সন্তান। বাবা মা শ্বশুর শ্বাশুড়ি আলাদা বা বৃদ্ধাবাসে। যৌথ সংসারের এই ভেংগে যাবার পিছনে অনেকেই বলেন মহিলাদের হাত। নববিবাহিত বৌয়েরা অনেক চালাক ও অনেক বেশি আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর।তরুণ স্বামীদের উপর তাদের আধিপত্যতা বিস্তার করে রাখেন, এদিক ওদিক হলেই স্বামীদের নানা বিপদ আছে। সমাজের কটু কথা থেকে জেল জরিমানাও কপালে থাকতে পারে।

মহিলা যাকে বিয়ে করেছেন তিনি আর সন্তান থাকলে সন্তান বাদে সংসার অন্য কারুর সেবা কেন দেবেন?

এ নিয়ে প্রতিটি ভারতীয় পরিবারে অশান্তি আছেই। আর আছে সরকারের/ প্রশাসনের নিরাপত্তা, ডমেস্টিক ভায়োলেন্স Domestic vilolence এর মামলা, মহিলার কথা না শুনলে সোজা তিনি বাপের বাড়ি চলে যাবেন।সেখানে মায়ের পরামর্শে জামাই বাবাজিকে টাইট দেবার আয়োজন ঘটে।

একটা ছেলে বিয়ে করে স্রেফ কাজ কর্ম থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে রাতে একজন মহিলার সাথে শুবে ও যৌন সংগম করবে, এই লোভে। এছাড়া অধিকাংশ ছেলেরই সময় কাটে ছেলেদের সাথে, নানা ভাবনা চিন্তা নিয়ে, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের মামলা শিরে নেমে আসলে ভাবুন একটা ছেলের জীবন কিরকম নষ্ট হয়।

ভারতীয় মেয়েরা এমন ছিলনা। সতী সাবিত্রীর দেশে পতির সেবা করে আর সন্তান বড় করে সারাজীবন কাটাত। আজকে সতী সাবিত্রীর জীবন কেউ নিতে চায়না, শ্বশুর শাশুড়িকে কেন যত্ন আত্তি করবে? এই আত্মকেন্দ্রিক ভাবনার জন্মদাতা নারীবাদ। নারীবাদ হল নারীকে অধিক মুক্ত করা ও স্বাধীনচেতা তৈরি করা।

আরেকটা কারণ হল, জীবন আগের মতন ব্যক্তিত্বপূর্ণ বা মানুষ তার নিজস্ব ভাবনায় আত্মবিশ্বাস রেখে চলা - সেটি আজ নেই। আজকের মানুষকে চালাচ্ছে গ্রাহক-সুখবাদ, ইংরেজীতে যাকে বলে consumerism। এই নীতিটির সাথে প্রশাসন ও শিল্প পতিরা একটা মূদ্রার এপিঠ ওপিঠ ভাবে যুক্ত। কিরকম? শিল্পপতিরা আপনাকে সুলভের চাকচিক্য দৈনিন্দিনের ব্যবহার্য খাবার বস্তু থেকে, বিলাসিতার জিনিস, আরাম করার বৈদ্যুতিন ওয়াশিং মেসিন থেকে এয়ার কন্ডিশন, যান বাহন, আপনি কালো চামড়া হলে আপনাকে সাদা চামড়ার বানিয়ে দেবার টোপ ইত্যাদি প্রলোভন দিয়ে আপনার পকেটের টাকা শূন্য করে দিচ্ছে। প্রশাসন বলছে আমরা আপনার নিরাপত্তার দায়িত্বে আছি, কেউ বাজে জিনিস দেবেনা, বেশি দাম নেবেনা, ঠকাতে পারবেনা।

আপনি আজ মোবাইল ব্যবহার করেন, মোবাইলটা আপনার দরকারি কি? যখন মোবাইল ছিলনা তখনও মানুষ কাজ কর্ম করেছিল, মোবাইল আসার পর আপনার কি উন্নতি বেশি কিছু হয়েছে? হয়নি। আপনি একটু সৌখীন হয়েছেন আর মাস গেলে মোবাইলের পিছনে খরচ, বছর পাঁচ বাদে আবার আরেকটা মোবাইল কিনতে হবে কেননা নানা সফট ওয়্যার অনেক আপ ডেট হয়েছে আরো বেশি মজা আছে। ঠিক এরকম আজকের সংসারে আপনি নিজের বুদ্ধিতে চলছেননা, আপনাকে গড্ডালিকা প্রবাহ চালিত করে নিয়ে যাচ্ছে।

আপনি কেন চালিত হচ্ছেন? কারণ আপনি আপনার পরিবেশের লোকজনকে ইমপ্রেস বা আলাদা ধারণা আপনার সম্পর্কে দিতে পারবেন, আপনি ভাবছেন । সেই ধারণা থেকে আপনি লোকের থেকে কোন স্বার্থ পেতে পারেন। যেমন ধরুন আপনার বন্ধু বা বান্ধবী একটা জোটাতে ইচ্ছে। আপনার বন্ধু/ বান্ধবী রয়েছে , কিন্তু আপনি আরো চান আরো মজা চাই আপনার।

এগুলির পিছনেও নারীবাদ আছে। দেখবেন কারণে অকারণে, টিভিতে শুধু মহিলার মুখ। বিজ্ঞাপনে মহিলা তার শরীর আপনাকেই দেবার জন্য বসে আছে এমন ব্যাপার আপনার মনে হবে। আপনি যত নামী বিখ্যাত মহিলা আছে তাদের যোনি ও স্তন, নাভি উরু, পিঠ ইত্যাদি আপনার কম্পিউটার থাকলেই দেখতে পাবেন। নারীরা বলছে আমার স্বল্পভূষণ আমার ইচ্ছা। কি পরব তা আমার খুশি। আসলে একধরণের বেশ্যা বৃত্তি করে এসব মহিলারা- সিনেমার, টিভি সিরিয়ালের, মিউজিক ভিডিওর নায়িকা বা পার্শ্বচরিত্রের নারীরা রোজগার করে। আর্টের নামে বাহানা তৈরি করে মধুচক্র বসিয়ে রোজগার করে। আপনি দীপিকা পাড়ুকোনের খোলা স্তন বা বহু বড় বড় তারকার যোনি প্রকাশ্যে দেখতে পাবেন। এবং তাদের নকল হিসাবে আপনার পাড়ার মেয়েটাও মিনিস্কার্ট স্তন উন্মুক্ত করার ছোট জামা পরা দেখতে পাবেন। এবং এর সাথে ভারসাম্য রেখে আপনার স্ত্রী ইতিমধ্যে তার বিয়ের পর নিরীহ চরিত্র আর নেই। তিনিও আধুনিকা হয়ে ছেঁড়া জিনস আর স্তন দেখানো জামায় অভ্যস্ত হয়েছেন। শ্বশুরশাশুড়ি নেই ফলে আপনার স্ত্রীই বাড়ির কর্তা, এবং আপনাকে কড়া হাতে বেঁধে রেখেছেন। আপনার স্ত্রীর অনেক পুরুষ বন্ধু হয়েছে, সারাক্ষণই ফোন আসছে, আর আপনি দূর থেকে শুনতে পাচ্ছেন আপনার স্ত্রীর হি হি করা অতিমাত্রার হাসি। আপনার অসহ্য হলেও কিছু করার নেই। আপনার পক্ষে কেউ কথা বলবেনা।

এই নারীবাদের জন্ম প্রায় ১০০ বছরের উপর।নারীর ভোটাধিকারের ১৯২০ সালের পর নারীরা হঠাৎ সাপের পাঁচ পা দেখেছে। যা কিছু করেই তারা শাস্তি মুক্ত। মূলতঃ নারীদের ঘরের বার করেছে যুদ্ধ ও বিপ্লব। ইউরোপ আমেরিকার প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ ১৯১৪ থেকে ১৯১৮। পুরুষেরা যুদ্ধে চলে গেলে তাদের কর্মস্থানে নারীদের কাজ চালাবার জন্য আহবান করা হয়েছিল। নারীরা সব পারেনা কিন্তু যতটুকু পারে ততটুকুই লাভ।

বিশ্বযুদ্ধের রাস্ট্রগুলি হল গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়ারল্যান্ডের যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স রাশিয়ান সাম্রাজ্য, ইতালি, জাপান, পর্তুগাল এবং পূর্বোক্ত বালকান রাজ্য যেমন সার্বিয়া এবং মন্টিনিগ্রো;

এবং কেন্দ্রীয় শক্তি, প্রাথমিকভাবে জার্মান সাম্রাজ্য, অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য, অটোমান সাম্রাজ্য এবং বুলগেরিয়া নিয়ে গঠিত।

এটি ছয়(৬)কোটি ইউরোপীয়সহ সাত (৭) কোটিরও বেশি সামরিক কর্মীদের নিয়ে লড়াই, যা ইতিহাসের বৃহত্তম যুদ্ধের দৃষ্টান্ত। এটি ছিল ইতিহাসের অন্যতম মারাত্মক সংঘাত, আনুমানিক ৮কোটি ৫০ লক্ষ যোদ্ধার মৃত্যু এবং ১কোটি ৩০ লক্ষ বেসামরিক মৃত্যু ফলস্বরূপ ঘটেছিল, যুদ্ধের সাথে গণহত্যা চলছিল।এবংএবং যুদ্ধ শেষ হতেই ১৯১৮ সালে Spanish flu pandemic স্প্যানিশ ফ্লু মহামারীর কারণে আরও বিশ্বব্যাপী ১০ কোটি লোকের মৃত্যু ঘটে, ইউরোপে আনুমানিক ৩০ লক্ষের মত স্প্যানিশ ফ্লুর মৃত্যু এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭লক্ষের এর মতো মৃত্যু।ঘটেছিল।

ফলে মেয়েদের পুরুষের কর্মস্থলে কিছু সাহায্য যোগান আবশ্যিক ছিল।

অন্যদিকে রাশিয়ায় আবার কম্যুনিস্ট বিপ্লব শুরু হয় ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে বলশেভিকদের নিয়ে। সেখানে কম্যতুনিস্টরা মহিলাদের ডেকে ঘরের বার করল। এবং তাদের স্বাধীনতা দিল। শুরু হল নারীর স্বেচ্ছাচারিতা। উলংগ হওয়ার ইতিহাস। তবু ১৯৬০ সাল নাগাদ মহিলাবাদের আস্ফালন পরিস্কার সারাবিশ্বে প্রতিফলিত হতে লাগল। আজ নারীবাদ এক অভিশাপ সমাজে। গত ১০০ বছরে নারীর উলংগ হওয়া বাদে তুলনামূলক আর কোন উন্নতি নারীরা ঘটাতে পারেনি। নারীদের সাহায্য করতে প্রতিটি রাস্ট্র তাদের নারীর দৃষ্টিকোন থেকে আইন শৃঙ্খলা বানিয়ে নিল, জাতিসঙঘ মহিলাদের কমিশন আলাদা করে তৈরি করে দিল।

এর ফলে পুরুষের ঘামের মূল্যে পুরুষকে সাজা পেতে হচ্ছে।

নরনারীর যৌনপরিষেবা-৩০

বিয়ে প্রতিষ্ঠান হল নরমেধ যজ্ঞ, নারীর সুরক্ষার আকাশ

Representative image

পুনে: হিনজেওয়াড়ি আইটি পার্কে at the Hinjewadi IT Park একটি শীর্ষস্থানীয় সফটওয়্যার কোম্পানিতে কর্মরত একজন টেকনেসিয়ান (৩৮ বছর বয়েস) এক রবিবার বিকেলে হিনজেওয়াড়ির কাছে মারুঞ্জিতে একটি উচ্চমানের সোসাইটির in an upscale society at Marunji near Hinjewadi তার ফ্ল্যাটের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।

পুলিশ ঘটনাস্থলে একটি সুইসাইড নোট খুঁজে পেয়েছে,সুইসাইড নোটটি টেকনিসিয়ানেরই লেখা, অভিযোগ করেছেন, তার স্ত্রী, তার বাবা এবং তার মামা টাকার জন্য তাকে হয়রানি করছে । হিনজেওয়াড়ি পুলিশের সহকারী পরিদর্শক শশীকান্ত ধেন্ডগেAssistant inspector Shashikant Dhendge of Hinjewadi police বলেন, "সুইসাইড নোটে বর্ণনা করা হয়েছে যে কীভাবে টেকির

স্ত্রী, টেকির বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতার domestic violence অভিযোগ দায়ের করেছে, তার স্ত্রীর বাবা এবং তার মামা তাকে অর্থের জন্য ঝামেলা করেছিলেন। এতে বলা হয়েছে এই তিনজনের দ্বারা হয়রান হয়ে তিনি তার জীবন শেষ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ধেন্ডগে বলেন, টেকির স্ত্রী, তার বাবা এবং তার মামা টেকির কাছে ৫০ লাখ টাকা দাবি করেছেন বলে অভিযোগ। "টেকি তাদের ২০ লাখ টাকা দিয়েছিল। বাকি ৩০ লাখ টাকার বিনিময়ে তিনজন তাকে হয়রানি করতে থাকে। ঘটনা ৩রা নভেম্বর ২০২০ র টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রকাশিত।

নতুন দিল্লি:২০ শে ফেব্রুয়ারি ২০২১।

একজন পুরুষকে ₹ ২.৬ কোটি টাকা, বিচ্ছিন্ন স্ত্রীর মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ হিসাবে দিতে বলা হয়েছে

টেলিকম সেক্টরে জাতীয় নিরাপত্তার একটি প্রকল্পে কাজ করছেন বলে দাবি করা ওই ব্যক্তি বলেন, তার কাছে কোনো টাকা নেই এবং এই অর্থ প্রদানের জন্য দুই বছর সময় চেয়েছেন।

সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, স্বামী তার স্ত্রীকে ভরণপোষণ প্রদানের দায়িত্ব থেকে সরে আসতে পারেন না।

সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে একজন স্বামী তার বিচ্ছিন্ন স্ত্রীর ভরণপোষণের দায় থেকে অব্যাহতি নিতে পারেন না এবং একজন পুরুষকে২.৬০ কোটি টাকার সম্পূর্ণ বকেয়া টাকা পরিশোধ করার পাশাপাশি তার স্ত্রীকে ₹ .১.৭৫ লাখের মাসিক পরিশোধ করতে হবে, ব্যর্থ হলে তাকে জেলে পাঠাবে।

প্রধান বিচারপতি বোবদে এবং বিচারপতি এএস বোপান্না এবং বিচারপতি ভি রামসুব্রামনিয়ানের একটি বেঞ্চ A bench of Chief Justice Bobde and Justices AS Bopanna and V Ramasubramanian তামিলনাড়ুর বাসিন্দা একজন ব্যক্তিকে এই নির্দেশ দেন।

বেঞ্চ আদেশ দেয়, "সেই অনুযায়ী শেষ সুযোগের মাধ্যমে, আমরা উত্তরদাতাকে (পুরুষকে) তার স্ত্রীকে নিয়মিত মাসিক ভরণপোষণের পাশাপাশি পুরো বকেয়া অর্থ প্রদানের অনুমতি দিই ... আজ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে, যা ব্যর্থ হলে, উত্তরদাতাকে শাস্তি পেতে হতে পারে এবং দেওয়ানি কারাগারে পাঠাতে হতে পারে।

মি শর্মা স্বামীর পক্ষের উকিল advocate Rohit Sharma কোর্টকে বলেন যে স্বামীকে কারাগারে পাঠানো হলে কোন সুদ দেওয়া হবে না এবং এমনকি স্ত্রীও ভরণপোষণ পাবে না, বেঞ্চ উকিলকে বলেছিল যে তারা ন্যায়বিচারের স্বার্থে কাজ করবে। এটাও ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের মামলা। আদালত স্ত্রীকে বাড়ি ভাগ করার অনুমতি দেয়, যতক্ষণ না স্বামী তার স্থায়ী বসবাসের বিকল্প ব্যবস্থা করে। ndtv র খবরে প্রকাশিত।

মুম্বই: বিএমসি কর্মচারী তার স্ত্রীকে ২.৬৪ লাখ রুপি দিতে অস্বীকার করেন, তিনি 'কখনও বিয়ে করতে চাননি', তাকে জেলে পাঠানো হয়েছে।

একটি বিরল দৃষ্টান্তে, সম্প্রতি একটি ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বিএমসির এক কর্মচারীকে তার বিচ্ছিন্ন স্ত্রীর ভরণপোষণে ২.৬৪ লাখ টাকা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এক মাসের কারাদণ্ডে পাঠিয়েছে। আদালত বলেছে, অভিযুক্ত টাকা পরিশোধ করার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

২০১৭ সালে, এই ব্যক্তি ৩০,০০০ টাকা উপার্জন করছিল তাকে মাসিক ৬,০০০ টাকা রক্ষণাবেক্ষণের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। যাইহোক,তিনি টাকা দিতেননা, তখন মহিলা আদালতে আবেদন করেছিলেন, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের আইনের বিধান অনুযায়ী তার কারাদণ্ড চেয়েছিলেন

এই দম্পতি ২০০৮সালে বিয়ে করেছিলেন। মহিলাটি তার পরিবার এবং তার উপর নিষ্ঠুরতার অভিযোগ এনেছিল। তিনি অভিযোগ করেন যে লোকটি তাকে বলেছিল যে সে কখনই তাকে বিয়ে করতে চায়নি। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে স্বামীর পরিবার তাদের গোপনীয়তা না থাকার জন্য বিভিন্ন কাজ করেছে। মহিলা তাদের শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগও করেছিলেন। ২০১৬ সালে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে যান। ২০১৭ সালে, আদালত রক্ষণাবেক্ষণের বিএমসি কর্মচারীকে খরপোষের টাকার আদেশ দেয়।

তবে স্বামী টাকা দেননি। এই বছরের শুরুতে মহিলা আবার আদালতে যান। আদালত ওই ব্যক্তির নিয়োগকর্তাকে তার বেতন থেকে প্রতিমাসে ১০,০০০ টাকা কেটে নেওয়ার আদেশও জারি করেছিল। কিন্তু, বিএমসি কর্মচারী কাজ থেকে অনুপস্থিত থাকায় তাকে কম বেতন দেওয়া হচ্ছিল এবং তাই নিয়োগকর্তার দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ কাটা সম্ভব ছিল না।

মহিলা আবার আদালতে যান। বিএমসি কর্মচারী বলেন তিনি জেলে যাবেন তবু তার স্ত্রীকে একপয়সাও দেবেননা। ফলে আদালত তাকে জেলে পাঠাল। ৩১শে জুলাই ২০২১, টাইমস অফ ইন্ডিয়ার খবরে প্রকাশিত।

এরকম প্রচুর মামলা চলে। প্রশ্ন হল গার্হস্থ্য জুলুম বা হিংসা কি ফৌজদারি বা দেওয়ানি অপরাধ? এই প্রসংগে কর্নাটকের উচ্চন্যায়ালয় জানিয়েছে গার্হস্থ্য জুলুম বা হিংস্রতা Domestic Violence Act আইনের অধীনে কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে অপরাধী বা দেওয়ানি নয়: কর্ণাটক হাইকোর্ট।

৪.৩২ লক্ষ টাকা রক্ষণাবেক্ষণের আদেশ জারি করে বিচারপতি কে এস মুদাগল Justice K S Mudagal পর্যবেক্ষণ করেছেন যে ডিভি আইনের DV Act মূল উদ্দেশ্য হল পরিবারের মধ্যে যে কোনও ধরনের সহিংসতা থেকে মহিলাদের রক্ষা করা।

আবেদনকারী, স্বামী, বেঙ্গালুরু গ্রামীণ জেলার একটি ট্রায়াল কোর্টে তার স্ত্রীর দায়ের করা অভিযোগের বজায় রাখা, বিলম্বের যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। আবেদনকারী তার স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ৪.৩২ লক্ষ টাকা দেবার বিরুদ্ধে আবেদন করা (ইন্টারলোকিউটারি আবেদন) চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। ঘরোয়া জুলুম বা হিংস্রতা থেকে নারীদের সুরক্ষা আইন, ২০০৫ -এর ধারা ১২ (Section 12 of the DV Act)।

বেঞ্চ উল্লেখ করে যে,গার্হস্থ্য জুলুম বা হিংস্রতা আইনের Section 12 of the DV Act এর অধীনে একটি আবেদন, যার অধীনে একজন অভাবী মহিলা ত্রাণ চেয়েছেন। বেঙ্গালুরু, ১০ ই মে ২০২১। ডেকান হেরাল্ডের DHNS, খবর

এসব খবর পড়লে বোঝা যায়, পুরুষরা জন্মেছে জেল খাটার জন্য নয়ত মহিলাদের খুশি করার জন্য।

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?-৩১
মাতৃত্বতা

'অকাল বয়ঃসন্ধি'কি? পাঁচ বছর বয়সে কি করে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ মা হলেন। ডাক্তারি শাস্ত্রে বিস্ময় অনেকেই বলছেন। কিন্তু প্রকৃতিকে ডাক্তারি শাস্ত্র কি জয় করেছে? করেনি। বিজ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি তা কতকগুলি লোকের অভিজ্ঞতা। অনেকে তার বাইরে পরখ করার সুযোগ পাননি। কেননা মানুষের ধূর্তপনামি, গোঁড়ামি, এবং খেয়ালপনামির জয় আমাদের সমাজে এক চলমান বিস্ময়।

পশুপাখীর জগতে, স্ত্রী পশুর যখন প্রাকৃতিকভাবে গর্ভধারণের লক্ষণ দেখা দেয় তখনই সে বাচ্চা দিতে পারে। সে মারা যায়না বা কেউ তা ক্ষতি মনে করেনা। চাষারা, যারা গৃহপালিত অনেক গরুবাছুর লালন করেন, যাদের খাটাল আছে পশুর দুধ বিক্রী করে, অসংখ্য গরুমোষ পালন করে, হাঁস-মুর্গী-পায়রার চাষ করে, বা চিড়িয়াখানায় নানা পশুর গবেষণা ও লালন করে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই পশুপাখীরা বয়সকালে বাচ্চা দেবে না যার যখন সময় হবে তখন প্রসব করবে।

মানুষ ধূর্ত ও কৃত্রিম। প্রগতির নামে শয়তানি করে। আর এই শয়তানি শুরু হয়েছে দাসপ্রথার উচ্ছেদের পর। দাসপ্রথায়ও দেখা গেছে একটি মেয়েকে আট/দশ বছরেই বাচ্চা দিতে, কারণ তারা তখন গরুর মত চাষ হত। বাচ্চা দিলেই বেশি আয় হবে। যেমনটি খাটালের গরুমোষের মালিকরা করে।

বিজ্ঞান বলে মানুষ বিবর্তনের শ্রেষ্ঠ জীব, তার মূল সহজাত প্রবৃত্তিগুলি খুব কঠিন ভাবে তার শরীরে দেওয়া আছে যা প্রাকৃতিকভাবে নষ্ট হয়না। যেমন মানুষের মস্তিষ্ক, মানুষের জননতন্ত্র, গ্রামে গঞ্জে বনে জংগলে মানুষের অসুখ বিসুখ, রক্তপাত ইত্যাদি।

বিবর্তনের এই ছবিটা আপনি দেখুন।

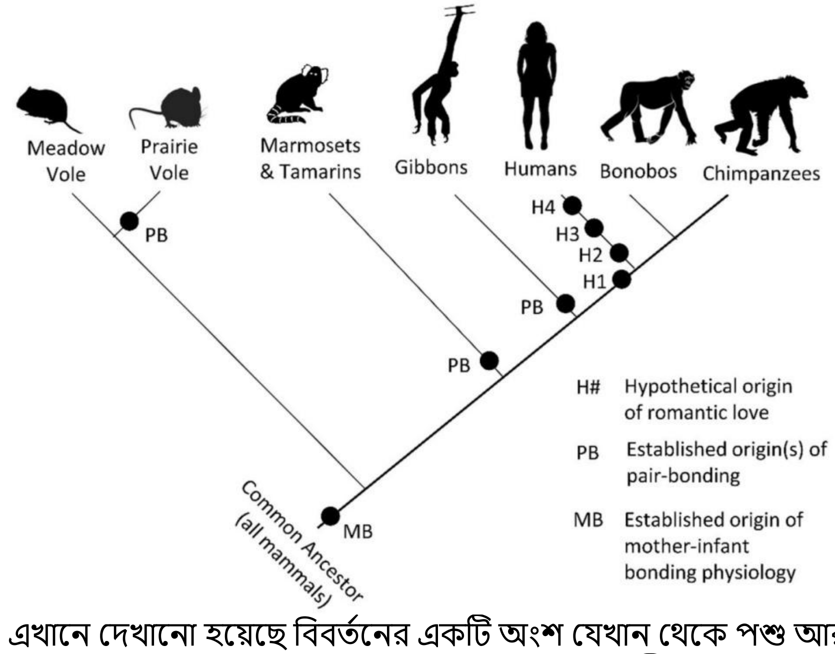

এখানে দেখানো হয়েছে বিবর্তনের একটি অংশ যেখান থেকে পশু আর মানুষের পূর্বপুরুষ একটি ধারাতে ছিল। MB হল মা ও শিশুর মধ্যেকার বন্ধন ও শারিরীক অবস্থা, PB হল দুটি পশুর (স্ত্রী ও পুরুষ)মধ্যেকার বন্ধন, আর H# হল মানুষের মধ্যেকার বিপরীত লিংগের প্রতি রোমান্টীক বন্ধন। ডায়াগ্রামে দেখানো হয়েছে, মানুষের মত বনবো ও শিম্পাঞ্জীর চরিত্রও মানুষের মত। বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত

করেছেন মানুষ **98.8 percent of DNA** বনবো ও শিম্পাঞ্জীর সাথে মিল খুঁজে পেয়েছেন। এর মানে দাঁড়ায় মানুষের নিকটতম আত্মীয় এই বাঁদর প্রজাতি।

বনবো ও শিম্পাঞ্জী মানুষের মত কৃত্রিম প্রাণী নয়। তারা প্রাকৃতিক কালচার বা সংস্কৃতি তাদেরও আছে। তাদের মধ্যে সেক্স প্রাকৃতিক সময়ে ঘটে অর্থাৎ যখন মেয়েদের ডিম্বাণু তৈরি হয় তখনই তারা গর্ভবতী হয়। এবং তাদের কোন ক্ষতি স্বাস্থ্যের হয় বলে বিজ্ঞানীরা সন্ধান পাননি।

মানুষের মধ্যেও ৫ বছরের মেয়ের থেকে ১০ বছরের মেয়ের গর্ভধারণের ইতিহাস আছে। এবং তা কম সংখ্যক নয়। ১৮ শতকের আগে অব্দি, মেয়েদের বিয়ে বা গর্ভধারণ সাধারণ বিষয় ছিল। বিশেষ করে ১২ বছর বয়সে অনেকেরই বিয়ে হয়ে যেত। এবং আমরা তাদেরই সন্তান।

জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিভাগ (United Nations Population Fund) বলছে ৪০ শতাংশ মেয়ের বিয়ে ১৮ বছরের আগেই হয়। তার কারণ বলছে দারিদ্রতা। আর লিংগ বৈষম্যতা(Child marriage is the toxic product of poverty and gender inequality.)

আমি জাতিসংঘের বা তাদের শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ কর্ম বিশ্বাস করিনা। এগুলির বেশিরভাগ আমার মনে হয় ধাপ্পার মত কথাবার্তা বলে। এরা না প্রতিষ্ঠান থেকে প্রচুর টাকা পায় আর বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত মানুষ ঠান্ডা ঘরে বসে নিজেদের যা মাথায় আসে তাই বলে। অধিকাংশ দেখা যায় প্রতিষ্ঠান বাঁচিয়ে রাখার জন্য ও অফিসের লোকগুলির জীবিকা বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিছু গবেষণার মত কথাবার্তা তোইরি করে। তারা উপকারের চেয়ে অপকার বেশি করে।

যেমন ধরুন, শিক্ষা। UNESCO Institute for Statistics, July 2017 বলেছে

Indicator	**Adults (aged 15 years and older)**	**Youth (aged 15-24 years)**	**Population aged 25-64 years**	**Elderly (aged 65 years and older)**
Global literacy rate (%)				
Both sexes	86	91	86	78
Men	90	93	90	83
Women	83	90	82	73
Gender parity index	0.92	0.96	0.92	0.87

এই টেবিলের তথ্যে নারী পুরুষের খুব পার্থক্য নেই

যেমন ধরুন রোজগার

International Labour Organization (ILO) is a specialized agency of the United Nations জাতিসংঘের বিশিষ্ট প্রতিনিধি বা বিভাগ। তারা জানাচ্ছে পুরুষ ৭৫ শতাংশ আর মহিলা ৪৯ শতাংশ।(The current ***global labour force*** participation rate for ***women*** is close to 49%. For ***men***, it's 75%. That's a difference of 26 percentage points) এখানেও নারী পুরুষের অস্বাভাবিক পার্থক্য দেখিনা।

একটা তথ্য আপনি জানবেন, মহিলারা ঘর সংসার ছেড়ে বাইরে এসে কাজ করতে চায়না। সম্ভবও নয়। এটা অনেক মহিলার ইচ্ছা। এই নয় যে মহিলা গরীব, অনেক বিত্তশালী ঘরের মহিলারা ১০ টা ৫টা বাঁধা ধরা কাজ করতে অনিচ্ছুক। সুতরাং শ্রমের যে ২৬ শতাংশ পার্থক্য থাকবে তা অস্বাভাবিক নয়।

জাতিসংঘকে আমি পছন্দ করিনা, কারণ তারা মহিলাবাদী সংগ। তারা পুরুষের জন্য কোন কাজ করেনা। জাতিসংঘের যতগুলি বিভাগ আছে। অথচ তাদের কাজ করার টাকা আসে পুরুষের আয় থেকে। এটা তাদের গৎবাঁধা কাজ হয়ে গেছে মহিলা নিয়ে আলোচনা, ও মহিলারা খেতে পাচ্ছেনা, তাদের স্বাস্থ্য ঠিক নেই তাদের পড়াশুনা নেই ইত্যাদি একচেটিয়া বলে যাচ্ছে। এবং আমার আশংকা ভবিষ্যতে এর পরিণাম ভয়াবহ ক্ষতি। এখনই দেখা যাচ্ছে, মহিলারা মাতৃত্বকে দাসত্ব মনে করে। বেশি বয়সে বিয়ে করলে বিবাহ বিচ্ছেদ বেড়ে চলছে। বিচ্ছেদ বাড়লে তার কারাপ প্রভাব সন্তানের উপর গিয়ে পড়ে। সন্তানেরা অনাথ ভাবতে শুরু করে।

পৃথিবীর ৪০ শতাংশ বিয়ে কম বড় সংখ্যা নয়। অর্থাৎ ১২থেকে ১৮ বছরের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে আজও হচ্ছে। এই মানুষগুলি কি মারা যাচ্ছে?

লিনা মেদিনা, পেরুর মেয়ে,(Lina Marcela Medina de Jurado born 23 September 1933) ১৯৩৩ সালে জন্ম, ৫বছর ৭ মাসে একটি ছেলে সন্তানের জন্ম দেয়। পুলিশ তার বাবাকে সন্দেহ করে ধরে নিয়ে যায়, পরে কোন প্রমাণ না পেয়ে ছেড়ে দেয়। লিনা মেদিনাকে নিয়ে সেই থেকে নানা বিজ্ঞানী নানা ভাবে গবেষণা করে। লিনা মেদিনা আজও বেঁচে আছে, ৮৭ বছর বয়েস। ১৯৭০ সালে বিয়ে করেন তার বার সন্তান হয়। কিন্তু তার সাথে কে সেক্স করেছিল তা কেউ নির্ণয় করতে পারেনি লিনাও বলতে পারেনি। বিজ্ঞানীরা বলেছে লিনা ৩ বছর থেকেই পিরিয়ড শুরু করেছিল। তার স্তন ও বেড়ে উঠছিল।

এরকম ঘটনা একটা নয়। অনেক ঘটনা আছে ৬/৭ বছরে মেয়েরা গর্ভবতী হয়েছে সন্তান বড় করেছে তারাও শিক্ষিত হয়েছে। হাতের সামনে বাস্তব প্রমাণ দেখে আমার মনে হয় জাতিসংঘের মত প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষকে ভুল বলছে।

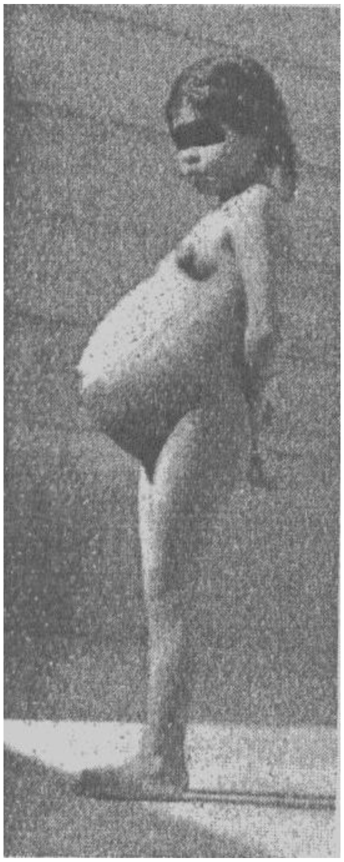

Lina Medina in 2018 (Source: UGC)

নরনারীর যৌনপরিষেবা-৩২

বিবাহ সমস্যা আক্রান্তঃ প্রশাসন জানে

শীর্ষস্থানীয় মহিলা আমলা 'স্ত্রীর সংজ্ঞা দাবি করেছেন, বলেছেন নারীরা আইনের অপব্যবহার করছে (Theprint ইংরাজী খবর মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ দাতা সানিয়া ধিংরা ১০ নভেম্বর, ২০১৭।)

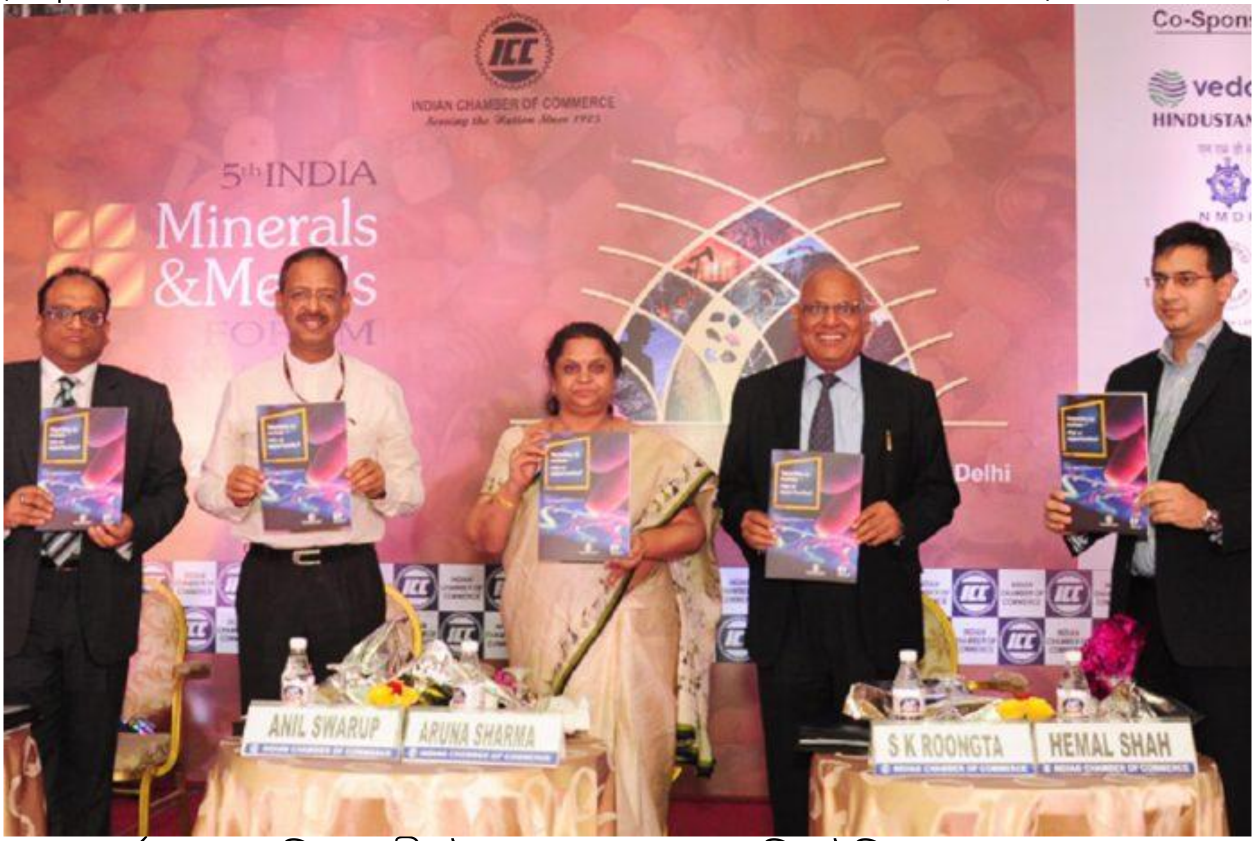

অরুণা শর্মা (কেন্দ্র) সচিব, কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রণালয় | সূত্র: পিআইবি PIB

নয়াদিল্লি: কেন্দ্রীয় সরকারের একজন শীর্ষ মহিলা আইএএস কর্মকর্তা, ইস্পাত সচিব (শ্রীমতী) অরুণা শর্মা একটু রাগান্বিত হয়ে মহিলাদের উপর একহাত নিলেন।বললেন, মহিলারা তাদের অধিকারের নামে খুবই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভংগীর ("narrow approach in the name of women's rights")হয়ে পড়েছেন। পুরুষরা মিথ্যা বিচারের গোলকধাঁধায় আটকে পড়ছে এবং বিশ্বাস হারাচ্ছে। তিনি বিশ্বাস করেন মহিলাদের দ্বারা আইনের ব্যাপক অপব্যবহার হচ্ছে, এই ধরনের "সক্রিয়তা activism" এর ফলে পুরুষরা বিচারব্যবস্থা এবং বিবাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে।

শর্মা ৩১ আগস্ট মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রককে to the Ministry of Women and Child Development একটি চিঠি লিখেছেন, যাতে মূল আইনি বিধানগুলিতে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার

জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।"The judiciary and policy makers cannot be prejudiced, It has to ensure that mechanisms are there for imparting proper justice, (an) innocent is not harassed, and heavy penalty (is given) to those who harass and try to frustrate the judicial system by using all tactics to delay justice and resort to extortion,"

"বিচার বিভাগ এবং নীতিনির্ধারকদের আগের থেকেই প্রতিকুল ধারণার বশবর্তী করা যাবে না," তিনি লিখেছেন। "এটা নিশ্চিত করতে হবে যে যথাযথ ন্যায়বিচার প্রদানের জন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে, (একজন) নির্দোষকে হয়রানি করা হবে না, এবং যারা বিচারকে দেরী করার জন্য কৌশল অবলম্বন করে এবং তোলাবাজি করতে চায় যাতে বিচার ব্যবস্থায় হয়রানি হয় এবং হতাশ করার চেষ্টা করে তাদের কঠোর শাস্তি (জরিমানা) হয়) দিতে হবে।

শ্রীমতী অরুণা শর্মা বলেন আগে 'স্ত্রী' শব্দের সংজ্ঞা নিরূপন হোক। না হলে এই সম্পর্ককে হাতিয়ার করে এক শ্রেণির মহিলা "তোলা " তুলছেন।পণ ও নির্যাতনের নামে মিথ্যা মামলা আনছেন। বিয়ের নামে কারোর জীবন নরক করে তোলে, সন্তানহীন জীবন যাপন করে কয়েক বছর পর বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ছেড়ে চলে গেলে তাকে স্ত্রী বলা যায়না।("Women select a boy who is from (a) good family (who is) earning well, move to marry him, make life hell for a couple of years, ensure no child is born, walk out, and shoot multiple cases under domestic violence, (Section) 498A (of the Indian Penal Code), Section 125 (of the CrPC) for maintenance, (Section) 406 (IPC) to demand jewellery given by the boy's family, so on and so forth.") বিচ্ছেদের পর স্বামীর কাছে খরপোষ চাওয়ার বা স্বামীর পক্ষে খরপোষ দেওয়া উচিতও নয়। কারণ সেই পুরুষের আবার নতুন বিয়ে হলে সেই সংসার তাকে সঠিক চালাতে হবে। মহিলারা বৈবাহিক বাড়ি ও সম্পর্ককে গাড়ি পার্কিং এর জায়গার মতো মনে করে।

বৈবাহিক ধর্ষণের ক্ষেত্রে, শ্রীমতী শর্মা মনে করেন এই অভিযোগ দুতরফেই হতে পারে। "It (marital rape) is having intercourse when one of the partners unwilling, it is possible by both genders — and it is word of one against another, what are we trying to hint at? If the woman is undergoing harassment, she can separate from the partner." ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা মহিলাদের প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত সুবিধা দিয়ে দিয়েছে। যার ফলে পুরুষদের অন্তহীন আইনী গোলকধাঁধায় পাক খেতে খেতে বিচার ব্যবস্থা ও বিবাহ প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা হারায়।

দেশের পরিবেশ আধুনিক লুঠেরা ("modern-day dacoit") মহিলাদের বানিয়েছে।

যদিও শর্মা মাতৃত্বকালীন ছুটি সমর্থন করেন কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে মহিলারা "প্রকৃতির দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত"। মাসিকস্রাবের ছুটি প্রসংগে, তিনি বলেছিলেন: "এটি আবার অধিকারের আড়ালে (স্থান) নিচ্ছে ... যদি নারী কর্মচারীরা সাম্যতা চায়, (তারা) অনিশ্চিত হতে পারে না পিরিয়ড ছুটির নামে অফিসে যোগদান করবে কিনা ... এটি এমন কিছু যা মহিলারা প্রাচীনকাল থেকে পরিচালনা করে আসছে এমনকী জন্মদেবার সময়েও । আগামীকাল সিনিয়র পর্যায়ে যাবেন, তখন মাসিক স্রাব বন্ধ বলে ছুটি নিতে পারেন। ছুটি হতে পারে যা দীর্ঘমেয়াদী, এমনকি

(একজন) মহিলা বস হিসাবেও, এটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়। “This is again taking (place) in the garb of rights… If women employees want equity, (they) cannot be unpredictable in attending office in (the) name of period leave… this is something women working even as labour have been managing from time immemorial. Tomorrow at senior level, there could be menopause leave that is long term, even as (a) woman boss, it is definitely unacceptable.”

চিঠির শেষে লিখেছেন , এটা নিশ্চিত করতে হবে আইন আদালত মহিলাদের জন্য নয় শুধু পুরুষদের জন্যও। “I think the time has come to speak out and ensure justice is (meted) to not only wronged girls, but also (to) wronged boys,”

শ্রীমতী অরুণা শর্মা ৮টি প্রস্তাব দেন যাতে পুরুষদের মিথ্যা হয়রানি থেকে রক্ষা পায়।

১। গার্হস্থ্য নির্যাতন বা হিংসার অভিযোগগুলি আদা লতে কেবলমাত্র মেডিকেল রিপোর্ট বা পুলিশের প্রাথমিক অনুসন্ধান দ্বারা সমর্থিত হলে স্বীকার করতে হবে

২। ধারা ৪৯৮ এ বা যৌতুক আইনের অধীনে অভিযোগগুলি কেবলমাত্র আয়কর রিটার্ন সহ ব্যয়ের নথিপত্র প্রমাণিত হলেই স্বীকার করা হবে

৩। পারিবারিক গহনা যার প্রকৃত মালিকানা শাশ ুড়ির, বরের পরিবার দ্বারা বজায় রাখা হবে , কারণ পাত্রী শুধু একজন জিম্মাদার/ দায়িত্বের, মালিক নয়।

৪। নারীরা যোগ্য এবং কাজ করতে সক্ষম হলে ফৌজদারীর ১২৫ এর ধারা এর অধীনে কোন রক্ষণাবেক্ষণ দেওয়া যাবে না।।

৫। বিবাহ থেকে যদি কোন সন্তান না হয়, তাহলে কোন ভরণপোষণ দেওয়া যাবে না।

৬। স্ত্রীর অর্থ সংজ্ঞায়িত করতে হবে যাতে এমনি কেবল বিয়ে করে , কয়েক বছরের জন্য জীবনকে নরক বানিয়ে এবং কোন সন্তানের জন্ম না হয় তা নিশ্চিত করে ছাড়াছাড়ি করে চলে যায়।

৭। তোলাবাজির জন্য স্বামীর হয়রানি দীর্ঘায়িত রোধ করার জন্য ৬ মাসের মধ্যে ব িচ্ছেদ দিতে হবে।

৮। মিথ্যা হলফনামায় কমপক্ষে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করে বা মেয়েটির জন্য ১০ বছরের জেল দিতে হবে।

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?-৩৩

মাতৃত্বতা

এখন ব্রিটেনের সর্বকনিষ্ঠ মা বলে বিশ্বাস করা হয় যাকে তার বয়স ১১ বছর সেও তার শৈশব কাটিয়ে উঠতে পারেনি সেও একটি শিশু তবু জন্ম দিয়েছে আরেকটি শিশুর। সে ১০ বছর বয়সে গর্ভবতী হওয়ার পর ২০২১ এর জুন মাসের শুরুতে প্রসব করল - এবং তার পরিবার (বাবা মা) অজ্ঞাত ছিল যে সে গর্ভবতী ছিল। খবরে বলা হয়েছে, ৩০ সপ্তাহেরও বেশি সময় পর ডেলিভারি করা মা ও শিশু উভয়েই ভালো আছেন।

ডাক্তারি শাস্ত্রে বলছে সাধারণত মেয়েরা গড়ে গর্ভবতী হয় ১১ বছরে, কিন্তু ৮ থেকে ১৪ বছর উঠা নামা করতে পারে। মানে অনেকের ৮ বছর বয়সেও হতে পারে, আবার কারুর দেরীতে হয় ১৪ বছরে। এটা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে ঘটে।

অবাক হওয়ার কথা নয়। কারণ, আমাদের সমাজ পলিটিক্যালি কারেক্ট থাকতে চায়। বাস্তবে যদি বিয়ের কোন বয়স না থাকত আইনে তা হলে অনেক অল্প বয়সী মেয়েই মা হতে পারত। আজ অবদি যতগুলি ঘটনা ঘটেছে অল্প বয়সের মাতৃত্বতা, সবগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় কারুর স্বাস্থ্যের বা জীবনে কোন ক্ষতি আসেনি। তবু পন্ডিতগণ বলবে নানা কুকথা, বিয়ে অল্প বয়সে করলে নানা ক্ষতির সম্ভাবনা। আসলে এসব পশ্চিমী বিকৃত ধারণা।আর্থিক-সামাজিক অবস্থা দেখে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নানা চালাকি। আমার একান্ত ব্যক্তিগত ধারণা। লিনা মেদিনা (Lina Medina, a Peruvian girl from the Andean village of Ticrapo) ৫ বছরে মা হয়ে যদি আজও ৮৭ বছর বাঁচতে পারে, তো আপনি কি বলবেন? শুধু লিনা মেদিনা নয়, এরকম ইতিহাস অনেক।

এইচ(H) নামে এক মুসলিম মেয়ে ১৯৩২ সালের ১৮ই মার্চ পেটে টিউমার নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। তার স্বাস্থ্য ভাল, বুদ্ধিও ভাল উচ্চতা ৩ফুট ১১ ইঞ্চি, তার বাবা জানাল তার বয়েস ৭ বছর।তার দুধের দাঁত ২টো বাদে সব রয়ে গেছে। হাসপাতালে পরীক্ষা করে দেখল তার গর্ভের বয়স সাড়ে ছয়মাস। প্রসব ব্যথা শুরু হয় ৭ইজুন ও তাকে অস্ত্রোপচার করে মেয়ে সন্তান প্রসব করালেন ডাক্তাররা(a girl weighing 4.19 lb (1.90 kg) at Victoria Zanana Hospital in Delhi, India.)। শিশু মা ও তার বাচ্চা দুজনেই দুর্দান্ত ভাল ছিল।৯ মাস তার বুকের দুধ বাচ্চাকে খাইয়েছিল। এইচের জন্ম হয়েছিল ১১ই অক্টোবর ১৯২৫ সালে।

আইনের ভয়ে অনেকেই মুখ খুলেনা। গ্রামে গঞ্জে মেয়েরা বিয়ে বসে বয়েস বাড়িয়ে। আর যাদের ছোট বয়সে বিয়ে হয়

তাদের বিচ্ছেদ হতে শুনিনি।

অধিকাংশ বিয়ে যা বিচ্ছেদে পরিণত হয় তার কারণ নারী পুরুষ একে অপরের বিষয়গুলি মেনে নিতে পারেনা। কলেজ জীবনে প্রেম হয় (নাকি যৌন সুখের অভিজ্ঞতা নেয়) সেগুলি নেহাৎ ভবিষ্যতের ঘর বাঁধার পরিকল্পনায়। কিন্তু দেখা যায়, একবার যৌন সুখের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা হলে কেউ একজনের মধ্যে সীমিত থাকেনা, বহু ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সাথে ঘটতে থাকে। দেখা যায় নারী পুরুষ যৌন সুখের পর বিয়ের সময় অন্য কাউকে বেছে নেয়। ফলে কেউ একজনের সাথে বিয়ের পর নিয়মিত যৌনসুখে তৃপ্ত হয়না।শুরু হয় অশান্তি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা হারিয়ে যায়।

অল্প বয়েসে যাদের বিয়ে হয় অধিকাংশের পাত্র পাত্রীর বয়সের ফারাক অনেকটাই থাকে। কম করেও ১৫/২০ বা এর বেশি হয়। দেখা গেল ১৪ বছরের মেয়ের সাথে ৩০ বছরের রোজগেরে

ছেলের বিয়ে হল। ১) বয়সে বড় থাকাতে শ্রদ্ধা/সমীহ থাকে স্বামীর প্রতি। স্বামীরও তার চেয়ে অনেক ছোট বলে কর্তব্য নিষ্ঠ থাকে। আর অল্প বয়সে স্বামীর বাড়ির আদবকায়দা আচার বিচার ইত্যাদি গ্রহণ করে নিতে অসুবিধা হয়না।

২) বুড়ো বয়সেও - নারী যখন ৫০ বছরের আসবে স্বামীর তখন ৭০ বয়স ফলে দুজনের একসাথেই যৌন সংগমের ইচ্ছা ফুরিয়ে আসবে। বিয়ের একটা শর্ত তো পুরুষের যৌন সুখ ও সেবা।

কলেজের ৫বছর সমবয়সীর সাথে প্রেম করে বিয়ে করলেও দেখা যায়, বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে পড়ে। তার একটা কারণ সমবয়সী হলে কেউ কারুর কথাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেনা। দুজনেই কর্তৃত্ব ফলাতে চায়, নিজের অহমিকা বজায় রাখতে চায়। সাধারণত যে টাকা রোজগার করে সে অন্যজনের অধীনে কেন থাকবে?

বিয়ের মানে নিজের বংশ বিস্তার করা। কারুর সন্তান না হলে খুব দায় বদ্ধতা না থাকলে বিচ্ছেদ ঘটে ও পুনরায় বিয়ে হয়।

An Englishwoman says she had only one menstrual cycle as a teenager before going into menopause at 13.

নিউইয়র্ক পোস্টের ৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ এর প্রতিবেদনে বলেছে একজন মহিলা , নাম ক্লেয়ার পেপ (Claire Pape, 43, from Beverly, East Yorkshire in England, went through menopause at 13 years old after experiencing just one menstrual cycle.) তার জীবনে মাসিক স্রাব একবারই ঘটেছে, সেই ১৩ বছর বয়সে। তার বর্তমান বয়েস ৪৩বছর। ১৭ বছর বয়েসে ডাক্তার বলেছে তার কোনদিন সন্তান হবেনা। কিন্তু বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গেছে ফলে সে আবার গর্ভ সঞ্চার করতে পেরেছে আই ভি এফ এর মাধ্যমে(in-vitro fertilization.)

নরনারীর যৌনপরিষেবা-৩৪

চীন ভারতের চেয়ে অনেক অনেক উন্নত, সেখানকার নাগরিকরা আর যাই করুক কারুর স্বাভাবিক জীবন- রুটি-কপড়া-মকান এসবের অভাবে কষ্ট পায়না। চীন মনে করে পশ্চিমী ভাবনা হল সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে কিছু মানুষের জীবন সমৃদ্ধ হোক।

এটা বাস্তব সত্য, যে বিদেশি কোম্পানীগুলি ভারতে আছে বলে ভারতে গত তিন দশক ধরে আর্থিক কাঠামোর উন্নতি হয়েছে। যেমন ধরুন আমেরিকা , জাপান ফ্রান্স ইত্যাদি আমেরিকান কোম্পানীগুলি Amazon, Citibank, Coca-Cola, Ford India, Google, American Express, Pepsico, Hewlett Packard, IBM, JP Morgan Chase, Adobe Systems Incorporated, Apple Inc., Microsoft Corporation, Cognizant, Oracle এরকম শ দুয়েক আছে, আরো হয়ত বাড়বে। কোম্পানীগুলি প্রতি বছর সরকারকে ৪০ % কর দিয়েও গড়ে ১০ হাজার কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে।

আমেরিকাতে ৩৩ কোটি লোক সারা পৃথিবীকে শুষে নিয়ে তাদের সম্পদ বাড়াচ্ছে। পৃথিবীতে এরাই ধনী, এরপর হয়ত চীন। কিন্তু চীনের লোকসংখ্যা ১৪৫ কোটি। ভারতের চেয়েও বেশি। ভারতের গণতন্ত্র মানে প্রশাসন ও আমলা তন্ত্রের সরকারী কোষাগার লুট করার।

ইতিহাস বলে ইংলিশ জাতি সারাপৃথিবীকে গরু ছাগলের মতন মনে করত। ভাবুন ১০০ বছর আগেকার পৃথিবী বা তারো আগের। ক্রীতদাস প্রথা। ভাবুন উপনিবেশিক শোষণ।

আমেরিকার মহিলারাও ভাবে তেমন। পুরুষরা হল তাদের ক্রীতদাস। পুরুষকে শোষণ করার নাম জীবন ফলে বিয়ে তারা মানতে চায়না। কিন্তু যৌন সহবাসে না নেই। আর যার সাথে যোনি পেতে শুবে তার জীবন শুষে খাবে। না শোষণ করতে পারলে তাকে জেলে দেবে।

আপনি উদাহরণ চান?

ইংরেজিতে একটা শব্দ আছে- সেক্সুয়ালাইজেশান। তার বাংলা মানে দাঁড়ায় যৌনতা দিয়ে মুড়িয়ে ফেলা। বাংলাতে আমি একটা শব্দ বানিয়েছি যৌনমোড়কীকরণ। অর্থাৎ যৌনতা হল মোড়ক তার ভেতরে মহিলা থাকেন। মানে মহিলাকে যেভাবেই একটা পুরুষ দেখবে তার পুরুষাংগ

উত্থিত হতে বাধ্য। এবার পুরুষ শিকারী জাত,লক্ষ লক্ষ বছর ধরে শিকার করে এসেছে, বিবর্তনে তার জীবন যতই পাল্টাক, নারী শরীর দেখলে, অনুভব করলে তার বীজ বপনের ইচ্ছা জাগে। দ্রুত যৌনমিলনে রেতঃপাত ঘটার মরীয়া ইচ্ছা জাগে।

ফলে পুরুষ যখনই কোন মহিলাকে ধরে যৌনমিলন করতে যাচ্ছে তখনই নারীবাদী সমাজ তাকে ধর্ষণ বলে আখ্যা দিয়ে তাকে জেলে ভরছে। মহিলারা তাদের পক্ষে আইন বানিয়েছে কেঁদে কেটে, এখন তার অপব্যবহার করছে। তারা অনায়াসে যদি বলে এই পুরুষটি আমাকে ধর্ষণ করেছে, তাহলে পুরুষটি আগে হাজতে যাবে ও তারপর তার উকিল থাকলে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে সে ধর্ষণ করেনি। গরীব হলে তাকে সরকার বিচারের আগেই পুলিস দিয়ে গুলি করে মেরে দেবে।

সমস্যা পুরুষের অনেক।বিচার ব্যবস্থা এমনকি সূপ্রীম কোর্টও ন্যায় বিচার দেয়না। ন্যায় বিচারের নামে প্রহসন চলে। বাস্তবিক পুরুষ বেঁচে আছে শত্রুভূমির উপর দাঁড়িয়ে।

আমেরিকাতে যত বিখ্যাত মহিলা, তারা প্রায় সবাই লক্ষ লক্ষ দর্শক বা পাঠককে তাদের যোনি স্তন ইত্যাদি যা ব্যক্তিগত বস্তু বা অংগ তা দেখিয়ে রোজগার করে।

ইসলাম দুনিয়ার মহিলারা যারা সংখ্যা বিশাল বা আমেরিকা ইউরোপের নারীবাদী মহিলা বাদে বাকী দুনিয়ার মহিলারা, ধরে নিন ২০ শতাংশ নারীবাদী, আর ৮০ শতাংশ সারা পৃথিবীর মহিলাদের বোকা বানিয়ে বেঁচে আছে। আর তাদের ইন্ধন যোগাচ্ছে জাতিসংঘ ও প্রতিটি রাস্ট্রের (ইসলাম রাস্ট্র বাদে) প্রায় ১৫০ রাস্ট্র।

২য় অধ্যায়ে বিয়ে করার অনেক কারণ দেখানো হয়েছে। দুটো মূখ্য কারণ হল মহিলাকে একটা পরিচিতি ও সম্পত্তির অধিকার দেওয়া। অর্থাৎ মহিলারা সম্পত্তি বানাতে অক্ষম তাই তাদের কিছু

পাইয়ে দেবার জন্য বিয়ে। আরেকটি কারণ হল সন্তান জন্মালে তাকে বৈধ স্বীকৃতি দেওয়া । এছাড়া নৃতত্ত্ববিধ্রা অনেক মহিলাদের অনেক অধিকার বিয়ের মাধ্যমে পায় বলে দেখিয়েছেন।

৩য় অধ্যায়ে শ্বেতকেতুর বিয়ে নামক গল্প আছে যা হিন্দু সমাজে অনেকেই বিশ্বাস করেন। শ্বেতকেতু মহিলাকে একজনের অধীনে থাকা কালীন অন্যজন যাতে না নিয়ে যায় যৌনসুখের জন্য তার বন্ধ করার প্রয়াসে বিয়ে চালু করেন। এটা নেহাৎই গল্প।

৪র্থ অধ্যায়ে বিয়ের কারণ দেখানো হয়েছে সন্তানের জন্ম দেওয়া বা বংশকেবৃদ্ধি করার জন্য। ঈশ্বরচন্দ্রের বহু বিবাহ থামানোর আন্তরিক প্রচেষ্টা। এবং সারা পৃথিবীতে বিয়ের পর মহিলারা সংসারে কি করে।

চলবে

নরনারীর যৌনপরিষেবা-৩৫

বিবাহ পুরুষের জন্য একটি ফাঁদ

গণধোলাই বা লিঞ্চিংLynching এখনো পৃথিবীর সবজায়গায় মাঝে মধ্যে কাজ করে। মানুষ যখন আদালত বা বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা রাখতে পারেনা। বা আদালতে গেলে সমুহ ক্ষতি হতে পারে, তখন আইন নিজের হাতে তুলে নেয়। এ এক বিপজ্জনক সামাজিক অন্ধকার।

মহিলারা পুরুষের উপর এত অন্যায় শুরু করছে, যা পুরুষরা নিতে পারছেনা। মহিলাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। এছাড়া ভারতীয় আদালত মহিলাদের পক্ষপাতীত্ব করে। যদি বিচার একপক্ষ হয় তাহলে ন্যায় কোথায়?

বিয়ে প্রতিষ্ঠানের সাথে এসব জড়িয়ে আছে।

এই নিরিখে আমার কাছে সমাধানের ভাবনা হল। বিয়ে প্রতিষ্ঠান আর কোন পুরুষ বা মহিলা বলি না দিক এবং বন্ধ হোক বিয়ে।

বিবাহ পুরুষের জন্য একটি ফাঁদ। পারিবারিক জীবনের নামে অনেক দাসত্ব ও দুর্ব্যবহার সহ্য করে আজীবন কাঁধে বয়ে বেড়ানো।

পুরুষদের নিরাপত্তা প্রয়োজন। নারীদের টাকার প্রয়োজন। শ্রম করা শ্রমিক, পুরুষ, নারীদের মজুরি দরকার।

শুধুমাত্র চুক্তির ভিত্তিতে সময়, একটি সময়কাল, বিপরীত লিঙ্গের সাথে যৌন জীবন বা পরিবার পরিকল্পনার জন্য, পুরুষদের নারী শোষণ থেকে সুরক্ষা এবং অন্যান্য নিরাপত্তা দিতে পারে। মহিলাদের জন্য, তাদের যৌন পরিষেবার মজুরি তাদের রুটি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা উপার্জনের ক্ষমতা দেবে।

মানুষ বাড়ী ভাড়ার মতো ১১ মাসের/ ৫ বছরের/ ১০ বছরের চুক্তি পত্র বানিয়ে বিপরীত লিংগের সাথে ঘর সংসার করতে পারে। ঐ সময় চুক্তি অনুযায়ী কেউ কাজ না করলে চুক্তিপত্র খারিজ হয়ে যেতে পারে বা আদালত বিচার করতে পারে। এতে। মহিলা তার যৌন সংগ পুরুষকে দেবার জন্য মজুরী পাবে। বৈবাহিক ধর্ষণ বা বিয়ে বিচ্ছেদ করে পুরুষের সম্পত্তি হাতিয়ে নেবার বা কেউ কারুর দায় দায়িত্বের মধ্যে পড়বেনা।

খবরের কাগজ থেকে কিছু বিষন্ন খবর দিচ্ছি।

১৯৬১ সালের যৌতুক নিষেধাজ্ঞা আইনের অধীনেUnder the Dowry Prohibition Act of 1961, ভারতে যৌতুক দেওয়া এবং গ্রহণ করা উভয়ই একটি অপরাধ। আইন লঙ্ঘনের শাস্তি হল 5 বছরের কারাদণ্ড + ১৫,০০০টাকা ($ 300 AUD) জরিমানা বা প্রদত্ত যৌতুকের মূল্য, যেটি বেশি 5 years imprisonment + Rs 15,000 ($ 300 AUD) fine or the value of the dowry given, whichever is more.।

- ১৯৮৩ সালে, ভারতীয় দণ্ডবিধির (IPC) ধারা 304B এবং 498A (In 1983, Sections 304B and 498A of the Indian Penal Code (IPC) একটি ভারতীয় স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর পরিবারের দ্বারা হয়রানির জন্য প্রতিকার করা সহজ করার জন্য তৈরী হয়েছিল।

- IPC-এর ধারা 304B যৌতুকের মৃত্যু বা তার স্বামী বা তার পরিবার/স্বজনদের দ্বারা যৌতুকের দাবির ফলে বিবাহের প্রাথমিক সাত বছরে একজন মহিলার মৃত্যু হলে শাস্তি।

বলা বাহুল্য, প্রতিটী নির্মাণের সাথে অন্ধকার সমপরিমাণ থাকে। **যেমন ধর্ষণের জন্য আইন আছে, ফলে হিসাবে ধর্ষণের সংখ্যা এত বেড়ে যাচ্ছে তা গুণে কুলানো যাবেনা। আবার ভারতীয় বিধানে আছে মহিলারা ধর্ষণ করেনা, ফলে যতই মহিলারা ধর্ষণ করুক তার চিহ্ন পাওয়া যাবেনা।**

- IPC-এর ধারা 498A, যা যৌতুক বিরোধী আইন হিসাবে পরিচিত, স্বামী বা তার আত্মীয়দের দ্বারা বিবাহিত মহিলার প্রতি নিষ্ঠুরতা বন্ধ করে বা তাকে ক্ষতি করতে পারে বা তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করতে পারে বা অর্থ বা সম্পত্তির দাবির হতে পারে এই সব নিয়ে।

এই আইন সংশোধনী করে বিবাহিত মহিলাকে হয়রাণি ও নিগ্রহের অপরাধে স্বামী ও তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং জেলে পাঠানোর অনুমতি দেয় This amendment allows immediate arrest and jailing of a woman’s spouse and her in-laws in the case of harassment or cruelty.।

- এই ধারার অধীনে নিষ্ঠুরতার অপরাধ non–compoundable। অন্য কথায়, এটি আবেদনকারী দ্বারা প্রত্যাহার করা যাবে না এবং এটি জামিন অযোগ্যও। এর মানে হল একটি নিছক অভিযোগের ফলে বাধ্যতামূলক গ্রেফতার হয়, এবং তখন জামিন দেওয়া বা প্রত্যাখ্যান করা আদালতের বিবেচনার বিষয়।

India's Supreme Court noted in July 2017 যে আইন বানানো হয়েছে মহিলাদের পক্ষে সুরক্ষা দেবে বলে সেই আইন মিথ্যা মামলায় আশাতীত সংখ্যায় অপব্যবহার হচ্ছে।

National Crime Records Bureau’s (NCRB) data অনুযায়ী ২০১২ সালে যৌতুক বিরোধী আইনে২০০,০০০ মামলার মধ্যে ১৪% অপরাধী পাওয়া গেছে।

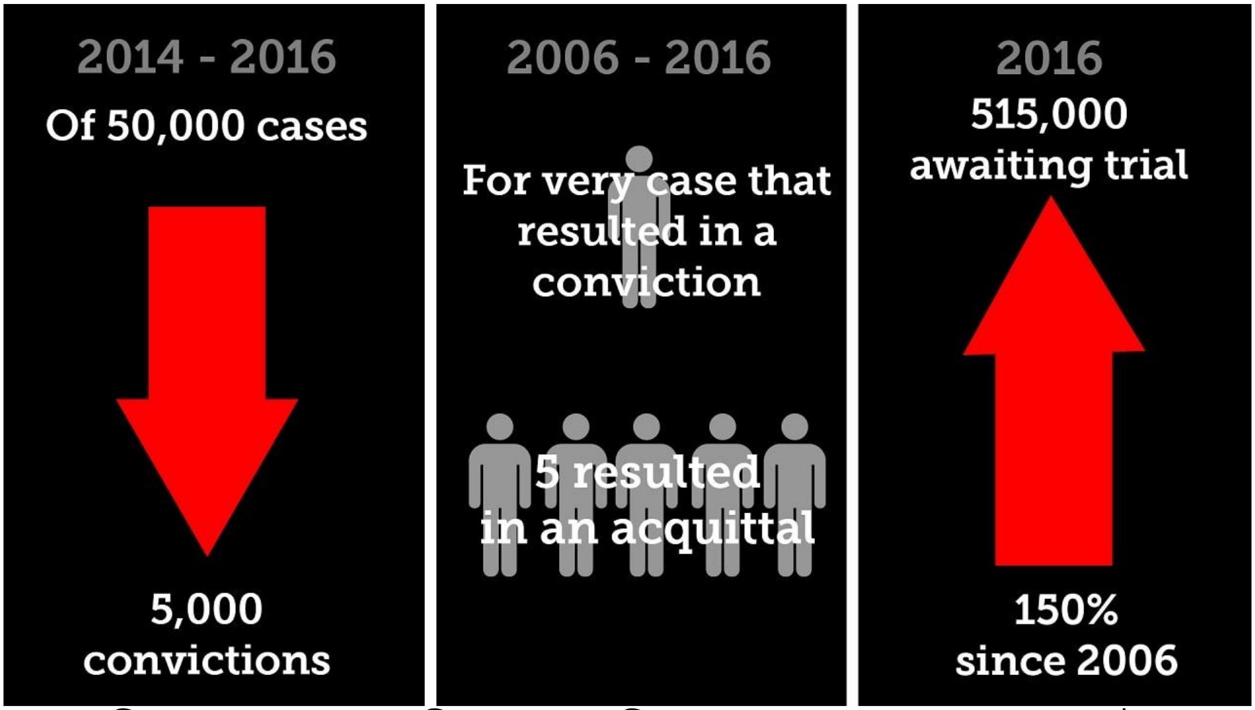

২০১৮র দিকে দেখা গেছে ৮০% মিথ্যা মামলা মহিলারা করছে।২০১৪ সালে ৩১শে জুলাই thehindu প্রকাশিত খবর।

জুন ২রা ২০২১ এ মাদ্রাজ হাইকোর্ট Justice S Vaidyanathan The Madras High Court on Tuesday said it was "unfortunate" that there was no provision like the Domestic Violence Act for a husband to proceed against his wife for lodging a false complaint.

প্রসংগ ছিল বিচারপতি এস বৈদ্যনাথনের Justice S Vaidyanathan একটি বেঞ্চ ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ তারিখে পশুপালন ও ভেটেরিনারি সায়েন্সের ডিরেক্টরের আদেশের বিরুদ্ধে পশুচিকিৎসক পি শশিকুমারের a veterinary doctor, P Sasikumar, দায়ের করা একটি রিট পিটিশনের শুনানির সময় এই মন্তব্য করেছিল। শশীকুমার দাবি করেছিলেন যে তাকে চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিবাহবিচ্ছেদের কয়েকদিন আগে তার প্রাক্তন স্ত্রীর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে, যেখানে তিনি তাকে গার্হস্থ্য সহিংসতার domestic violence অভিযোগ করেছিলেন।

মানে স্ত্রী মিথ্যা মামলা করলে কোন আইন নেই স্ত্রীকে আইনতঃ শাস্তি বিধান করা যায়। এটা বড় ক্ষোভের কথা।

নরনারীর যৌনপরিষেবা-৩৬

বিয়ের সমস্যার একটা দিক হল সন্তান। একটা ঘটনা বলছি। মহিলারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাবাদের শায়েস্তার জন্য সন্তানদের ব্যবহার করে। এখানে সেই উদাহরণ আনা হয়েছে।

Court records connect Kyle Carruth to deadly shooting of Chad Read

54-year-old Chad Read was killed in a shooting on Nov. 5, 2021, at a home in South Lubbock. (KCBD)

By Amber Stegall and KCBD Staff

Published: Nov. 24, 2021 at 2:49 AM GMT+5:30

ঘটনা ঘটেছে এই মাসের ৫নভেম্বর। স্থান স্থান: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, টেক্সাস, লুবক কাউন্টি জেলা, দক্ষিণ লুবক, ৯০ তম রাস্তার ২১০০ ব্লক (Texas Lubbock County District, South Lubbock 2100 block of 90th street.)।

আমেরিকার ইয়াহু ও অনেক সংবাদ মাধ্যম থেকে প্রকাশিত 19 নভেম্বর 2021।

Video footage shows Kyle Carruth (wearing a black top) and Chad Read (wearing a teal top) getting into a scrappy argument at Carruth's home in Lubbock, Texas.

Jennifer Wilson Read

Chad Read approached Kyle Carruth's house to argue with his ex-wife Christina over child custody.

Jennifer Wilson Read

চাদ রিড (Chad Read), একজন ৫৪-বছর-বয়সী লুবক বাসিন্দা, একজন বাবা, ৫ নভেম্বর তাকে হত্যা করা হয়েছে গুলি করে। হত্যা করেছে প্রাক্তন স্ত্রীর প্রেমিক।চাঁদ প্রাক্তন স্ত্রীর বাড়িতে গেছিল তার সন্তানের দায়িত্ব সম্পর্কে কথা বলতে। আদালতে চাঁদ ও তার প্রাক্তন স্ত্রী

চাদ তার প্রাক্তন স্ত্রী ক্রিস্টিনা রিডের সাথে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল,বিষয় হল তার স্ত্রী তার ছেলেদের দেখতে দেয়না। আদালতের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে চলছেন মহিলা। তর্কের সময়, ক্রিস্টিনাকে বলতে শোনা যায় যে বাচ্চারা বাড়িতে ছিল না এবং সে তাদের আনতে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে তিনি আদালতের আদেশের সময়সীমা মানেননি কারণ তিনি তাদের ছেলেকে দেখতে চেয়েছিলেন।

"তুমি তাদেরকে দেখতে চাও বা না দেখতে চাও কিনা তাতে আমার কিছু আসে যায় না," চাড রিড বলেন।

"আমি তাকে বিকেল ৩:১৫ টায় পেয়েছিলাম তুমি যদি তাদের দেখতে চাও তবে তুমি তাদের ৩ঃ১৫ পর্যন্ত দেখতে পাবে। তুমি আমার ছেলেদের আমার কাছ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করোনা।"

চাদ রিড কাইল ক্যারুথের প্রাক্তন স্ত্রী Kyle Carruth's ex wife সহ একাধিক লোককে সাবপোনা করার হুমকি দিয়েছিল, সেই সময়ে, কাইল, যিনি আগে চাদকে তার বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলেন, একটি রাইফেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন।

চাড রিড এবং কাইল ক্যারুথ Kyle Carruth তর্ক শুরু হয়, বন্দুক নিয়ে লড়াই।

এখানে কাইল ক্যারুথ সম্পর্কে বলে রাখি।

উইলিয়াম কাইল কারুথ (William Kyle Carruth) হল বর্তমানে চাঁদ রিডের প্রাক্তন স্ত্রী ক্রিস্টিনা রীডের (Christina Read) হবু স্বামী। দক্ষিণ লুবক-এ উইলিয়াম কাইল ক্যারুথ, একজন ল্যান্ড ডেভেলপার এবং লুবক এবং ক্রসবি কাউন্টির ৭২ তম জেলা আদালতের বিচারকের প্রাক্তন স্বামী।

কাইল কারুথ এর প্রাক্তন স্ত্রী হলেন অ্যান-মেরি ক্যারুথ (Anne-Marie Carruth)। ২০০৮ সালে কাইল ক্যারুথকে বিয়ে করেছিলেন, ২০২১ সালে তাকে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু কাইল কারুথের প্রতি সহানুভুতি বা প্রেম রয়েছে। এই বছরের জুলাই মাসে তারা আলাদা থাকা শুরু করেন, সেপ্টেম্বর মাসে বিচ্ছেদের আবেদন করে কাইল কারুথ এবং উভয়ের সম্মতি ও কারণ দেখে বিচারক এই মাসের ১৯ নভেম্বর বিয়ে খারিজ করে। অর্থাৎ অ্যান-মেরি ক্যারুথ গত ৫ই নভেম্বর চাদের হত্যার সময় অব্দি কাইলের পত্নী ছিলেন। অ্যান-মেরি ক্যারুথ হলেন (the judge for the 72nd District Court in Lubbock and Crosby counties) একজন বিচারক মহিলা।

আবার চাঁদ রিড ও এমাসের ৪র্থ সেপ্টেম্বর জেনি রীডকে বিয়ে করেন ("married the love his life" Jennifer Read on Sept. 4, 2021)। ঘটনার সময় জেনিফার গাড়িতে বসে কাইল কারুথ আর চাঁদ রিডের ভিডিও বানাচ্ছিলেন।

Video of the Nov. 5 shooting death of Chad Read was released Wednesday by Jennifer Read, who is now seeking custody of her husband's children. *Screen Shot*

তর্কাতর্কি করতে করতে কাইল রিডের পায়ে গুলি মারে, রিড মাটিতে পড়ে গেলে তাকে আরো দুটি গুলি করে। রিড সংগে সংগে মারা যায়।

চাড রিড ছিলেন একজন লুবক এর স্থায়ী বাসিন্দা যিনি ১৯৮৫ সালে লুইসভিল হাই স্কুল থেকে স্নাতক হন। মৃত্যু বিবরণে বলা হয়েছে যে তিনি "শব্দের প্রতিটি অর্থেই একজন সত্যিকারের ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা" এবং তিনি ২০০০ সালে বিয়ে করে পরিবার গড়ে তোলার জন্য লুবক-এ ফিরে এসেছিলেন। মৃত্যু বিবরণীতে কোন উল্লেখ করা হয়নি তার প্রাক্তন স্ত্রী ক্রিস্টিনা রিড কিন্তু ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তার তিনটি সন্তান রয়েছে।

রিডের জন্য একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ১২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আদালতে বর্তমানে বিধবা জেনিফার হত্যাকান্ডের মামলা চালাচ্ছেন।

"বাচ্চারা জানে যে কাইল ক্যারুথ তাদের মা, সৎ ভাই এবং আমার সামনে তাদের বাবাকে গুলি করে হত্যা করেছে," রিডের হলফনামায় বলা হয়েছে। "কাইল ক্যারুথের উপস্থিতিতে এই শিশুদের যেকোনও একটিকে অনুমতি দেওয়ার জন্য ক্রিস্টিনার সিদ্ধান্ত তাদের মানসিক সুস্থতার উল্লেখযোগ্য ক্ষতির কারণ হয়েছে এবং অব্যাহত রেখেছে। সবচেয়ে বড় শিশুটি আমার কাছে প্রকাশ করেছে যে সে শুটিংয়ের জন্য তার মাকে দায়ী করেছে, এবং কাইলকে আবার সেখানে দেখলে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে।"

কাররুথের অ্যাটর্নি, ডেভিড এম. গুইনের সাথে হার্লি, গুইন অ্যান্ড সিং, যুক্তি দিয়েছেন যে শুটিংটি ছিল আত্মরক্ষার জন্য।

"সমস্ত টেক্সান আইনত নিজেদের, তাদের সম্পত্তি এবং তাদের ব্যবসার সুরক্ষার জন্য একটি আগ্নেয়াস্ত্র প্রচার করতে পারে।" David M. Guinn বলেছেন।

বিবাহঃ নারী পুরুষের যৌনমিলনের অনুমতি?-৩৭

কেন একজন ব্যক্তি (পুরুষ/মহিলা) বিবাহ প্রত্যাখ্যান করবেন?

আমি আগের একটি সংখ্যা দেখিয়েছি বিয়ে কেন একটা ফাঁদ। তারই পুনরোক্তি হিসাবে প্রথাগত বিয়ে করলে

১) যৌতুক ও খরপোষ দেবার প্রশ্ন ভারত সরকারের আইন আপনাকে বিনাদোষে কারাদন্ডিত করতে পারে। বর্তমানে পশ্চিমী প্রভাবিত কোন রাস্ট্র ন্যায়ের রাস্ট্র নয় তারা ক্ষমতাশালীর ও মহিলাদের প্রতিনিধি হয়ে সমাজের নিরীহ মানুষকে বলি দেয়। ভন্ডামীর দেশ।

২) বিয়ে নাকি মহিলাদের কাছে শ্রমের মান্যতা দেয়না। অর্থাৎ বিয়ে করে একজন মহিলা পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তির মালিক হয়ে যায় রাতারাতি- এটা কিছু নয়, তাদের প্রতিদিনের শ্রমের মূল্য দিতে হবে। তারা নাকি বিনাপয়সার মানে ক্রীতদাসের মত।

৩) বিয়ে করলে একটা পুরুষ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ উঠতে বসতে তার স্ত্রী তাকে নানা ভাবে হয়রানি করে, উত্যক্তা করে। তার ব্যক্তি চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করার সাহস পায়। প্রতি পদে পদে তাকে কৈফিয়ত দিতে হয়।

৪) সন্তান ধারণ নাকি ক্রীত দাসত্ব মহিলারা বলেন। আর সন্তানকে বাজিরেখে মহিলারা পুরুষকে শোষণ করেন।

৫) ভারতের আইন সোজাপথে নিরপেক্ষ হবে আমি মনে করিনা। এরা (মন্ত্রী আমলা, নেতারা) মহিলাদের বাজি রেখে তোষণ নিয়ে রাজনীতি করে। আর ভারতের সংবাদ মাধ্যম এরা অশ্লীল, টাকা রোজগারের জন্য মিথ্যা থেকে শুরু করে মহিলাদের যোনি স্তন দেখিয়ে বাজার গরম রাখে ও মুনাফা উদবৃত্ত তৈরি করে। এরা পুরুষ জাতিকে অত্যাচারী দানব বানিয়েছে মহিলাপ্রীতি কামাবে বলে। মিথ্যা ধর্ষণ মামলা ৫৩% আর মিথ্যা গার্হস্থ্য হিংসার মামলা ৮০% পুরুষকে জেলে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ভারতের আইনে পুরুষের বিশ্বাস রাখা ঠিক নয়।

৬) সন্তানে অধিকার নিয়ে মহিলারা জিততে চায় ও পুরুষকে হয়রানি করে।

৭) স্কুলে কলেজে পড়ুয়া মেয়েরা সতী সাবিত্রী নয়। এরা একাধিক পুরুষের সাথে যৌনসংগম করে বিয়েতে আসে কুমারী সেজে। এবং বিয়ের পর ডিভোর্স চায়। কিছু রোজগারের জন্যই ডিভোর্স। ডিভোর্স চলাকালীন বা পরে আবার কারুর সাথে বিয়ে করে লুট করে এমন একটা আবহাওয়া সংবাদে কয়েক দশক ধরে চলছে। এছাড়া একজন মানুষ কয়জনের সাথে যৌন সংগম করবে তা ধরাবাঁধা নিয়ম করা যাবেনা। মৌলিক অধিকারকে খর্ব করে।

৮) মহিলারা পুরুষকে রাতের পর রাত নানা অজুহাতে তাকে যৌনসংগম থেকে বঞ্চিত করে। কারণ পুরুষটি মহিলার কথায় উঠবস করেনা।

৯) মহিলারা ৪৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে তৃতীয় লিংগতে পা রাখে- অর্থাৎ তার স্ত্রী লিংগ আর দীম পাড়েনা। ফলে পুরুষের ঐ বয়সে যৌন সংগী নতুন করে খোঁজা, ঘরে একটা তৃতীয় লিংগের বৌ রেখে সমাজ অনুমতি দেয়না। সমাজ এটাকে খারাপ চোখে দেখে।

১০) বিয়ে না টিঁকলে জোর করে একসাথে থাকা মানে নারকীয় জীবন।

১১) আজকাল প্রত্যেকেই দায়দায়িত্ব থেকে মূক্ত থাকতে চায় কারণ তাতে যে যেই পেশায়, বা জীবন চান সে জীবন পাবার চেষ্টা করতে পারেন। ধরুন একজন মহিলা গান করতেন তার বিয়ের পর গান ছেড়ে দিতে হল। একজন পুরুষ বিজ্ঞান চর্চা করেন বিয়ে করে বৌ পুষতে গিয়ে তার জীবন জলাঞ্জলী দিল।

এরকম নিত্য নৈমিত্তিক প্রতিদিনের সমাজে দেখা যায় অনেক সমস্যা। তারপরেও নানা সমস্যা আছে যা আরো জটিল। জন্মেছি নিজের ইচ্ছায় নয়, আর জীবন ধারণ করতে গিয়ে জীবন হরণ কেন করব? ফলে বিয়ের বিকল্প দেখতে হয়। ভারত সরকার চুক্তি বিয়ে অনুমোদন দেয়না। কিন্তু আপনি কারুর সাথে যৌন যাপন করতে পারেন উভয়ে ইচ্ছুক হলে। এই ভাবনাটাকে মান্যতা দিতে হলে আপনাকে নীচের দেওয়া পথে আসতে হবে বিয়ের বিকল্প হিসাবে।

কেন একজন ব্যক্তি (পুরুষ/মহিলা) বিবাহ প্রত্যাখ্যান করবেন?

দত্তক গ্রহণ হল শোষণের চাবিকাঠি এবং নিষ্ঠুরতার পথ। আপনি যখন একটি প্রাণী দত্তক নেন, আপনি প্রাণীর উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে চান। আপনি পশুর কল্যাণ এবং জীবন এবং মৃত্যুর জন্য দায়ী. আপনি যখন একটি শিশুকে দত্তক নেন, তখন আপনি সন্তানের ভবিষ্যত এবং লালন-পালন ও কল্যাণের জন্য দায়িত্বে থাকেন এবং আইনত বাধ্য থাকেন। শিশু অসুস্থ হলে বা কোনো ভুল করলে আইন প্রয়োগকারীরা আপনাকে শাস্তি দেবে।

বিবাহ এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যখন এটি তার সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ শুরু হয়েছিল, তখন পুরুষটি তার সমস্ত অর্থে স্বামী ছিল এবং স্ত্রী তার স্বামীর প্রতিটি আদেশকে খুশি করার জন্য দাসী ছিল। অন্যথায়, পুরুষ তার স্ত্রীর প্রতি তার কর্তব্য ব্যর্থতার জন্য শাস্তি পেত।
গত ৪৫০০ বছর ধরে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা ছিল।

আজ প্রতিটি মানুষই তাদের দায়-দায়িত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে চায়। তাই আজ বিয়ে এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নয় যা পুরনো রীতিতে কাজ করে পুরুষ নারীকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে রাখে। এছাড়া নারীদের গৃহিণী হিসেবে অর্থ উপার্জনের জন্য বিশেষ অনুগ্রহের কথা ভেবেছি।

একজন পুরুষকে/মহিলাকে যার সাথে তিনি যৌন সম্পর্কে, শারীরিকভাবে, নিযুক্ত হতে পারেন এবং একজন কর্মচারী/নিয়োগকর্তা হিসেবে ২৪ ঘন্টা স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে প্রস্তুত তেমন একজন বিপরীত লিংগের মানুষের সাথে যথাযথভাবে স্বাক্ষর করে চুক্তিপত্র বানান। চুক্তিপত্রের চুক্তিতে উল্লেখ করা থাকবে যে উভয় পক্ষই সম্মত হয়েছে তাদেরবিপরীত লিংগের মানুষটির কোন সম্পত্তি বা অর্থ ও স্থাবর অস্থাবর সম্পদের প্রতি কোন দাবি থাকবেনা এবং তাদের দ্বারা স্বাক্ষরিত চুক্তির বাইরে কিছু দাবি করবে না (গর্ভধারণ সহ বা গর্ভধারণ বাদ দিয়ে)। চুক্তি মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

তারা চুক্তির সাথে একটি শপথপত্র সংযুক্ত করবে, যা উভয় পক্ষকে কোনো বিবাদ বা মতবিরোধের জন্য একে অপরকে বৈধভাবে ঐ চুক্তির আবদ্ধ সময়কালের মধ্যে অভিযুক্ত করতে পারবেনা। তাদের শপথ থাকা সত্ত্বেও,পরিষেবার সময়কালে যদি কোনও বিরোধ, সদ্ ইচ্ছা দেখা দেয় যা তাদের পূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র/নথিপত্রকে চ্যালেঞ্জ করে, তারা তাদের চুক্তি বাতিল করতে পারে এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে একজন আইনজীবীকে ডেকে বাতিল করতে পারে ও সেই সময় থেকে তারা একে অপরকে কয়েক বছর দেখতে/যোগাযোগ করতে পারবে না।

এখন, উভয় পক্ষই, একজন নিয়োগকর্তা এবং একজন কর্মচারী হিসাবে - একজন কর্তার/মালিকের অফিসের জন্য তাদের নিজ নিজ কাজ, ২৪ ঘন্টা একদিন হিসাবে বছরের পর বছর কাজ করবে - ধরুন দশ বছর। প্রতি মাসের শেষে বেতন প্রদানকারী এবং বেতন প্রাপক উভয়ই (উভয় পক্ষই বেতন পরিমাণ কততে সম্মত তা উল্লেখ করুন)। নিজেদের এবং নিজেদের জন্য উপভোগ করুন।

সন্তান বা সন্তানদের হেফাজত এবং শিক্ষার সাথে লালন-পালনের খরচ এবং জড়িত অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে, কে দায়িত্ব নেবে এবং কীভাবে এগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে, ভালভাবে পরিকল্পনা করা উচিত এবং চুক্তিতে এক নং , দুই নং করে উল্লেখ করা উচিত। চুক্তিটি সরকারি স্ট্যাম্প পেপারে নোটারি বা স্বীকৃত আইনজীবী ও কয়েকজন সাক্ষীর সামনে যথাযথভাবে লিখতে হবে। একটি অফিসের শ্রমিক ছাঁটাই বা শ্রমিকের নিজের পদত্যাগের অনুমতি দেয় তেমন এই চুক্তিপত্রও কারণ যথাযথ হলে নারী পুরুষ আইনজীবি এনে চুক্তিপত্র বাতিল করতে পারবে।।

এই ধরনের চুক্তি কোনো দল/ব্যক্তির স্বাধীনতাকে হরণ করতে পারে না এবং এইভাবে নারীদের অর্থের ক্ষমতা দেয় যা তারা নিজেদের উপার্জন বলে দাবি করতে পারে। এটা স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতায়ন।

আমি আশা করি মহিলাদের উন্নত ভবিষ্যতের জন্য প্রথাগত বিবাহ এড়ানোর পদ্ধতি অনুসরণ করবে, যা বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ এবং পুরুষ/নারীকে হত্যা করে। পুরুষদের জন্য: এই সিস্টেমটি সম্পূর্ণ নিরাপত্তার ভিত্তি। কেউ গার্হস্থ্য সহিংসতা, তার বিরুদ্ধে মিথ্যা ধর্ষণ মামলা বা বৈবাহিক ধর্ষণের নিন্দা করতে পারে না। ঘরোয়া সব টানাপোড়েন থেকে মুক্ত একজন মানুষের নিজের জীবন। মহিলাদের উপহার দেওয়া/জামাকাপড় যোগানো/ভ্রমণ/সময় সংগ দেবার জন্য ইত্যাদি নিয়ে

পুরুষের আর কোন চিন্তা নেই। কেউ তার জীবনধারা/কর্মের জন্য বকাঝকা করার অধিকার পাবে না। চুক্তিপত্রে উল্লিখিত সময়কাল শেষ করার পর, উভয় পক্ষই তাদের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবার চুক্তি চালিয়ে যেতে বা অন্য একজন বিপরীত লিংগকে বাছাই করে নিতে পারে।

-------------------------অ্যালবার্ট অশোক /নিউটাউন/ কলকাতা/ ৮৭৭৭৪ ৩৬৫৯১ ---------------

This is my research work, and understanding about social relationship between man and woman.. Due to financial crisis, and lack of fund to print I just made this ebook. This ebook, is copyrighted, cannot be used commercially or any other way, and distributed among my own friends circle for education and cultural purposes.

অ্যালবার্ট অশোক কলকাতার চিত্রকর; শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রেমিক।জীবন শুরু ইলাসট্রেটর, গ্রাফিক আর্টিস্ট, গ্রন্থকার, অনুবাদক, প্রাবন্ধিক, শিল্পসমালোচক, কবি, গল্পকার ইত্যাদি হিসাবে (১৯৮২ থেকে ২০০৬)। বহু আন্তর্জাতিক- লন্ডন, সিংগাপুর, মালয়েশিয়া - ও ভারতীয় নানা রাজ্যে পত্রপত্রিকায় ফিচারড্ আর্টিস্ট হয়েছেন ও সম্মান পেয়েছেন। ২০১০ সালে ললিতকলা ও উড়িষ্যা সরকারের ৩ দিনের সর্বভারতীয় ক্যাম্পে সেরা শিলপীর সম্মান পান। বাক্ স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করেন। ইন্টারন্যাশনাল পি ই এন বা পেনের হয়ে উত্তরপূর্ব ভারতের লেখকদের সংগঠন পেন ইন্ডিয়ার সেক্রেটারি। For contact: 8777436591/ WA: 9477773288

এই পি ডি এফ পত্রিকার কোন অংশ ব্যক্তিগত পাঠ ব্যতিরেকে, ব্যবসায়িক বা অন্য কোন ভাবে অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবেনা। ছাত্রছাত্রী শিক্ষক ও সাধারণের মধ্যে শিল্প জ্ঞান প্রচারের জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাঠ হিসাবে প্রকাশ করা হল। যোগাযোগঃ ৮৭৭৭৪৩৬৫৯১/ ৯৪৭৭৭৭৩২৮৮ । নিউটাউন, কলকাতা।

ZINA PUBLICATION. KOLKATA- 700159

This PDF Book for review is free of cost